রুট্‌স্‌ ১১

TEARFUND

স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

রুট্‌স ঃ সংস্থাগুলোকে সম্পদশালী করা যাতে তারা পরিবর্তনের ও বিনিময়ের সুযোগ পায়

রুট্‌স

রুট্‌স্ ১১

পরিবেশের স্থায়িত্ব

র‍্যাচেল ব্ল্যাকম্যান ও ইসাবেল কার্টার কর্তৃক সম্পাদিত

সহায়তা করেছেন যুড কলিন্‌স, সারা শ, মাইক উইগিন্‌স, সারা উইগিন্‌স

ডিজাইন: উইং ফিংগার

আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই র‍্যাচেল ব্ল্যাকম্যান, রেবেকা ডেনিস, ডিউই হাগস, জোয়ানা ওয়াটসান ও সকল টিয়ারফান্ড স্টাফকে যারা এর খসড়াকে পুনঃনিরীক্ষা করেছে। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিয়ারফান্ডের সকল অংশীদার সংস্থাকে যারা এটাকে মাঠে পরীক্ষা (field test) করেছে।

টিয়ারফান্ডের প্রকাশনা কিভাবে অংশীদার সংস্থারা ব্যবহার করছে জানলে আমাদের ভবিষ্যত প্রকাশনার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য হবে। এই বইকে কোন মতামত সহায়তা দিতে চাইলে অনুগ্রহপূর্বক roots@tearfund.org এই ই-মেইলএ লিখুন।

ROOTS পর্বসমূহের অন্যান্য শিরোনামগুলো হলঃ

- ROOTS 1 and 2 – Advocacy toolkit.
  দুটি বইয়ের একটি সেটঃ
  Understanding advocacy (ROOTS 1) and
  Practical action in advocacy (ROOTS 2)
  বই দুটি শুধুমাত্র একটি সেট হিসেবেই পাওয়া যায়।

- ROOTS 3 – Capacity self-assessment
  এটি একটি প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়নের টুল যা প্রতিষ্ঠানটিকে তার নিজের সঙ্গমতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে সমর্থ করে তোলে।

- ROOTS 4 – Peace-building within our communities. টিয়ারফান্ডের অংশীদার সংস্থাদের কেস স্টাডি থেকে শিক্ষাগুলো নেয়া হয়েছে যারা জনগোষ্ঠীর মাঝে শান্তি ও মীমাংশাকে অনুপ্রাণিত করে

- ROOTS 5 – Project cycle management. এই বইটি প্রকল্প চক্রকে (Project Cycle) ব্যবহার করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প ব্যাবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। এটিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের টুল যেমন প্রয়োজন ও সামর্থ নিরূপণ (Needs and Capacity Assessment) এবং সংশ্লিষ্ট-পক্ষ বিশ্লেষণ (Stakeholder Analysis) এর বর্ণনা রয়েছে এবং কিভাবে একটি যুক্তি কাঠামো (Logical Framework) নির্মাণ করতে হয় তার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

- ROOTS 6 – Fundraising. এই পর্বে কিভাবে অর্থ সংগ্রহ (Fundraising) কৌশল প্রণয়ন করতে হয় তার নির্দেশনা রয়েছে এবং সংস্থাদেরকে বিভিন্ন অর্থ সংগ্রহের উৎস সন্ধানের ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

- ROOTS 7 – Child participation. পর্বটি জনগোষ্ঠীর জীবনে এবং প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে শিশুদের সংশ্লিষ্ট করাকে শিক্ষা দেয়।

- ROOTS 8 – HIV and AIDS: taking action. এইচআইভি ও এইড্‌স-এর কুপ্রভাব লাঘব, এইচআইভির বিস্তার রোধ এবং সংস্থার অভ্যন্তরে এইচআইভি ও এইড্‌স সংক্রান্ত্ম বিষয়সমূহ উত্থাপন করা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে এইচআইভি ও এইড্‌স প্রদত্ত সমস্যা মোকাবেলায় খ্রীষ্টীয়ান প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সাড়া দিতে পারে তা এখানে নির্দেশিত হয়েছে।

- ROOTS 9 – Reducing risk of disaster in our communities. এখানে 'অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপণ' এর প্রক্রিয়া দেখান হয়েছে যা জনগোষ্ঠীকে তাদের আপদ, বিপন্নতা ও সক্ষমতাসমূহ বিবেচনায় রেখে কিভাবে তারা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে উদ্যোগী হতে পারে তা উপস্থাপিত হয়েছে।

- ROOTS 10 – Organisational governance. শাসন প্রক্রিয়ার মূলনীতি ও অন্যান্য বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে যাতে সংস্থারা তাদের নিজেদের প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন করতে পারে বা যদি প্রশাসনিক কাঠামো না থাকে তবে তা যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

- ROOTS 11 – Partnering with the local church. এ পর্বে খ্রীষ্টীয়ান সংস্থারা কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীগুলোর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

- ROOTS 12 – Human resource management. একটি প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তাদের সংশ্লিষ্ট নীতি ও চর্চা এতে নিবন্ধিত রয়েছে। আরও রয়েছে নিয়োগ, চুক্তি এবং কর্মচারী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা ও তাদের উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাদি।

এই সকল পর্বসমূহ ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিস ও পর্তুগীজ ভাষায় পাওয়া যায়।

আরও তথ্যের জন্য লিখুনঃ
Resources Development, Tearfund, 100 Church Road,
Teddington, TW11 8QE, UK
অথবা ইমেইল করুনঃ roots@tearfund.org

© Tearfund 2009

টিয়ারফান্ড কর্তৃক প্রকাশিত।
ইংল্যান্ডে রেজিষ্ট্রেশনকৃত নং ৯৯৪৩৩৯
দাতব্য রেজিষ্ট্রেশন নং ২৬৫৪৬৪ (ইংল্যান্ড ও ওয়েইল্‌স)
দাতব্য রেজিষ্ট্রেশন নং SC০৩৭৬২৪ (স্কটল্যান্ড)

টিয়ারফান্ড একটি খ্রীষ্টীয়ান রিলিফ ও উন্নয়ন সংস্থা যা স্থানীয় মন্ডলীসমূহের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক-এর সাথে একসাথে কাজ করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।

টিয়ারফান্ড, ১০০ চার্চ রোড, টেডিংটন, টিডাব্লিউ১১ ৮কিউই, ইউকে
ফোনঃ +৪৪(০)২০ ৮৯৭৭ ৯১৪৪
ই-মেইলঃ roots@tearfund.org
ওয়েবঃ www.tearfund.org/tilz

স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

রচনা ঃ র‍্যাচেল ব্ল্যাকম্যান

© TEARFUND 2007

সূচিপত্র

Contents

	ভূমিকা	**৫**
অধ্যায় ১	**স্থানীয় মন্ডলীর সংজ্ঞা প্রদান এবং এর ভূমিকা**	**৭**
	মন্ডলীর উদ্দেশ্য ঃ সমন্বিত উদ্দেশ্য	১০
অধ্যায় ২	**খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনসমূহ এবং স্থানীয় মন্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক**	**১৭**
	২.১ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনসমূহ এবং মন্ডলী উভয়ের প্রয়োজনীয়তা	১৭
	২.২ সুসম্পর্ক স্থাপন করা	২৩
অধ্যায় ৩	**স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করার পদক্ষেপগুলি**	**২৭**
	৩.১ মন্ডলীকে গতিশীল করা	২৭
	৩.২ মন্ডলী এবং জনগোষ্ঠীকে গতিশীল করা	৩৩
	৩.৩ এ্যাড্ভোকেসীর জন্য মন্ডলীকে ক্ষমতায়ণ করা	৪২
অধ্যায় ৪	**মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি**	**৪৭**
	৪.১ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা	৪৮
	৪.২ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা	৫৩
	৪.৩ ভাল নেতৃত্ব	৫৮
	৪.৪ সমন্বিত উদ্দেশ্যের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা	৬৪
	৪.৫ সক্রিয় করে তোলার কাজকে সহজ করে তোলা	৭১
	৪.৬ স্থানীয় সম্পদগুলির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা	৭৬
	৪.৭ পরিবীক্ষণ/পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	৭৯
অধ্যায় ৫	**সম্পদসমূহ এবং যোগাযোগ**	**৮৫**
	পরিভাষার অভিধান	**৮৭**

© TEARFUND 2007

ভূমিকা

Introduction

যে সব খ্রীষ্টীয়ান সংস্থা সংগঠন উন্নয়ন, ত্রাণ এবং এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটিগুলিকে রূপান্তর করে নেবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশেই এই পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সংগঠনগুলি হতে পারে শ্রেণীভুক্ত মন্ডলী, শ্রেণী বা বিভাগভুক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভাগগুলি, খ্রীষ্টীয়ান নেটওয়ার্কসমূহ, বাইবেল কলেজসমূহ কিংবা খ্রীষ্টীয়ান বেসরকারী সংগঠন (এন.জি.ও)-গুলি। আমরা স্বীকার করছি যে, এই সংগঠনগুলি কোন না কোনভাবে আলাদা আলাদা ধরণের। সে যাই হোক, স্থানীয় মন্ডলীই হচ্ছে জনগোষ্ঠী রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দু - এই ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করেই যেহেতু এই বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে, কাজেই আমরা এই সবগুলি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনকেই একই দলের অন্তর্ভুক্ত করি। এই কারণে আমরা প্রস্তাব করি যে, স্থানীয় মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করার ক্ষেত্রে এই সবগুলি সংগঠনের একই ধরণের ভূমিকা রয়েছে। যখন কোন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের কোন অনন্য ভূমিকা থাকে, তখন আমরা সেই সুনির্দিষ্ট সংগঠনটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি।

এই বইটিতে আমরা সমন্বিত উদ্দেশ্য বলতে কি বুঝায় তার রূপরেখা বর্ণনা করেছি এবং সেখানে স্থানীয় মন্ডলীর কেন্দ্রীয় ভূমিকার বিষয়টি দেখিয়েছি। আমরা যুক্তি প্রদর্শন করি যে, সরাসরি জনগোষ্ঠীতে কাজ করা এবং স্থানীয় মন্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার চেয়ে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কার্যাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি জনগোষ্ঠীকে রূপান্তর করার বিষয়টিকে আরও বহু গুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এই কাজটি করতে গিয়ে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে তাদের চিন্তাভাবনা এবং তাদের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হতে পারে। একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত ধরণের এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এমন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনাকে ভেঙ্গে দূর করে দেওয়া। যেহেতু সমন্বিত উদ্দেশ্য জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডে জনগোষ্ঠীর সাথে মন্ডলীকে সম্পৃক্ত করে নেয়, তাই আমরা অনুভব করি যে, যখন স্থানীয় মন্ডলীর সাথে সম্পর্কিত করার সময় 'প্রকল্প' শব্দটির চেয়ে আমরা যদি 'পদক্ষেপ' শব্দটি ব্যবহার করি তাহলে তা বেশী উপকারী হবে। এর কারণটি হচ্ছে যে সমন্বিত উদ্দেশ্যর বেশ কিছু কার্যক্রম রয়েছে, যেগুলি কাজ করছে ছোট পরিসরে এবং এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত এগুলির কার্যক্রম চালু রয়েছে যে সেগুলি কমিউনিটি জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় মন্ডলী সব চেয়ে ভাল যে কাজটি করতে পারে তা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাগত জানানো এবং তাদেরকে কমিউনিটিতে ঠাঁই দেবার প্রস্তাব করা। এই কাজের জন্য একটা পথ হতে পারে ক্ষুদ্র কমিউনিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সমন্বিত উদ্দেশ্য কার্যক্রমের যে কয়েকটি কাজ স্থানীয় মন্ডলী বাস্তবায়ন করছে, সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ কিংবা যন্ত্রপাতির জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই সেক্ষেত্রে এগুলিকে অনেকটা প্রথাগত প্রকল্পের মতোই মনে হতে পারে। সে যাই হোক, এই বইটিতে-কে নেতৃত্ব দিচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রকল্প এবং পদক্ষেপের ভেতরে একটা পার্থক্য তৈরী করেছি। কোন একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের নেতৃত্বে কমিউনিটির ভেতরে যে কাজ পরিচালিত হচ্ছে সেটি বুঝানোর জন্য আমরা 'প্রকল্প' শব্দটিকে ব্যবহার করি। আর কোন একটি কাজ যদি স্থানীয় মন্ডলীর নিজ উদ্যোগে শুরু হয় তাহলে সেই একটি কাজকে বুঝানোর জন্য আমরা 'পদক্ষেপ' শব্দটি ব্যবহার করব, এমনকি এক্ষেত্রে যদি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কাছ থেকে যে কোন ধরণের সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলেও।

টিয়ারফান্ডসহ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করতে গিয়ে সম্পদ, যোগাযোগ এবং কারিগরী সক্ষমতার মাপকাঠিতে স্থানীয় মন্ডলীর উপর আমাদের যে ক্ষমতা রয়েছে, তা পরিত্যাগ করা। আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মন্ডলীকে ব্যবহার করাটা মন্দ কাজে প্ররোচিত করার মত। আমরা আশা করি যে, এই বইটি কিভাবে সবচেয়ে ভালভাবে আমরা স্থানীয় মন্ডলীকে সেবা প্রদান করতে পারি তা খতিয়ে দেখার জন্য উপকারে আসবে এবং এর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যও পূরণ হবে।

© TEARFUND 2007

এই বইটি চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করবে এবং বাস্তবে পরিণত করবে এমনটাই আশা করা হচ্ছে। তাই এই বইটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হ্যান্ডবুকে পরিণত করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই যেখানে অন্য কোন সম্পদের প্রসঙ্গ টেনে না এনে একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন স্থানীয় মন্ডলীকে গতিশীল করে তুলতে পারে। যাহোক, আমরা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি তুলে ধরি, আরও বেশী আলোচনার সুযোগকে উস্কে দেবার মতো ব্যবহারিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরি এবং অন্যান্য দরকারী সম্পদগুলির তালিকার যোগান দিই।

এই বইটি শুরু করা হয়েছে স্থানীয় মন্ডলী এবং সমন্বিত উদ্দেশ্য'র ব্যাখা প্রদানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা নজর দিয়েছি স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির মধ্যকার মিথষ্ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণের দিকে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করার পথে এগিয়ে যাবার তিনটি পথের বিবরণ দিয়েছি। চতুর্থ অধ্যায়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে আরও বেশী বেশী করে কাজে লাগাবার কৌশল নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

স্থানীয় মন্ডলীর সংজ্ঞা প্রদান এবং এর ভূমিকা

Defining the local church and its role

স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কিভাবে কাজ করতে হয় সেদিকে নজর দেবার আগে "মন্ডলী" কথাটি দিয়ে আমরা কি বুঝাতে চেয়েছি তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে "মন্ডলী" শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হলো ঃ

- যীশুর অনুসারীদের একটি সভা বা সম্মিলনী। আর এই শব্দটিকে এভাবেই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে।
- কোন একটি বাড়িতে এসে বিশ্বাসী মানুষদের সম্মিলনী দেখা বা সাক্ষাৎ করা।
- কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব ক'জন বিশ্বাসী মানুষ - যে মানুষগুলি বিশ্বাসীদের কোন একটি দলভুক্ত, যদিও তারা এক জায়গায় এসে মিলিত হয় নি।
- কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একদল বয়স্ক মানুষের সযত্ন তত্ত্বাবধানে থাকা বিশ্বাসী মানুষগুলি।
- সব জায়গার সকল বিশ্বাসীরা - বিশ্বব্যাপী মন্ডলী।

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে মন্ডলীর সবগুলি বর্ণনাতেই কিছু সাধারণ মৌলিক বিষয় রয়েছে। এগুলি হলো ঃ

- একদল মানুষ নিয়ে একটি মন্ডলী গঠিত হয় (উল্লেখ্য ঃ মন্ডলী বলতে ভবন বুঝানো হয় নি)।
- এই দলভুক্ত মানুষগুলি যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী।
- মন্ডলী হচ্ছে একটি কমিউনিটি যেখানে ঈশ্বর তাঁর পরমাত্মায় বসবাস করেন।

মন্ডলী হচ্ছে এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় ধর্মসভার বহিঃপ্রকাশ। এটি এই পৃথিবীতে রূপান্তর ঘটানোর জন্য ঈশ্বরের প্রাথমিক প্রতিনিধি। উপরে 'মন্ডলী' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যকার যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রধান পার্থক্যটি হচ্ছে অঞ্চলগত বিষয়টি। উদাহরণ হিসেবে, এই শব্দটি একটি বাড়িতে এসে মিলিত হওয়া একদল মানুষ কিংবা সব জায়গার সকল বিশ্বাসী মানুষদের বিষয়টি উল্লেখ করে থাকে। যেহেতু মন্ডলী হচ্ছে মানুষের একটি কমিউনিটি, যারা যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, আর এই কথাটিই যথোপযুক্ত যে তারা নিয়মিতভাবেই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। সারা পৃথিবীর সকল খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে যতখানি হওয়া উচিত ছিল সেই মাত্রায় পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। খ্রীষ্টীয়ানদের তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সাধারণতঃ যে অঞ্চলে বসবাস করে সেখানে পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এই ধরণের দলবদ্ধতাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা যে শব্দটি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে 'স্থানীয় মন্ডলী'।

এই শব্দটি দিয়ে যে শুধুমাত্র বিশ্বাসী মানুষগুলির পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ভবনটির কথা উল্লেখ করা হয় তা-ই নয়। 'স্থানীয় মন্ডলী' যে কোন কমিউনিটি ভবন, স্কুলের হলরুম কিংবা কারও বাড়িতেও মিলিত হতে পারে। সাধারণতঃ এটার ব্যয়ভার বহনযোগ্য হয়ে থাকে এবং বাইরে থেকে যোগান দেওয়া অর্থ, কর্মচারী কিংবা সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। কাজেই টিয়ারফান্ড স্থানীয় মন্ডলীর বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে সেটি হচ্ছে 'ধর্মবিশ্বাসী স্থানীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ব্যয়ভার বহনযোগ্য একটি কমিউনিটি যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে, যেখানে ধর্মীয় উপাসনা, শিষ্যত্ব গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান এবং পরিচর্যা কাজ অনুষ্ঠিত হয়'। এই বইতে 'স্থানীয় মন্ডলী' শব্দটি দিয়ে আমরা এই ধরণের দলগুলিকে উল্লেখ করেছি এবং শুধুমাত্র 'মন্ডলী' শব্দটি ব্যবহার করেছি আরও বিস্তৃত পরিসরে গঠিত খ্রীষ্টীয় সংগঠনগুলি উল্লেখ করার জন্য।

© TEARFUND 2007

বাইবেল অধ্যয়ন

স্থানীয় মন্ডলীর বৈশিষ্ট্য

■ প্রেরিত ২:৪২-৪৭ এবং ৪:৩২-৩৫ পাঠ করুন।

- *ঈশ্বরের লোকজনের সবগুলি আচরণ এবং কাজকর্মের একটি তালিকা তৈরী করুন।*
- *এই তালিকার প্রত্যেকটি বিষয় ধরে ধরে এগিয়ে যান এবং সেগুলির অর্থ আলোচনা করুন। এগুলির কোন কোনটি সোজা ধরণের এবং কোন কোনটির অর্থ এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য আরও গভীরভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, 'উৎসর্গীকৃত' (devoted) শব্দটি দিয়ে এক ধরণের বাধ্যবাধকতা, প্রতিশ্রুতি কিংবা প্রতিজ্ঞার অনুভূতি প্রকাশ পায় যা অনেকটা বিবাহের প্রতিজ্ঞার মতই। সুনির্দিষ্টভাবে যে পরিশব্দগুলির অর্থ আলোচনা করবেন সেগুলি হচ্ছে - 'ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরিতগণের শিক্ষা' (প্রেরিত ২:৪২), 'সহভাগিতা' (প্রেরিত ২:৪২), 'রুটি ভাঙ্গা' (প্রেরিত ২:৪২), 'সর্বসাধারণে সবকিছু' (প্রেরিত ২:৪৪), এবং 'হৃদয়ে এবং মনে' (প্রেরিত ৪:৩২)।*
- *এটা কি আমাদের স্থানীয় মন্ডলীগুলির মতো? যদি না হয়, তাহলে কোন্ বৈশিষ্ট্যটির ঘাট্তি রয়েছে এবং কেন?*
- *আমরা যদি প্রথম শতাব্দীর মানুষ হতাম যারা যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী ছিল না, তাহলে ধর্মীয় উপাসনা এবং ত্যাগের জন্য যে মানুষগুলি নিয়মিতভাবে একত্রে মিলিত হত কিভাবে আমরা তাদের বিষয়ে বর্ণনা দিতাম?*
- *প্রেরিত ২:৪৭-এর দিকে লক্ষ্য করুন যেখানে বলা হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীরা 'সকল মানুষের আনুকূল্য উপভোগ করত'। এর অর্থ কি? আজকের দিনের খ্রীষ্টীয়ানদের ক্ষেত্রেও কি একই পরিস্থিতি বিরাজমান? আমাদের স্থানীয় পরিস্থিতিতে প্রাচীনকালের মন্ডলী কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি আরও নিবিড়ভাবে অনুসরণ করলে ঈশ্বর আমাদেরকে যেমন মন্ডলী বানাতে বলেছিলেন তেমনটি হতে পারতাম?*

'স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতৃত্ব প্রয়োজন' এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম কোন একটি সুনির্দিষ্ট পথের নির্দেশনা দেয় না যেখানে নেতারা (যেমন প্রাচীনেরা, পালকগণ এবং ডিনানেরা) এবং তারা যে মন্ডলীগুলির নেতৃত্ব প্রদান করে সেগুলি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানান ধরণের মন্ডলীর কাঠামো কিংবা নাম বা উপাধি তৈরী হয়ে এসেছে। নাম বা পদবী এবং নেটওয়ার্কগুলি যাজকোচিত, জবাবদিহিতা, শিক্ষার সহভাগিতা, সম্পদ এবং উপহারসমূহের জন্য উপকারী এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির কথা যাতে জাতীয় পর্যায়ে শোনা না যায় সে ব্যাপারে সক্ষম করে তোলার জন্য উপকারী।

খ্রীষ্টীয়ান নেতারা ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাঠামো সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি সঠিক নাকি ভুল সেই বিষয়টি নিয়ে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টীয়ানদের যে কোন কাঠামোর মাধ্যমে মানুষজনের প্রতি আশীর্বাদ প্রেরণ করতে পারেন এবং নেতৃত্ব প্রদানকারীরা যে পদে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে তার চেয়ে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস সেই সব সত্য বিষয়ের সাক্ষী হয়ে রয়েছে যে, মন্ডলীর কাঠামোগুলি অনেক সময় তাদের নিজেদের সুবিধার জন্যই তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। যখন এ রকমটি ঘটে তখন স্থানীয় খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্মসভা গড়ে তোলার সত্যিকারের উদ্দেশ্য'র উপর ভিত্তি করে এটির কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে নেবার দরকার হয়।

এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শনযোগ্য চিহ্ন হিসেবে মন্ডলীকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। মন্ডলীকে বলা হয়েছে লবণ এবং আলো (মথি ৫:১৩-১৬)। আরও ভাল পরিস্থিতি, ভাল জিনিসগুলি সংরক্ষণ করা এবং আরোগ্য লাভে মন্ডলীর প্রভাব সৃষ্টি করা উচিত।

বাইবেল অধ্যয়ন

মন্ডলীর ভূমিকা ঃ মন্ডলীর চিত্রগুলি

■ ১পিতর ২:৪-১২ পাঠ করুন। পিতর মন্ডলীর অনেকগুলি চিত্র ব্যবহার করেছেন যেগুলি মন্ডলীর ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

একটি ঐশ্বরিক গৃহ (৫-৮ পদ)। পিতর ঈশ্বরের লোকদের বর্ণনা দেবার জন্য একটি বাড়ির চিত্র ব্যবহার করেছেন।

- প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরটি একটি বিশাল পাথর যেটি পরস্পরের সাথে সমকোণে থাকা দুটি দেওয়ালের ভার বহন করে। এই ভিত্তিপ্রস্তরটিকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে ঐ ভবনটির কি ঘটত? এই ভিত্তিপ্রস্তরটি দিয়ে কাকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে? এটি কেন প্রাসঙ্গিক যে, তিনিই হচ্ছেন ভিত্তিপ্রস্তর, দেওয়ালে থাকা কোন সাধারণ প্রস্তরখন্ড নন?

- এই ভবনের অন্যান্য প্রস্তরখন্ডগুলি দিয়ে আর কাকে কাকে বোঝানো হয়েছে? লক্ষ্য করে দেখুন এই অন্য প্রস্তরখন্ডগুলি ছাড়া কোন ভবন তৈরী করা যেত না। একাকী বিচ্ছিন্নভাবে থেকে আমরা খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে পরিগণিত হতে পারি না - আমাদেরকে অবশ্যই কমিউনিটিতে একসাথে থাকতে হবে। যিহূদীদের কাছে মন্দির হচ্ছে পবিত্রতম জায়গা, কারণ তারা এটিকে ঈশ্বরের বসবাসের স্থান হিসেবে দেখেছেন। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে মানুষ এই মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করতে আসবে। অধিকন্তু মানুষজন যেন ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে পারে সেই জন্যও ঐশ্বরিক গৃহের অস্তিত্ব রাখা হয়।

একটি পবিত্র যাজক সম্প্রদায় (৫ পদ) ঃ পুরাতন নিয়মে একজন যাজকের ভূমিকা ছিল ইস্রায়েলের মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে আসা-যাওয়া করা। উৎসর্গ করা বিষয়বস্তুকে তাঁরা গ্রহণ করতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরের বেদিতে সেগুলি উপস্থাপন করতেন। যাহোক, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং শেষ দিনে পুনরুত্থানের অর্থ হচ্ছে এই যে, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত যাজকদের মতো যাজকদের আর প্রয়োজন নেই। এই অংশে আমরা দেখি যে যারা যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা সবাই পবিত্র যাজক।

৫ পদ পাঠ করুন।

- এখানে বর্ণিত পবিত্র যাজকদের ভূমিকা কি?

- আমাদের যে সব ঐশ্বরিক ত্যাগ-স্বীকার করতে হবে সেগুলি কি কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে যে সব পুস্তকের উদ্ধৃতিগুলি পড়তে হবে সেগুলি হচ্ছে ঃ রোমীয় ১২:১; ইফিষীয় ৫:২; ফিলিপীয় ৪:১৮; ইব্রীয় ১৩:১৫-১৬।

- এই সব ঐশ্বরিক ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে কারা উপকৃত হয়?

একটি পবিত্র জাতি (৯ পদ) ঃ 'পবিত্র জাতি' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে যিহূদীদেরকে তাদের নিজেদের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় - যখন ইসরায়েল জাতি মিশরে ক্রীতদাসত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। যখন যীশু যিহূদী এবং পৌত্তলিক উভয় জাতিকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে যেতে এসেছিলেন তখন যা ঘটতে শুরু করেছিল এটি ছিল তারই একটি মডেল।

- পবিত্র কথাটির অর্থ 'স্বতন্ত্র করে রাখা'। খ্রীষ্টীয়ানদেরকে পবিত্র জাতি হিসেবে উল্লেখ করে পিতর কি বুঝাতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন?

ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত একজন মানুষ।

- আমরা যে সম্পূর্ণরূপে এই পৃথিবীর সবকিছুর অধিকর্তা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত সেই বিষয়টি আমরা কি কি উপায়ে প্রকাশ করতে পারি? (৯:১২ পদ দেখুন)।
- এটির ফলাফল কি? (১২ পদ দেখুন)।

মন্ডলীর ভূমিকা

- মন্ডলীর ভূমিকা সম্পর্কে বাইবেলের এই পদ্ধতিটি আমাদেরকে কি বলে?
- পৃথিবী থেকে ভিন্ন বা আলাদা হয়ে থাকার অর্থ কি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া?
- আমাদের স্থানীয় মন্ডলীগুলি কিভাবে আরও বেশী করে পিতরের দেওয়া বর্ণনার মতো বিশ্বাসীদের জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে?
- পিতরের দেওয়া বর্ণনার মতো করে বিশ্বাসীদের জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে উৎসাহ যোগাতে পারে? সেখানে আর কি কি পথ রয়েছে যার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কর্মকান্ড স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে যা বানাতে চেয়েছিলেন সেটিতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে?

মন্ডলীর উদ্দেশ্য ঃ সমন্বিত উদ্দেশ্য

The mission of the church: Integral mission[1]

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এটি মৌলিক চাহিদাগুলির ঘাট্তির সাথে সম্পর্কিত। অনেক সময় মানুষ মৌলিক চাহিদাগুলি বলতে একমাত্র শারীরিক বা বাহ্যিক চাহিদাগুলির কথাই চিন্তা করে - যেমন, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়। কিন্তু দারিদ্র্যের অন্যান্য মাত্রাগুলিও রয়েছে, যেমন সামাজিক দারিদ্র্য (অন্যান্য মানুষের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগের অভাব), রাজনৈতিক দারিদ্র (ক্ষমতাসীন মানুষদেরকে প্রভাবিত করতে পারার সক্ষমতার অভাব), এবং আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য (যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অভাব)।

দারিদ্র্যের দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, এই পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ কোন না কোনভাবে দরিদ্র - কেউ সাময়িকভাবে, কেউ কিছু সময়ের জন্য, কেউ সব সময়ই দরিদ্র। উদাহরণ হিসেবে, কেউ হয়তো বস্তুগত দিক্ থেকে ধনী, কিন্তু তার সামাজিক যোগাযোগে ঘাট্তি থাকতে পারে; কিংবা তারা আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যের ভেতরে থাকতে পারে। অন্যদিকে, কেউ হয়তো বস্তুগত দিক্ থেকে দরিদ্র্য, কিন্তু তার উৎসাহ যোগানোর মতো পারিবারিক আবহ থাকতে পারে এবং খ্রীষ্টীয়ান হতে পারে এবং সেজন্য সামাজিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে তারা নিজেদেরকে ধনবান বলে মনে করে।

মন্ডলীকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর তাদেরকে যেমন ভালোবাসেন ঠিক তেমনি ভালোবাসার মাধ্যমে তিনি চান মানুষের অভাবগুলি পূরণ করতে। মন্ডলীগুলি হচ্ছে জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর ঘটানোর জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সে যাই হোক, বছরের পর বছর ধরে মন্ডলীগুলি অপরকে ভালোবাসার এই উদ্দেশ্যকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে গেছে ঃ

- কিছু কিছু মন্ডলী শুধুমাত্র দারিদ্র্যের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছে। জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের বিষয়গুলি বিভিন্ন সুসমাচারে প্রচার করা হয়েছে।

- কিছু কিছু মন্ডলী আধ্যাত্মিক ঘাট্তিগুলির দিকে পর্যাপ্ত মনোযোগ না দিয়ে মানুষের বস্তুগত অভাবের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার মাধ্যমে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা অসম্ভবভাবে এটির প্রচার চালানো ছাড়াই সুসমাচারগুলির ঘটনা উপস্থাপন করে গেছেন।

- কিছু কিছু মন্ডলী সব ধরণের দারিদ্র্য মোকাবেলায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সুসমাচারগুলির প্রচার চালানো এবং ঘটনা উপস্থাপন করার কাজকে আলাদা আলাদাভাবে অনুশীলন করেছে।

এই অধ্যায়ে আমাদের দৃষ্টি থাকবে 'সমন্বিত উদ্দেশ্য'র দিকে। বহুমাত্রিক উপায়ে মানুষের অভাব পূরণ করার জন্য মন্ডলীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য এই নির্দিষ্ট অর্থের শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এই যুক্তি প্রদর্শন করি যে, সুসমাচার প্রচার করা এবং ঘটনাগুলি উপস্থাপন করার কাজগুলি আলাদা আলাদাভাবে করা উচিত নয়। সমন্বিত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের সকল বিষয়ে অবিভক্ত উপায়ে কথা বলা এবং আমাদের বিশ্বাসকে প্রতিপালন করা। সমন্বিত উদ্দেশ্য ছাড়া যে মাত্রা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখানো যেত এবং সম্প্রসারণ করা যেত তা সীমিত হয়ে যেতে পারে।

যেহেতু মন্ডলীগুলোর সুসমাচার প্রচার করা এবং ঘটনা উপস্থাপন করার বিষয়গুলিকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা রয়েছে, তাই আমরা এই অধ্যায়ে কেন এই পৃথকীকরণ করাটা উচিত নয় তা দেখিয়ে দেবার মাধ্যমে সমন্বিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করব।

1 This section draws strongly on Tim Chester's work in his book Good news to the poor.

এই অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে এমন নির্দিষ্ট অর্থের শব্দগুলির ব্যাখ্যা ঃ

'প্রচার করা'-র অর্থ হচ্ছে লোকদেরকে সুসমাচারগুলি বলা। আর এটাকে অনেক সময় 'ইভানজেলিজম' বা যীশুর বাণী বা সুসমাচার প্রচারের আন্তরিক প্রচেষ্টা বলা হয়ে থাকে।

'ঘটনা উপস্থাপন করা'-র অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হওয়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা লোকদেরকে দেখানো। যেমন, শারীরিক কিংবা রাজনৈতিক দারিদ্র্যের মতো অভাবগুলিকে কমিয়ে আনার জন্য স্বাভাবিকভাবে অন্যদেরকে সাহায্য করা। এটাকে অনেক সময় 'সামাজিক কর্মকান্ড' কিংবা সামাজিক সম্পৃক্ততা' বলা হয়ে থাকে। কারণ এর সাথে সামাজিক অভাবগুলি মোকাবেলা করার বিষয়টি জড়িত।

'সমন্বিত উদ্দেশ্য' কথাটি এসেছে স্প্যানিশ ভাষায় কথিত 'mission integral' থেকে এবং এই কথাটিকে 'সামগ্রীক যাজকবৃত্তি', 'সামগ্রীক উন্নয়ন', কিংবা রূপান্তরকারী উন্নয়ন' হিসেবেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

কেস স্টাডি

উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের সমন্বিত উদ্দেশ্য'র উদাহরণ

উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের কারোয়া গ্রামের একজন লোক রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালায় 'আকাও ইভানজেলিকা' (Ação Evangélica (ACEV) -র মাধ্যমে যীশু সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তাঁর গ্রামে এ সম্পর্কে কথা বলার জন্য দু'জন যাজককে আমন্ত্রণ জানান এবং তার ফল ১৬ জন লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

যেহেতু ACEV সেখানে মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল, তারা দেখতে পেল যে, সেখানকার মানুষদের নিরাপদ পানীয়-জল পাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একটি নতুন পাতকুয়া নির্মাণ করার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিল - এটা ছিলো ACEV-র ধর্মপ্রচারকদের জন্য একটা নতুন উদ্যোগ। তা সত্ত্বেও তারা দেখতে পেল তাদের ব্যবহারিক কাজগুলি আধ্যাত্মিক কাজগুলির পরিপূরক হয়ে গেছে। জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য মন্তব্য করেছিল, 'এই পাতকুয়াটিই সবকিছু শুরু করে দিয়েছিল। এটা আমাদেরকে দেখিয়েছিল যে, ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং খ্রীষ্টীয় ভাইবোনদের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন'।

Photo: Jim Loring, Tearfund

A community member collects water from the well provided by ACEV.

তখন থেকে জনগোষ্ঠীতে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হতে শুরু করে, যার মধ্যে ছিল পশুপালনের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। জনগোষ্ঠীর লোকজনের এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম চালানোর ফলে সরকার কর্তৃক জলাধারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এখন এই জনগোষ্ঠীর অর্ধেক সদস্যই খ্রীষ্টীয়ান।

সুসমাচারের ঘটনা উপস্থাপনের সাথে মন্ডলীর জড়িত হওয়া প্রয়োজন

ঈশ্বর খ্রীষ্টীয়ানদেরকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চেয়েছেন, সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হওয়া সেটিরই একটি অংশ ঃ

সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টির মূলটি রয়েছে ঈশ্বরের চরিত্রেই

ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলির ব্যাপারে সচেতন, তা সে আধ্যাত্মিক বা বস্তুগত প্রয়োজন যা-ই হোক না কেন। সামাজিক সম্পৃক্ততা তাঁর চরিত্রেরই একটি অংশ (উদাহরণ হিসেবে, গীতসংহিতা পুস্তকের ১৪৭:৪-৯ পদগুলি দেখুন)। যারা অন্যায় বা অবিচারের জন্য দায়ী তিনি তাদের বিরোধিতা করেন, আর নিপীড়নের শিকার মানুষগুলোর পক্ষাবলম্বন করেন। এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর দরিদ্র মানুষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং তাদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে থাকেন। ধনী বা দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁর কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি সকল মানুষের প্রতি দয়া দেখান। সে যাই হোক, যে পৃথিবীতে সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি বর্তমান, ঈশ্বরের কর্মকান্ড সবসময়ই সেখানে বিপরীতমুখী হিসেবে দৃশ্যমান।

ঈশ্বরের চরিত্রের বেশীর ভাগটাই পুরোপুরি ফুটে ওঠে মানব যীশু খ্রীষ্টের ভেতরে, যিনি দরিদ্র মানুষদের প্রতি সচেতনতা দেখিয়েছেন এবং তাদের জন্য ধর্মোপদেশ দিয়ে গেছেন। (লূক ৪:১৮-১৯; মথি ৪:২৪; মথি ৯:৩৫-৩৮; মথি ১৪:১৪, লূক ১২:৩৩)।

আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমরা আমাদের চারপাশের মানুষগুলির প্রতি যত্নবান হই

ঈশ্বর চান আমরা যেন নিপীড়িত মানুষগুলির ব্যাপারে হুবহু তাঁর মতোই উদ্বিগ্ন থাকি (হিতোপদেশ ৩১:৮-৯ পদ দেখুন)। আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে, আমাদেরকে তাদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে (মার্ক ১২:২৮-৩৪)। যীশু প্রকৃত দয়ালু শমরীয় ব্যক্তি সম্পর্কে উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প বলেছেন (লূক ১০:২৫-৩৭), এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভেদের রেখা অতিক্রম করে আমাদের মানুষের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

কেস স্টাডি

যুক্তরাজ্যে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র উদাহরণ

যুক্তরাজ্য - যেখানে পৃথিবীর আরও অন্যান্য জায়গার মতো বড় পরিবারগুলিকে মূল্যায়ন করা হয় না, সেখানে অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন, যারা একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধে ভোগেন। এদের কেউ কেউ অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা কিংবা বয়সের কারণে বাইরে বের হতে অক্ষম। আর তাই খুব কম সময়ই তাদের অন্যদের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হয়।

স্কটল্যান্ডের মাউন্ট ফ্লোরিডা প্যারিশ মন্ডলী টিয়ারফান্ডের মন্ডলী, জনগোষ্ঠী এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে গিয়েছিল যা যুক্তরাজ্যের স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত করে।

এই প্রক্রিয়ার শেষে এটাই দেখা যায় যে, মাউন্ট ফ্লোরিডার একটা প্রধান সমস্যা ছিলো বয়স্ক মানুষগুলির একাকীত্ব। কাজেই মন্ডলীগুলি সেখানে 'বন্ধুর মতো কাজ করার সেবা প্রদান' কার্যক্রম হাতে নেয় যেখানে স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়মিতভাবেই বাড়ী বাড়ী গিয়ে বয়স্ক মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

এই কার্যক্রম বয়স্ক মানুষদের ভেতরে আত্ম-মর্যাদা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছিলেন, 'দিনের বাকী সময়টা আমি নিজেকে নিয়ে থাকি, কাজেই কথা বলার মতো ... আমাকে হাসিখুশি রাখার মতো কাউকে পেলে ভালো লাগে'। অন্য একজন মানুষ যিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন, তার সাথে দেখা করার ফলে তিনি বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন এবং তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে তার খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছিলেন।

সুসমাচার প্রচার করা এবং ঘটনা উপস্থাপন করার মধ্যকার যোগসূত্র

সুসমাচারের ঘটনাগুলি উপস্থাপন করা এবং সেগুলি প্রচার করার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা যোগসূত্র রয়েছে ঃ

- সুসমাচারের ঘটনাগুলি প্রচার করার ফলে যখন কারও মনে দুঃখবোধ জেগে ওঠে তখন সমাজে তার একটা প্রভাব পড়ে। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যীশু খ্রীষ্ট তাদের প্রভুতে পরিণত হন, যাতে করে আধ্যাত্মিকতার বাইরেও রূপান্তর ঘটতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং তাঁকে খুশি করার আকাঙ্খার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয়ানগণ তাদের নিজেদের জীবনধারায় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, এবং সার্বিকভাবে পুরো সমাজে ন্যায়বিচার এবং ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিফলন ঘটাতে চায়। যাকোবের লেখা পত্রের ২:১৫-১৮ পদগুলোতে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দেখানোর জন্য সৎকর্ম করার আহ্বান জানানো হয়েছে। কাজেই সুসমাচার প্রচারের বিষয়টি আমাদেরকে সামাজিক সম্পৃক্ততার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

- যেহেতু খ্রীষ্টীয়ানগণ যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করে চলে, তাই এই সামাজিক সম্পৃক্ততা (সুসমাচারের ঘটনা উপস্থাপন করা)-র পরিণাম দাঁড়ায় প্রকারান্তরে সুসমাচার প্রচার করাতেই।

আমাদেরকে সব সময় আমাদের উদ্বুদ্ধকরণের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে তাদেরকে জানানোর নিশ্চয়তা বিধান করা উচিত। সামাজিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি হতে হবে মন্ডলীর উদ্দেশ্য'র অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু পাশাপাশি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্টোদিকের বক্সে যেমনভাবে দেখানো হয়েছে, সামাজিক সম্পৃক্ততা সুসমাচার প্রচার করার পরিপূরক কাজ এবং সুসমাচার প্রচার করা সামাজিক সম্পৃক্ততার পরিপূরক কাজ। খ্রীষ্টীয়ানদেরকে দু'টো কাজই করবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা একটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যটা করে যেতে পারি না।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়টিকে তাঁর পার্থিব জীবন থেকে আলাদা করে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়। যদিও তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা সত্ত্বেও যীশু খ্রীষ্টের পার্থিব জীবন এবং তাঁর কাজকর্ম থেকে এর চেয়েও বেশী কিছু শেখার রয়েছে। তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি এবং কাজকর্মগুলি মন্ডলীর উদ্দেশ্য'র কাছে ধর্ম প্রচারের মতোই আদর্শস্বরূপ। সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মীখা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যীশু খ্রীষ্টের জীবনের মতো হওয়া, কাজ করা, এবং কথা বলার বিষয়টির অবস্থান হচ্ছে আমাদের সমন্বিত কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্রে'।

সুসমাচার প্রচার করা এবং ঘটনা উপস্থাপন করার কাজটি অবিচ্ছেদ্য

সামাজিক সম্পৃক্ততার দ্বারা সুসমাচার প্রচার করার কাজটি আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারগুলিকে অনুবাদ করা হয় সেই সব মানুষদের প্রেক্ষাপট থেকে যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষদের সাথে এই বিষয়টি ভাগাভাগী করে নেন। যদি একজন খ্রীষ্টীয়ান অন্য কাউকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পর্কে গল্প বলে কিন্তু অন্যদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তার খ্রীষ্টীয়ান হবার বিষয়টি প্রমাণ না দেখায়, তাহলে যে মানুষটি সেই সুসমাচারটি শোনে তার কাছে সেটির আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান যথার্থতা দুর্বল হয়ে যায়। সামাজিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি ঈশ্বরের রাজ্যে এক ধরণের বিজ্ঞাপনের মতো, যেখানে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলিকে পুনঃস্থাপন করা হয় (মথি ৫:১৪-১৫)।

সামাজিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি একটি সাইনবোর্ডের মতো কাজ করে। সে যাই হোক, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা না হলে তা মানুষকে ভুল পথ নির্দেশ করতে পারে।

- ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করার চেয়ে তা আমাদের দিকেই নির্দেশ করতে পারে।
- ভালো কাজ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি ভুলভাবে প্রচারিত হতে পারে।
- আর্থিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোই সবকিছু - এই কথাটির দিকে ইঙ্গিত করার মাধ্যমে এটি ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারে।

সামাজিক সম্পৃক্ততা মানুষকে তাদের পার্থিব জীবনে সহায়তা করে, কিন্তু তার বাইরের কোন আশীর্বাদ এটি বয়ে আনে না।

দ্রষ্টব্য ঃ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা এবং সেই সাথে ঘটনাগুলি প্রদর্শন করাটা যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন কোন অবস্থাতেই জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা উচিত নয়। কিছু কিছু ধর্মীয় গ্রুপ রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে সাহায্য বা অনুদান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য লোকদেরকে তাদের ধর্মমতে রূপান্তরিত করার দরকার হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ভুল কাজ। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, খ্রীষ্টীয়ানগণ সকল মানুষের সাথে কথায় এবং কাজের মাধ্যমে নিঃশর্তভাবে তাদের ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেয়। ঐ মানুষগুলির প্রতি যত্নবান হবার অন্যান্য ধর্মের অনিচ্ছার বিষয়টি আমাদের প্রতি এবং তাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অস্বীকার করার শামিল।

© TEARFUND 2007

কেস স্টাডি মালিতে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র উদাহরণ

মালির ছোট শহর ডায়ারে গত কয়েক দশক ধরে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে চলেছে। স্থানীয় একটি ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী গ্রাস করতে এগিয়ে আসতে থাকা মরুভূমির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাজে নেমে পড়ে এবং কিছু কিছু জমিতে চাষবাস করা চালিয়ে যাবার বিষয়টি নিশ্চিত করে। মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে এই মন্ডলীটি এই কার্যক্রমের নাম দিয়েছিলো 'গুড সীড প্রকল্প' (Good SEED Project)। ৮ জন স্থানীয় মানুষের মধ্যে ১০ হেক্টর জমি ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছিলা যারা সেই জমিতে ধান, জোয়ার, তরমুজ এবং শাক-সবজি চাষ করে।

Photo: Richard Hanson, Tearfund

Church and community members cultivate the land together.

এই লোকগুলিকে তাদের পরিবারের খাবার যোগাতে সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি এই মন্ডলীটি আশাবাদী ছিল যে, খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা প্রকৃতপক্ষে কেমন তা দেখিয়ে দেবার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি যীশুর বাণী বা সুসমাচার প্রচারের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিপূরক হয়ে উঠবে। প্রকল্পের সমন্বয়কারী বলেন, 'অন্যান্য লোকদের সাথে এই জমিটি ভাগাভাগী করে নিতে পেরে আমরা সুখী, কারণ আমরা তাদেরকে ভালোবাসি - - -। লোকজন আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা বিষয়গুলি বিশ্বাস করত - - - যদি তারা চাষের জমিতে আমাদের পাশাপাশি কাজ করতে পারে তাহলে তারা নিজেরাই দেখতে পাবে যে, আমরা আসলে কি এবং সত্যিকার অর্থে আমরা কি বিশ্বাস করি'। জনগোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি এখনও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হই নি, কিন্তু আমার অনুভূতিটা হচ্ছে এই যে, ওনারা সত্যিই খুব ভালো লোক এবং তাঁরা আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তার সবগুলিই সত্যি।'

কেস স্টাডি ফিলিপিন্সে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র উদাহরণ

ফিলিপিন্সের কুয়েজন শহরের একটি জনবসতিতে শান্তি এবং শৃঙ্খলার বিষয়টি ছিল একটা বড় সমস্যা। প্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে প্রতিদিন সেখানে ৫টি পর্যন্ত খুনখারাবী ঘটত। একজন ধর্মযাজক ঐ জনবসতির একটি বিপজ্জনক এলাকার ভেতরে যাবার এবং এই সব সন্ত্রাসী দলগুলির সাথে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটি ছিল 'লাইফ' প্রকল্প (LIFE Project)-এর একটি পদক্ষেপ যেটি ছিল স্থানীয় ব্যাটাসান বাইবেল চার্চ এবং আই.এস.এ.এ.সি (ISAAC) নামের একটি বেসরকারী খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের মধ্যকার অংশীদারিত্বে পরিচালিত একটি প্রকল্প।

সেই যাজক তাঁর জীবনকে কিশোর-বয়সী লোকদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন, তাই ক্রমান্বয়ে ঐ কিশোররাও তাদের জীবনকে তাঁর সাথে ভাগাভাগী করে নিতে শুরু করে। এভাবে অনেকেরই জীবন রূপান্তরিত হয়ে যায়। সন্ত্রাসী দলের সাবেক একজন সদস্য বলেন, '*এই* ধর্মযাজক আমাদের কাছে আরও ভালো জীবনের একটা মডেল তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের কাছে শিক্ষকের মতো ছিলেন, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ, আর সেই সাথে আমরা ঈশ্বরের বাক্যে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম।' এই সব কিশোরদের অনেকেই স্কুলে যেত না, পড়াশুনা করত না। ব্যাটাসান বাইবেল চার্চ তাদের পড়াশুনা করতে এবং ডিপ্লোমা অর্জনে সহায়তা করেছে। এই প্রকল্প শুরুর আগে রাতের বেলায় সন্ত্রাসী দলগুলির হানাহানির কারণে স্থানীয় দোকানপাটগুলি সন্ধ্যা ৬'টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যেত। এখন সেই দোকানগুলি অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, কারণ এই জনবসতি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শান্তিপূর্ণ।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

প্রতিফলন

- এই বইতে স্থানীয় মন্ডলীর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আমরা কি তার সাথে একমত? এটা কি আমাদের জনগোষ্ঠীর 'স্থানীয় মন্ডলী'-কে আমরা নিজেরা যেমনটি উপলব্ধি করি তার প্রতিফলন ঘটায়? যদি তা না করে, তাহলে পার্থক্যটি কোথায়?
- আমাদের জনগোষ্ঠীর মন্ডলী কি সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কাজগুলি সম্পন্ন করেছে? যদি না করে থাকে তাহলে কি ঘটনাগুলি প্রদর্শন না করেই যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে, নাকি সুসমাচার প্রচার না করেই ঘটনাগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে?

সারাংশ

- আমরা স্থানীয় মন্ডলীকে 'খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী স্থানীয় লোকদের টেক্সই জনগোষ্ঠী যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার রয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের আরাধনা, অনুগামিতা শিক্ষাদান এবং বিশেষ কার্য অনুষ্ঠিত হয়' - এই হিসেবে ব্যাখ্যা করেছি।
- সমন্বিত উদ্দেশ্য কি তা আলোচনা করেছি - এটি হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অবিভক্ত পথে আমাদের ধর্মের কথা বলা এবং সেইভাবে জীবন যাপন করা।
- সমন্বিত উদ্দেশ্যকে আমরা স্থানীয় মন্ডলীর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

© TEARFUND 2007

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যকার সম্পর্ক
The relationship between Christian organisations and local churches

প্রথম অধ্যায়ে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, স্থানীয় মন্ডলীগুলির যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা এবং সুসমাচারের ঘটনাগুলি প্রদর্শন করার একটি ভূমিকা রয়েছে। সে যাই হোক, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার ক্ষেত্রে মন্ডলীর ভূমিকা প্রায়শই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। যে সব কারণে এমনটি হতে পারে সেগুলি হচ্ছে ঃ

- মন্ডলীর নেতা বিশ্বাস করেন যে, মন্ডলীর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারগুলি প্রচার করা এবং তারা সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কথা নাও শুনে থাকতে পারেন কিংবা বিশ্বাস নাও করতে পারেন।

- কিছু কিছু খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন রয়েছে যেগুলি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের ঘটনাগুলি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মন্ডলীর ভূমিকাকে স্বীকার করে না। এর বদলে সরকারী জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে। এর ফলে স্থানীয় মন্ডলী জনসাধারণের ভালো-মন্দের ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কারণ তারা দেখে যে, তাদের বদলে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিই এই কাজগুলি করে যাচ্ছে। এমনকি স্থানীয় মন্ডলী নিজেকে একজন উপকারভোগী হিসেবে দেখতে পারে।

২.১ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং মন্ডলী উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা

অনেক জায়গায় খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক নেই। অন্যান্য সব ধরণের খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির বিপরীতে খ্রীষ্টীয়ান এনজিওগুলির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য। এখানে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির একটি ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু তাদের কাজগুলি স্থানীয় মন্ডলীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী তাদের ঐ কাজগুলি চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেকেরই উচিত তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে কাজ করা।

স্থানীয় মন্ডলীগুলির শক্তি

রূপান্তর ঘটানোর জন্য ঈশ্বরের প্রাথমিক এজেন্ট ঃ স্থানীয় মন্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের একটি কলোনী বা বসতি এবং কমিউনিটিগুলিকে রূপান্তরিত করার জন্য ঈশ্বর এটিকে ব্যবহার করেন।

দরিদ্র লোকদের কাছাকছি ঃ স্থানীয় মন্ডলীগুলির অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে। এটি দরিদ্র লোকগুলির মধ্যে বর্তমান এবং অনেক সময় দরিদ্র লোকদের নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে। অতএব স্থানীয় মন্ডলী স্থানীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানের একেবারে নিবিড় সংস্পর্শে রয়েছে। জনগোষ্ঠীর অন্যান্য লোকজন এবং সংগঠনগুলির কাছ থেকেও এই মন্ডলী উপকার পেয়ে থাকে, কারণ স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যপদ পাওয়াটা জনগোষ্ঠীর নানা স্তরের সাথে যোগাযোগের বিষয়টিকেই প্রকাশ করে। স্থানীয় মন্ডলী জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ, অন্যদিকে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে অনেক সময় 'বাইরে থেকে আসা আগন্তুক' হিসেবে দেখা হয়।

স্থায়ী উপস্থিতি ঃ যেখানে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি তাদের প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে জনগোষ্ঠী ছেড়ে চলে যেতে পারে, সেখানে স্থানীয় মন্ডলী জনগোষ্ঠীর লোকদের জন্য সেখানেই থেকে যাবে এবং যে কোন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরেই সেখানে থাকবে বলে আশা করা হয়।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

টেক্সই খ্রীষ্টীয় কাজকর্ম ঃ খ্রীষ্টীয় কাজকর্মগুলিকে যদি টেক্সই করে তুলতে হয় তাহলে স্থানীয়ভাবে সেখানে খ্রীষ্টীয় উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে। আর স্থানীয় মন্ডলী এই কাজটিই করে। এটা ছাড়া কাজ করলে যখন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি তাদের প্রকল্প এলাকা ছেড়ে চলে যায় তখন সেখানে চালু রেখে আসা কাজকর্মগুলি সুস্পষ্ট খ্রীষ্টীয় পার্থক্যগুলি হারাতে শুরু করে।

বিশ্বাস অনুসন্ধানের স্বাভাবিক প্রেক্ষাপট ঃ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি তাদের মনযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে ত্রাণ, উন্নয়ন এবং এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম দিয়ে, অন্যদিকে স্থানীয় মন্ডলীর রয়েছে আরও বিস্তৃত কর্মসূচী, যার ভেতরে রয়েছে যারা খ্রীষ্টীয়ান ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া।

নেটওয়ার্ক ঃ স্থানীয় মন্ডলী অনেক সময় অসংখ্য নেটওয়ার্কের সদস্য হয়ে থাকে। মন্ডলীর সদস্যদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে এমন দলগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায় এবং জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দলগুলির সাথে কাজ করা যায়। ধর্ম, সম্প্রদায় এবং খ্রীষ্টীয় মৈত্রীবদ্ধ সংঘগুলির মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে মন্ডলীর সাথেও সংযুক্ত হওয়া যায়। নেটওয়ার্কের সদস্যপদ পেলে তা শিক্ষণে সহায়তা করে।

সম্পদসমূহ ঃ স্থানীয় মন্ডলীগুলির অনেক সদস্য থাকে যাদেরকে নানা কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। শ্রম-নির্ভর কর্মকান্ডগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে উপকারে আসে। এছাড়াও কিছু কিছু স্থানীয় মন্ডলীর নিজস্ব ভবন রয়েছে যেখানে জনগোষ্ঠীর মানুষ একত্রিত হয়ে স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যে কোন সঙ্কটের সময় মন্ডলীর ভবনগুলি নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সামর্থ্য

কারিগরী দক্ষতা ঃ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিতে অনেক কর্মী থাকে যাদের দারিদ্র্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট ভালো ধারণা রয়েছে। তাদের এমন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান থাকতে পারে যা সেই জনগোষ্ঠীর অন্য কারো ভেতরেই নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে হয়তো জল-প্রকৌশলী কিংবা পুষ্টি বিশেষজ্ঞ থাকতে পারে।

যন্ত্রপাতি ঃ কিছু কিছু সংগঠনের কাছে কূপ খনন করার কিংবা চিকিৎসাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্রের মতো এমন কিছু প্রযুক্তি থাকতে পারে যা সাধারণতঃ অন্য কোন জনগোষ্ঠীর ভেতরে থাকে না।

অভিজ্ঞতা ঃ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি বেশী সংখ্যক জনগোষ্ঠীতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং সময়ের পরিক্রমায় তারা বিভিন্ন ধরণের স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে। স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে এবং কৃষিতে কোন্ জিনিসগুলি কাজ করবে আর কোন্ জিনিসগুলি কাজ করবে না সে সম্পর্কেও তারা শিখে নেয়।

কর্মীবাহিনী ঃ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কর্মীবাহিনী ত্রাণ, উন্নয়ন এবং এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনায় নিবেদিতপ্রাণ। এরা কাজের অগ্রাধিকারের প্রতিযোগিতায় নামে না। কিন্তু স্থানীয় মন্ডলীর কর্মীরা এমন পরিস্থিতিরি মুখোমুখি হতে পারে।

অনুদান পাওয়ার এখতিয়ার এবং তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো ঃ স্থানীয় মন্ডলীগুলির যখন তাদের কর্মকান্ডগুলি পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, তখন সেখানে কূপ খনন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন ধরণের কমিউনিটি ভবন নির্মাণের মতো কিছু কার্যক্রম থাকে যেগুলি পরিচালনা করার জন্য বাইরের অর্থ সাহায্যের দরকার হয়। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির এই ধরণের আর্থিক সহায়তা পাবার উপায় থাকতে পারে যেখানে স্থানীয় মন্ডলীগুলি সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে, একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থা কিংবা ধর্ম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন বিভাগ কোন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাতে কোন একটি স্থানীয় মন্ডলীর চেয়ে অনেক সাফল্যের সাথে অর্থপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারে। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে, এরা সংগঠন হিসেবে নিবন্ধিত এবং এদের প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করা, অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন তৈরী করার দক্ষতা রয়েছে।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি এবং স্থানীয় মন্ডলী উভয়েরই করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে এবং তারা যদি এক সাথে কাজ করে তাহলে তারা দারুণভাবে উপকৃত হতে পারে। অপর পৃষ্ঠার ডায়াগ্রামে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি নানাভাবে তারা পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার মডেল

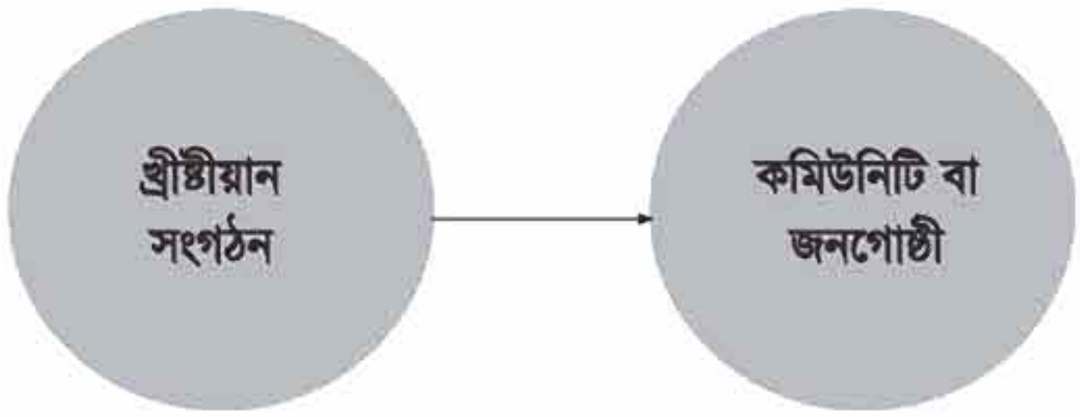

একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন সরাসরি কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে। স্থানীয় মন্ডলীর সাথে তাদের কোন সংযোগ নেই। স্থানীয় মন্ডলী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেও পারে, কিংবা নাও পারে।

সম্পৃক্ততার মডেল

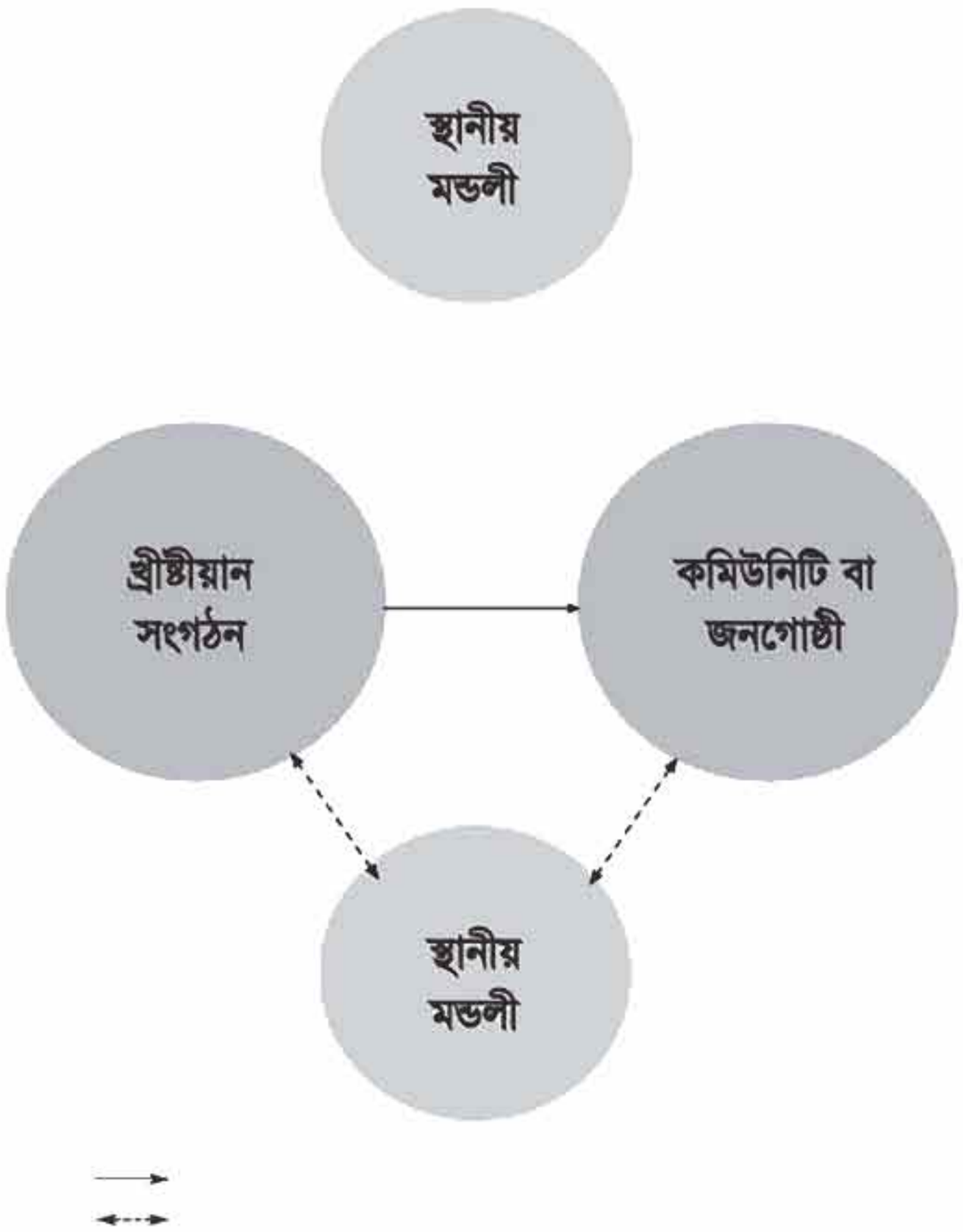

একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন সরাসরি জনগোষ্ঠীর ভেতরে কাজ করে, কিন্তু স্থানীয় মন্ডলীকে তারা তাদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রার্থনাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। স্থানীয় মন্ডলীতে যেহেতু সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকে, তাই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে শলা-পরামর্শ করতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যে কর্মকান্ডগুলি হাতে নেয় সেগুলিতে কাজ করার জন্য স্থানীয় মন্ডলী স্বেচ্ছাসেবক যোগান দিতে পারে। এই প্রকল্পগুলি ত্রাণবিতরণ কার্যক্রম কিংবা উন্নয়ন কার্যক্রমের যে কোনটাই হতে পারে। এ্যাড্ভোকেসী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি মন্ডলীর সদস্যদের উৎসাহিত করতে পারে। কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের কার্যক্রম এবং স্থানীয় মন্ডলীর সাক্ষ্যদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

ক্ষমতায়নের মডেল

একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন আগামী দিনের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বিত উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলে। মন্ডলী কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সাড়া প্রদান করে কিংবা তার নিজের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেবার জন্য কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলে। জনগোষ্ঠীর যে কাজগুলি করার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে সেই কাজগুলি সম্পন্ন করতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন কিংবা অন্যান্য সংগঠনগুলিকে তাদের কারিগরী দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য সরাসরি কমিউনিটির ভেতরে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে।

কেস স্টাডি

সম্পৃক্ততার মডেলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উদাহরণ

২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মুম্বাই শহর মারাত্মক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্যোগে সাড়া দেবার জন্য ত্রাণ এবং উন্নয়ন সংস্থা EFICOR খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এ.সি.টি. (এ্যাসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টিয়ান থটফুলনেস্)-কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল।

এ.সি.টি. স্থানীয় মন্ডলীগুলি থেকে সদস্যদের নিয়ে এসে একত্রিত করেছিল এবং তাদেরকে তিন ঘন্টার মতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এর ফলে স্থানীয় মন্ডলীগুলি তাদের জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা যাচাই-এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল। ত্রাণ সহায়তা পাবার উপযোগী পরিবারগুলোকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছিল। পরের দিন মন্ডলীর সদস্যরা ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, শুধুমাত্র যাদের কাছে ভাউচার রয়েছে তারাই যেন ত্রাণ সহায়তা পায়।

এক মাস পরে স্থানীয় মন্ডলীগুলি ফলো-আপ কর্মসূচীতে যে পরিবারগুলি ত্রাণ সহায়তা পেয়েছিল সেগুলিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। দুর্যোগের সময় মন্ডলীগুলি যেভাবে তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে তা দেখে অনেক মানুষ দারুন অভিভূত হয়ে পড়ে। এই ফলো-আপ পরিদর্শনের ফলে একটি নতুন হিন্দীভাষী স্থানীয় মন্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিফলন

- এই অধ্যায়ে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির সামর্থ্যের যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা কি সেগুলির সাথে একমত পোষণ করি? আমরা কি এগুলি ছাড়াও আর কোন সামর্থ্যের কথা ভাবতে পারি?
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির কোন কোন দুর্বলতা তাদের একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে?
- আমরা কি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলোর মধ্যকার এমন আর কোন মিথস্ক্রিয়ার মডেলের বিষয়ে জানি যা ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় নি? যদি তেমনটি হয় তাহলে সেগুলো কি কি?
- এখানে উল্লেখ করা কোন্ মডেলটি আমরা যেভাবে কাজ করি তার সাথে মিলে যায়?
- প্রতিটি মডেলের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি কি?
- কোন্ মডেলটিকে আমরা পূর্ণভাবে বিবেচনা করতে পারি?

ক্ষমতায়নের মডেল সম্পর্কে ধারণা

ক্ষমতায়নের মডেল হচ্ছে সম্পূর্ণ মৌলিক ধরণের এবং সাধারণতঃ এ জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলী উভয়েরই পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনের দরকার হতে পারে।

- স্থানীয় মন্ডলীর ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে সমন্বিত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বুঝে ওঠা এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা।
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মন্ডলী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে কাজগুলি করছে এবং সহজ করে তুলেছে সেগুলি বুঝে ওঠার দরকার হতে পারে।

ভূমিকা পরিবর্তনের দরকার হতে পারে।

- স্থানীয় মন্ডলীকে রূপান্তর ঘটানো, জনগোষ্ঠীর ভেতরে কিংবা জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়া দরকার।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

- যেহেতু এটি সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের প্রাথমিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর ভূমিকা পালনকারী হওয়া থেকে পরিবর্তিত হয়ে স্থানীয় মন্ডলীর পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হওয়া দরকার।

সম্ভাব্য নতুন ভূমিকাগুলি

স্থানীয় মন্ডলীর ভূমিকা - জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উদ্দেশ্যে'র কার্যক্রম হাতে নেওয়া।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের ভূমিকা - যেহেতু স্থানীয় মন্ডলী সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাই মন্ডলীকে উৎসাহ দেওয়া, সমর্থন যোগানো এবং এর কাজের মান বাড়ানোতে সহায়তা করা।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় মন্ডলীর যেসব বিষয়ে উৎসাহী হওয়া দরকার সেগুলি হচ্ছে ঃ

- সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য উন্মুক্ত থাকা।
- মন্ডলীর সদস্যদেরকে তাদের উপহারগুলি এবং সম্পদগুলি আবিষ্কার এবং পূনরাবিষ্কার করতে এবং সেগুলি কাজে লাগাতে উৎসাহিত করা।
- যেহেতু এটি জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করার জন্য বের হয়, তাই সাহসী হওয়া - বিশেষ করে সেই মন্ডলীটি যদি অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীর হয়।
- এটি যদি ত্রাণ, উন্নয়ন এবং এ্যাড্‌ভোকেসী বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনের সময় খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সহায়তা চাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষমতায়নের মডেলগুলি তখনই সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করতে পারে যদি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি ঃ

- যখন স্থানীয় মন্ডলীর দূরদৃষ্টির প্রয়োজন তখন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।
- সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কর্মকান্ডগুলি পরিচালনা করতে স্থানীয় মন্ডলীকে সক্ষম করে তুলতে সহায়তা প্রদান করে।
- জনগোষ্ঠী থেকে সরে আসা এবং স্থানীয় মন্ডলীকে সেই কাজগুলি করার সুযোগ দেওয়া এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সেই কাজগুলি করতে দেখে স্থানীয় মন্ডলীর মনযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির চেয়ে স্থানীয় মন্ডলীর নিজস্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়া থাকা উচিত।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যখন প্রয়োজন তখন স্থানীয় মন্ডলীকে উপদেশ, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা যোগানো।
- যেখানে এক সাথে কাজ করার মতো কোন স্থানীয় মন্ডলী নেই সেখানে নতুন মন্ডলী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখা। এই ধরণের কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সবগুলি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের নেই। কিন্তু যেখানে কোন মন্ডলী নেই সেখানে একটি মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করার কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে এমন সংগঠনগুলির উচিত অন্য সবগুলি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সাথে পাশাপাশি থেকে কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা। যে মন্ডলীগুলি প্রতিষ্ঠা করা এবং বড় করে তোলা যেতে পারে সেগুলির ভেতরে কিভাবে সবচেয়ে ভালো পরিবেশ তৈরী করে দেওয়ার জন্য কাজ করা যায় খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির তা বিবেচনা করে দেখা উচিত।

২২ নম্বর পৃষ্ঠায় যে টেবিলে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির বিভিন্ন ধরণ এবং সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ক্ষমতায়ন করাতে তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কিভাবে বদলে ফেলার দরকার হতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

বিভিন্ন ধরণের খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং ক্ষমতায়নের মডেল অনুসরণ করলে তাদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার পরিবর্তন সাধন

সংগঠনের ধরণ	গতানুগতিক ধারার চ্যালেঞ্জ	সম্ভাব্য নতুন ভূমিকা
ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির উন্নয়ন বিভাগ	স্থানীয় মন্ডলীর সাথে খুব কম কিংবা একেবারেই যোগাযোগ বা সংশ্লিষ্টতার দরকার পড়ে না এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতি প্রলোভন	• সমন্বিত উদ্দেশে ধর্মযাজক এবং মন্ডলীর সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য ধর্মযাজকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। • জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রমে নক্শা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান। • স্থানীয় মন্ডলী এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের মধ্যে শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। • স্থানীয় মন্ডলীর হাতে নেওয়া বড় ধরণের জনগোষ্ঠীভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সহায়তা যোগানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য যে বিষয়গুলি যুক্ত থাকতে পারে সেগুলির মধ্যে রয়েছে সম্পদশালী মন্ডলীগুলি কিংবা উত্তরাঞ্চলীয় দাতা সংস্থাগুলি থেকে দরিদ্র মন্ডলীগুলিকে অর্থ স্থানান্তর করতে সহায়তা করা। • স্থানীয় মন্ডলীতে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমে সমর্থন যোগানোর জন্য তাদের নেটওয়ার্ক কাজে লাগানো।
যীশুর বাণী বা সুসমাচারসংক্রান্ত জোট অথবা সমিতি	বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা	• সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধর্মযাজক এবং মন্ডলীর সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান। • সমন্বিত উদ্দেশ্য'র সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির মূল প্রতিপাদ্যগুলির ব্যাপারে সদস্য মন্ডলীগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সমন্বয় সাধন করা। • স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। • নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য ধর্মযাজকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • যেখানে সম্পদের (বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং দক্ষতা) পর্যাপ্ততা রয়েছে সেখানে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে খ্রীষ্টীয়ান এনজিওগুলির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য উপদেশ প্রদান করা। • স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম সহায়তা প্রদানের জন্য নেটওয়ার্কগুলি কাজে লাগানো।
ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত কলেজ	বাস্তবতার চেয়ে বেশী তত্ত্বনির্ভর। বাইবেল ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনে কিভাবে বাইবেলের শিক্ষাকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা শেখানো হয় না।	• সমন্বিত উদ্দেশে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। • শিক্ষার্থীদেরকে নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। • শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কাজে নিয়োজিত রয়েছে এমন স্থানীয় খ্রীষ্টীয়ান এনজিও অথবা মন্ডলীগুলিতে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান করে নেবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।
খ্রীষ্টীয়ান এনজিও	স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে সংযোগ কম কিংবা একেবারেই নেই এমন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রবণতা।	• পরিবর্তনের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতাদের এবং সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। • নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনের জন্য ধর্মযাজকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। • মন্ডলী এবং জনগোষ্ঠীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে মন্ডলীর হাতে নেওয়া উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা করা এবং সেই সাথে চাহিদা নিরূপণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ, উপদেশ এবং ভাল অনুশীলনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। • ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২.২ সুসম্পর্ক স্থাপন করা
Establishing good relationships

কিছু কিছু সংগঠন রয়েছে যারা একেবারে শুরুতে শুধুমাত্র একটি বা দু'টি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করতে চাইতে পারে। যাহোক, প্রভাব সৃষ্টি করার বিষয়টি বিবেচনা করাটা এজন্য যথার্থ হতে পারে যে, এটা জনগোষ্ঠীতে কর্মরত মন্ডলীগুলির মধ্যে সম্পর্কের উপর নির্ভর করতে পারে। স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে কারণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা পরিহার করার চেষ্টা করুন। যতখানি সম্ভব একেবারে শুরু থেকেই সবগুলি মন্ডলীকে সংযুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করুন, এমনকি সেক্ষেত্রে যদি তুলনামূলকভাবে বেশী মনযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার মতো কাজের জন্য যদি একটি বা দু'টি মন্ডলীকে পরীক্ষামূলকভাবে বাছাই করা হয় তাহলেও।

স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্য থেকে সাফল্যের সাথে কাজ করার মতো মন্ডলীকে খুঁজে বের করাটা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির জন্য সব সময় খুব সহজ কাজ নয়। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যে সব সাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে নীচে সেগুলির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য আমরা তাদেরকে কিছু কিছু পদক্ষেপের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারি।

চ্যালেঞ্জ **স্থানীয় মন্ডলীগুলি সমন্বিত উদ্দেশ্য'র বিষয়টি নাও বুঝতে পারে।** অনেক মন্ডলী রয়েছে যারা জীবনের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক বিষয়গুলিকে আলাদা করে ফেলে। এটা আংশিকভাবে উত্তর গোলার্ধ থেকে আসা মিশনারীদের প্রভাবের কারণে হতে পারে যারা অনেক বছর আগে প্রায়শঃই জীবনের দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছিল। অল্প কিছু ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত কলেজে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। সে কারণেই অনেক ধর্মযাজকের ধর্মবিষয়ক কাঠামো কিংবা তাদের জনগোষ্ঠীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাবগুলি কার্যকরভাবে দূর করবার পদ্ধতির ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে।

যে ধরণের সাড়া দেবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার সময় দিন। বাইবেলের পাঠগুলি কাজে লাগান এবং সচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় এমন সমন্বিত উদ্দেশ্যের এমন ধরণের উদাহরণগুলি খুঁজে বের করুন।

চ্যালেঞ্জ **স্থানীয় মন্ডলীগুলি মনে করতে পারে যে সরকারের সব কিছু করা উচিত** এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে মন্ডলীর কোন ভূমিকা নেই।

যে ধরণের সাড়া দেবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দূরদৃষ্টি সৃষ্টি করা এবং ক্ষমতাশালী মানুষদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মন্ডলীগুলির যে চেষ্টা করা উচিত তা বুঝানোর জন্য সময় দিন। এক্ষেত্রে 'এ্যাড্‌ভোকেসী টুলকিট' সাহায্যে আসতে পারে।

চ্যালেঞ্জ **শিষ্যত্বের বিষয়টি দুর্বল হতে পারে।** সামাজিক সম্পৃক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি দেখিয়ে দেয় যে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারগুলি যথেষ্ট উপকারী। সে যাই হোক, মন্ডলীর সদস্যরা যদি সুস্পষ্টভাবে সুন্দর জীবনযাপন করার চেষ্টা না করে তাহলে মন্ডলীর কার্যক্রমের প্রভাব দুর্বল হয়ে যেতে থাকে।

যে ধরণের সাড়া দেবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সদস্যদের শিষ্যত্ব প্রদানের ব্যাপারে মন্ডলীগুলিকে সহায়তা করতে পারে এমন সংগঠনগুলি চিহ্নিত করুন।

চ্যালেঞ্জ **সমাজ বা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সাড়া দেয় এমন অনেক স্থানীয় মন্ডলী কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ব্যবহার করে।** অনেক ক্ষেত্রে এটি মস্তিষ্কপ্রসূত বৈশিষ্ট্যের হতে পারে এবং এমনভাবে তা করা হয়ে থাকে যা মানুষকে 'হ্যান্ড-আউটের' জন্য চার্চের উপর নির্ভরশীল করে তোলার কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দুর্যোগের সময়ে তাৎক্ষণিক এবং স্বল্প-মেয়াদী পদ্ধতিতে বাস্তব প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সামাল দেবার জন্যে কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ বেশ উপকারী হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে যাই হোক, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলি এবং ক্ষমতায়নের সমস্যাগুলি ঠিক মত সামাল দেবার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি এক্ষেত্রে কাঙ্খিত; কারণ কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে।

যে ধরণের সাড়া দেবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে নিজেদের সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়নের উপকারিতার বিষয়ে ধর্মযাজক এবং স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য সময় দিন। অংশগ্রহণমূলক উপকরণাদি ব্যবহার করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

চ্যালেঞ্জ **কিছু কিছু মন্ডলী মানুষকে জোর করে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য ত্রাণসামগ্রীর অপব্যবহার করতে পারে।** উদাহরণ হিসেবে, যে কোন উদ্যোগের উপকারভোগী হিসেবে শুধুমাত্র তাদেরকে সংযুক্ত করতে পারে, যারা নিয়মিতভাবে মন্ডলীর উপাসনামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

যে ধরণের সাড়া দেবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এই সমস্যাটি নিয়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে চ্যালেঞ্জ করুন, কিংবা তা না হলে তাদের সাথে কাজ করবেন না।

চ্যালেঞ্জ **মন্ডলীতে নেতৃত্বের ধরণ সমন্বিত উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।** মন্ডলীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি যীশু খ্রীষ্টের সে দাসসুলভ নেতৃত্বের উদাহরণ অনুসরণ না করে, তাহলে সমন্বিত উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। উদাহরণ হিসেবে, কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ মনে করেন যে, ঈশ্বরের সাথে তাঁদের সরাসরি সংযোগ রয়েছে এবং তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, স্থানীয় মন্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোন বিষয়ে অবশ্যই তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ধরণের চিন্তা-ভাবনার অনেক ধরণের পরিণতি থাকে ঃ

- যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের গতিকে শ্লথ করে দিতে পারে এবং এমনকি কোন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন একেবারেই বন্ধ করে দিতে পারে। যে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ধর্মযাজক একজন বাধাপ্রদানকারীতে পরিণত হন।
- কোন যথাযথ প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান ছাড়াই নেতা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন। এর ফলে মন্ডলীর নেওয়া উদ্যোগগুলি অযৌক্তিক বা অসফল হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- দায়বদ্ধতা সীমিত হয়ে পড়ে, কারণ এক্ষেত্রে একজন মানুষই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যিনি যে কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকতে উৎসাহী নন। এই নেতাটি যদি তহবিল নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলে তারা সেগুলিকে নিজেদের স্বার্থে এবং নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যে ব্যবহার করতে অপচেষ্টা করতে পারেন।
- নেতারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের ভূমিকা হচ্ছে অন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদেরকে ক্ষমতায়ন করা নয়। এই বিষয়টির কারণে যে সব কার্যক্রম সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন করাকে গুরুত্ব প্রদান করে সেই সব কার্যক্রমের ব্যাপারে কম উদার করে তুলতে পারে।
- কোন কোন মন্ডলীর সদস্যরা হতাশ হয়ে উঠতে পারে যা তাদের ভেতরে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে এবং ঐক্যবদ্ধতার বিষয়টিকে নষ্ট করে দিতে পারে।
- এই ধরণের নেতৃত্ব মন্ডলীর সদস্যদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ তাদেরকে দেওয়া উপহারগুলি কাজে লাগানোর কোন সুযোগ তাদেরকে কখন নাও দেওয়া হতে পারে।

যে ধরণের সাড়া দেবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ভালো নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যেহেতু ভালো নেতৃত্বের বিষয়টিতে দক্ষতার চেয়ে অন্তর এবং চারিত্রিক বিষয়গুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই এই প্রশিক্ষণে ঈশ্বরের আশীর্বাদের দিকে এবং ক্রুশের মডেলের দিকে মনযোগ বেশী কেন্দ্রীভূত রাখা উচিত।

চ্যালেঞ্জ **সমন্বিত উদ্দেশ্যে'র কাজে নিয়োজিত হবার ক্ষেত্রে মন্ডলীর সামর্থ্যের ঘাটতি থাকতে পারে।** উদাহরণ হিসেবে ঃ

- তাদের দক্ষ কর্মীর অভাব থাকতে পারে কিংবা তাদের সদস্যদের স্বল্প স্বাক্ষরতা কিংবা স্বল্প শিক্ষার হারের কারণে প্রশিক্ষণ দেবার বিষয়টি নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।
- তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ এবং শাসন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে থাকতে পারে। এই বিষয়টি মন্ডলীর বাইরে থেকে আসা আর্থিক সহায়তাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা, জবাবদিহিতা এবং প্রতিবেদন তৈরী করার সক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।
- মন্ডলীগুলি ত্রাণ বিতরণ কিংবা উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনাকারী সংগঠন নয়। তাদের বিস্তৃত কার্যক্রমের শুধুমাত্র একটি অংশ হচ্ছে ত্রাণ এবং উন্নয়ন, আর এজন্য সব সময় এটাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা নাও হতে পারে।
- যে দেশগুলিতে খ্রীষ্টীয়ানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সেই সেগুলিতে বৃহত্তর সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের যোগাযোগের ঘাটতি থাকতে পারে। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন নিপীড়ন এবং সহিংসতার ভয় কোন কোন মন্ডলীকে জনগোষ্ঠীর ভেতরে তাদের পরিচিতি বাড়িয়ে তোলার কাজটিতে নিরুৎসাহিত করে তুলতে পারে।

যে ধরণের সাড়া দেবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে নিজেদের সামর্থ্য এবং আস্থা বাড়িয়ে তোলার জন্য তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ হিসেবে আর্থিক তহবিলের বিষয়টি সামাল দেবার জন্যে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা সম্পর্কে এ বইটির ৪.৬ অনুচ্ছেদে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই ধরণের কিছু সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য হতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সতর্ক থাকা উচিত যে, তাদের কাজের পদ্ধতি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে যথাযথ নাও হতে পারে। এর ভেতরে রয়েছে ঃ

- পেশাদার হবার চেষ্টা।
- প্রকল্পগুলির স্বল্প মেয়াদ।
- অনমনীয় কাঠামো এবং প্রক্রিয়া।
- দাতাদের কিংবা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা।
- মাত্রাতিরিক্ত প্রতিবেদন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা কিংবা অবাস্তব ধরণের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা।
- এমন কর্মী নিয়োগ করা যাদের স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি কোন অঙ্গীকার নাও থাকতে পারে।

স্থানীয় মন্ডলীর সাথে তাদের সংশিষ্টতার বিষয়টি যে যথেষ্ট কার্যকরী সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা। এই সমস্যাগুলি কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে অনুচ্ছেদ ৪.১ এবং ৪.২-এ সেই সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু কিছু খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন সরাসরি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তার বদলে তাদের ভূমিকার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার ব্যাপারে মন্ডলীগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে পারে। এই সংগঠনগুলি ১৯-পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্ষমতায়নের মডেল অনুসরণ করে। সে যাই হোক, এ ধরণের কাজে অর্থ সহায়তা করে এমন দাতা খুঁজে বের করা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির পক্ষে কঠিন হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং সমাজ বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন কর্মকান্ড গ্রহণ করার আগে মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলাটা সময় সাপেক্ষ বিষয় হিসেবে দেখা দিতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির মধ্যে যেগুলি নিজেদের সমস্যার বিষয়ে সাড়া প্রদান করার ব্যাপারে জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলার জন্য মন্ডলীকে উৎসাহিত করে থাকে, তারা অর্থ সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারে, কারণ এই ধরণের কার্যক্রম থেকে কি ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে প্রস্তাবনা পর্যায়ে তা অজানা থেকে যায়।

এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মন্ডলীগুলি যে বেশ সহজেই স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করতে পারে সেই বিষয়টি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি আবিষ্কার করতে পারে। শুধুমাত্র নিখরচায় প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনী যোগাড় করে দেবার উৎস হিসেবে স্থানীয় মন্ডলীকে দেখতে পাওয়াটা খুবই আবেদনসৃষ্টিকারী হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় মন্ডলীকে স্থানীয় মন্ডলী হিসেবে এবং সেটির উদ্দেশ্যে'র দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা উচিত, শুধুমাত্র খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য পূরণকারী হিসেবে দেখা উচিত নয়।

প্রতিফলন

- এই চ্যালেঞ্জগুলির ভেতরে কোন্‌গুলি আমাদের স্থানীয় মন্ডলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যায়?
- সেগুলিকে কিভাবে অতিক্রম করে যাওয়া যায়?

সারাংশ

- স্থানীয় মন্ডলী এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সক্ষমতাগুলির দিকে আমরা মনোযোগ সহকারে দেখেছি।
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন, স্থানীয় মন্ডলী এবং জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন মডেলগুলি আমরা বিবেচনা করে দেখেছি।
- আমরা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং মন্ডলীগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করার প্রতিবন্ধকতাগুলি খুঁজে বের করার এবং সেগুলিকে কিভাবে জয় করা যায় সেই চেষ্টা করেছি।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করার উপায়গুলি
Approaches to working with local churches

২ অধ্যায় এ আমরা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর মডেলগুলির দিকে নজর দিয়েছিলাম। এই অধ্যায় আমরা স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করার বিভিন্ন উপায়গুলির দিকে নজর দেব। টিয়ারফান্ড-এর সহযোগী সংগঠনগুলির কেস্ স্টাডিগুলিতে এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়গুলি ঈচে উল্লেখ করা হলঃ

৩.১ **মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা** - সমাজ বা জনগোষ্ঠীর ভেতরে কাজ করার জন্যে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সংগঠিত করে থাকে। এই পদক্ষেপটি ক্ষমতায়নের মডেলের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে মানিয়ে যায়।

৩.২ **মন্ডলী এবং জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলা** - খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে কার্যকরী করে তোলে, যেগুলি পরে নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলে। ক্ষমতায়নের মডেলের সাথে এই পদক্ষেপটি সবচেয়ে ভালোভাবে মানিয়ে যায়।

৩.৩ **এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের জন্য মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করা** - সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলির ব্যাপারে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ক্ষমতায়ন করে থাকে। এই পদক্ষেপটি সংশ্লিষ্টতার মডেল এবং ক্ষমতায়নের মডেল - উভয়ের সাথেই মানানসই হয়।

এই পদক্ষেপগুলি পছন্দ করে নেবার জন্য এগুলো একেবারে অনন্য ধরণের নয়। স্থানীয় বিষয়গুলির প্রেক্ষাপট অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে এই সংগঠনগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ ব্যবহার করতে পারে। সময়ের প্রেক্ষিতে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে তাদের কাজের উন্নয়ন সাধনের জন্য এটা যথোপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন একটি সংকট মোকাবেলার জন্য এই সংগঠনগুলি কোন একটি মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার পদক্ষেপ নিয়ে কাজ শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে মন্ডলী এবং জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলার পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কোন একটি নির্দিষ্ট মন্ডলী সাথে শুধুমাত্র এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করা যায় না, কিংবা অন্যান্য পদক্ষেপগুলির পাশাপাশি এটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.১ মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা
Church mobilisation

মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলাটা হচ্ছে যে সমস্ত চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ বা জনগাষ্ঠী গড়ে ওঠে সেগুলির প্রতি সাড়া দেবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা। এই পদক্ষেপে মনযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা হয় স্থানীয় মন্ডলীর যাজকদের উপর এবং তাদের ধর্মসভাগুলির উপর। যাজকগণকে সমন্বিত উদ্দেশ্যর কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা হয় (দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলাসংক্রান্ত ৪.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)। তারপর ধর্মযাজকগণ তাঁদের ধর্মসভাগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে থাকে।

এই পদক্ষেপ বৃহত্তর পরিসরে সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে কার্যকরী করে তোলে না, কিন্তু চাহিদাগুলি পূরণ করতে স্থানীয় মন্ডলীকে সক্ষম করে তোলার জন্য চেষ্টা করে। এই হিসেবে এটি হচ্ছে একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ; কারণ এক্ষেত্রে উপলব্ধি করা যায় যে জনগোষ্ঠীর এমন চাহিদাগুলির ব্যাপারে মন্ডলী সাড়া প্রদান করে থাকে।

মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়ার সাধারণ মৌলিক বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

- পালক/পুরোহিতগণকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা
- ধর্মসভাগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা
- গৃহীত উদ্যোগগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য মূখ্য দল তৈরী করা
- স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া

কোন কোন স্থানে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগেভাগেই জানা থাকতে পারে, কিন্তু তারা হয়তো আস্থা কিংবা দক্ষতার অভাবে সেই কাজটি করছে না। একটি মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়া হয়তো সে জন্যে সমন্বিত উদ্দেশ্য 'কেন গ্রহণ করা হয়েছে' সেদিকে কম মনযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং '*কিভাবে*' কাজটি করা যায় তার পেছনে সময় ব্যয় করে।

কেস্ স্টাডি — জেড.ও.ই. (জিম্বাবুয়ে অরফ্যানস থ্রো এক্সটেনডেড হ্যান্ডস)

এইচআইভি. এবং এইডস-এর কারণে জিম্বাবুয়েতে পিতৃমাতৃহীনদের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। ক্রমবর্ধমান হারে এই বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে এই ধাক্কা সামাল দেবার জন্য প্রথাগত অনাথাশ্রমগুলি সংখ্যায় অপ্রতুল এবং আরও কার্যকরীভাবে মন্ডলীগুলিকে এই সমস্যার ব্যাপারে সাড়া প্রদান করা দরকার। স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে অনাথদের সেবাযত্ন করা এবং তাদেরকে এই কাজে সমর্থন দেবার জন্য চার্চগুলিকে সাহসী করে তোলার জন্য জেড.ও.ই. গঠন করা হয়েছিল।

জেড.ও.ই. হচ্ছে ন্যূনতম কাঠামোর একটি সংগঠন। এটির কার্যক্রমের প্রথম নয় বছরের জন্য কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল না এবং এখনও সেটি সংখ্যায় মাত্র ৯ জন। এটি করা হয়েছিল সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা চান নি যে জেড.ও.ই. বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী একটি সংগঠনে পরিণত হোক। কিন্তু তার বদলে তার গড়া সংগঠনটি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং কাজকর্মে সহযোগিতা প্রদান করুক এটাই তিনি চেয়েছিলেন।

নিজেদের জনগোষ্ঠীর ভেতরের প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে জেড.ও.ই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য স্থানীয় মন্ডলীর সব নেতাকে একদিনের জন্য একত্রিত করে। এক্ষেত্রে বাইবেল থেকে অধ্যয়ন করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ সেগুলি স্থানীয় মন্ডলীর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে এই নেতাদেরকে সাহায্য করে। এরপর যখন পালক/পুরোহিতগণ তাঁদের জ্ঞানকে অন্যদের সাথে ভাগাভাগী করে নেওয়ার জন্য তাঁদের মন্ডলীতে ফিরে আসেন তখন অনেক মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য এগিয়ে আসে যারা স্থানীয় মন্ডলীগুলির পক্ষ থেকে এতিমদের যত্ন নেয়।

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক অনধিক ৫টি পরিবারের পরিচর্যা করে থাকে। প্রত্যেকটি পরিবারকে যাতে মাসে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন করে আসা যায় স্বেচ্ছাসেবকরা সেইভাবে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। একথা সত্যি যে, স্বেচ্ছাসেবকরা যখন নিয়মিতভাবে এই পরিবারগুলির কাছে ফিরে আসে, তখন তার একটি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে সেই বাড়ির মানুষগুলি যদি তাদের বর্ধিত পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকরা যখন গৃহ পরিদর্শনে আসেন তখন তাঁরা বাড়ির সদস্যদের অভাবগুলি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন, নিপীড়নের চিহ্নগুলি খুঁজে দেখেন, তাদের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, ব্যবহারিকভাবেই সাহায্য প্রদান করেন, সম্পদগুলি ভাগাভাগী করে নেন, বাইবেলের কোন বাণী নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের সাথে একত্রিতভাবে প্রার্থনা করে। স্বেচ্ছাসেবকরা সে সব সাধারণ কাজকর্মগুলি করে থাকে যেগুলির মধ্যে থাকে অনাথদের খাদ্যভ্যাস সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করা। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের পরিদর্শনের নথি সংরক্ষণ করে এবং স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের মাসিক সভায় তাঁদের কাজের উপর প্রতিবেদন পেশ করেন। এটা অনাথদের নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় মন্ডলীর কর্তৃত্বের বিষয়টিকে নিশ্চিত করে। স্বেচ্ছাসেবকদের যে সমর্থন প্রদান করা হচ্ছে এটি সেই বিষয়টিকেও নিশ্চিত করে।

এই প্রক্রিয়ার শুরু থেকে জেড.ও.ই এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট রেখেছিল যে, যেহেতু এটি কার্যক্রম এবং মন্ডলীর দায়-দায়িত্ব, তাই তারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়া অন্য কোন সম্পদের যোগান দেবে না। কাজেই স্থানীয় মন্ডলীগুলি স্বেচ্ছাসেবকদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং পরিবারগুলিতে নিয়মিত উপাসনা পরিচালনা কিংবা ব্যবহারিক সহায়তা প্রদানে সমর্থন দেবার কাজে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব নেয়। উদাহরণ হিসেবে, মন্ডলীর অন্য কোন সদস্যও তাদের বাড়ির ছাদ মেরামতের কাজে সহায়তা পাবার জন্য কিংবা পরিবারের চাষের জমিটি তৈরী করে দেবার কাজে সহায়তার জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য চাইতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

লক্ষ্যসমূহ

- অনাথদের সার্বিক পরিচর্যা করার গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা দানের কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সব মন্ডলী ইতোমধ্যেই অনাথদের সেবাযত্নের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাদের কাজকর্মগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. অল্পকিছু মানুষের মন্ডলীর কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে সবগুলি স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের জন্য দূরদৃষ্টি অর্জন করার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা।

এই কর্মশালায় ঃ

- বাইবেল অধ্যয়ন এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে স্থানীয় অনাথদের প্রয়োজনীয়তাগুলি এবং মন্ডলীর ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্বগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়।
- এই মূল বক্তব্যটির সফল যোগাযোগ স্থাপন করা যে এতিমদের প্রথম যে জিনিস প্রয়োজন তা খাদ্য বা আশ্রয়ের মতো বাহ্যিক সম্পদ নয়, বরং প্রথমেই তাদের প্রয়োজন ভালোবাসা, গুরুত্ব দেওয়া, সমর্থন দেওয়া এবং সেবাযত্নের করা। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মেটাতে পারে শুধুমাত্র সেই সব স্থানীয় মানুষ যাদের ভেতরে রয়েছে পর্যাপ্ত ভালোবাসা।

২. পালক/পুরোহিতগণ তাঁদের চিন্তাভাবনা বা স্বপ্নগুলিকে তাঁদের মন্ডলীর অন্য সদস্যদের সাথে ভাগাভাগী করে নেন এবং কোন একটি অঞ্চলের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের এবং অনাথদের একটি করে তালিকা প্রণয়ন করেন।

৩. স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মশালা। এটি পরিচালনা করে থাকেন জেড্.ও.ই কর্মীদের কিংবা স্বেচ্ছাসেবী এলাকা সমন্বয়কারী। স্থানীয় মন্ডলীগুলি এই কর্মশালার স্থান, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। এই কর্মশালায় যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলির মধ্যে থাকে অনাথদেরকে খুঁজে বের করা, পরিদর্শন করা, নথি সংরক্ষণ করা, প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা এবং তা প্রচলিত কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট করা।

৪. স্বেচ্ছাসেবকরা যে কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়ন করছে সেগুলি পরিদর্শন করা।

৫. অর্জিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে সকলকে জানানোর জন্যে স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে মাসিক সভার ব্যবস্থা করা।

জেড্.ও.ই অতিরিক্ত আর যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করে ঃ

- আরও বৃহত্তর পরিসরে সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম করে তোলার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যেমন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড শুরু করা, শিশু নিপীড়নের বিষয়গুলি খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে মানসিক সহায়তা প্রদান করা।
- যে সব স্বেচ্ছাসেবক এবং এলাকা সমন্বয়কারীদের দূরদর্শিতা অর্জনের জন্যে আয়োজিত কর্মশালা পরিচালনা করেন তাদের জন্য 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ'-এর আয়োজন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে একজন অন্যজনের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে সেজন্যে বিনিময় সফরের ব্যবস্থা করা। জেড্.ও.ই এজন্যে কিছু অর্থ সহায়তা প্রদান করে।

ফলাফল জেড্.ও.ই-এর কাজের ফলাফল অসাধারণ। কাজ শুরু করার ৭ বছর পর এই কর্মসূচী স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ১৫,০০০ অনাথদের সেবাযত্নের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে দিয়েছিল। এরপর হঠাৎ করেই এর প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। পরবর্তী বছরে সেবাযত্নের মধ্যে বেড়ে ওঠা অনাথদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪০,০০০। খরা এবং বেকারত্বের ফলে অভাবী পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াটা ছিল এক্ষেত্রে আংশিক কারণ। কিন্তু এই কর্মসূচীর সাথে যোগ দেওয়া মন্ডলীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণেও এই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ৫৫০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০১৩ জনে। অংশগ্রহণকারী মন্ডলীর সংখ্যা ১২১টি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯১টিতে। ৩ বছর পর এই কর্মসূচীর সাথে যুক্ত হয়েছিল ৬০০টি চার্চ এবং ২০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক, যারা প্রায় ১০০,০০০ শিশুকে সহায়তা দান করেছিল, সমর্থন যুগিয়েছিল।

যে সব এলাকায় অনাথদের সেবাযত্নের কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল, সেই সব এলাকার বেশীর ভাগ মন্ডলীরই মানুষের উপস্থিতি বেড়ে গিয়েছিল। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থানীয় মন্ডলীকে জনগোষ্ঠীর পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখানোর ফলে মন্ডলীগুলি মানুষজনের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করেছিল।

অর্জিত শিক্ষা **প্রশিক্ষণের দিকে জেড্.ও.ই-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, এদের কর্মকান্ডগুলি সম্প্রসারণ করার জন্য আরও বেশী সংখ্যক প্রশিক্ষক দরকার।** এই কর্মকান্ডগুলি এতটাই সাফল্য অর্জন করেছে যে অন্যান্য স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের জন্য খুব বেশী করে দাবী জানানো হয়। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবককে এজন্য 'স্বেচ্ছাসেবক এলাকা সমন্বয়কারী' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যারা জেড.ও.ই-এর কিছু কিছু কর্মশালা পরিচালনা করতে পারত। দেখা গিয়েছিল যে, এই পদক্ষেপটি নতুন কর্মচারী নিয়োগ করার চেয়ে আরও বেশী ক্ষমতায়নকারী এবং টেক্সই ছিল।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

বাইরে থেকে পাওয়া কিছু সম্পদের দরকার হতে পারে। প্রয়োজনীয়তার মাত্রা এবং অনাথদের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে বেশীর ভাগ মৌলিক সেবাযত্ন প্রদানের জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলির প্রায়শই হিমশিম খাবার দশা দেখা দেয়। স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যে সব সম্পদ ইতোমধ্যেই ব্যবহার করে আসছে সেগুলির সম্পূরক হিসেবে বাইরে থেকে আসা সম্পদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা হোক, এই চাহিদাগুলির ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া দরকার যাতে করে সেগুলি স্থানীয় উদ্যোগকে অক্ষম করে দেবে না এবং পরনির্ভরশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। এক্ষেত্রে আত্মনির্ভশীলতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা প্রয়োজন, যেমন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে উদ্যোগ নেওয়া।

প্রক্রিয়াটি সহজ বলে অন্য জায়গায় সেটির পুনঃপ্রয়োগ সহজ। পালক/পুরোহিতগণ কর্তৃক প্রাথমিক অনুরোধ জানানোর পর থেকে এতিমদের পরিদর্শনে যেতে মাত্র ৩ থেকে ৬ মাসের মতো স্বল্প সময় লাগতে পারে।

মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়ার শুরুতে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ডলী থেকে আসা পালক/পুরোহিতগণকে একসাথে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা যেতে পারে। এই সব পালক/পুরোহিতগণ স্থানীয় এলাকার মন্ডলীগুলি থেকে আসতে পারে, কিংবা একই ধরণের মূল্যবোধসম্পন্ন মন্ডলীগুলি থেকেও আসতে পারে। মন্ডলী কাঠামোর উচ্চতর পর্যায়ের মালিকানা অর্জনের জন্য একই ধরণের মূল্যবোধসম্পন্ন কর্মীদেরকে প্রথমে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলাটা একটা ভালো কাজ হতে পারে। স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় এমন অনেক স্থানীয় মন্ডলীগুলির পালক/পুরোহিতগণ মন্ডলীর কেন্দ্রীয় কার্যক্রমকে ক্ষমতাধীনে থাকতে পারে যেগুলি বেশী সংখ্যক স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের অত্যন্ত চমৎকার মাধ্যম হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই নেটওয়ার্কগুলি স্থানীয়ভাবে সাংগঠনিক কাঠামোর এবং কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিভঙ্গীর হতে পারে, যা ভালো নেটওয়ার্ক তৈরী করা, পারস্পরিক সহায়তা প্রদান করা, ঐক্য সৃষ্টি করা এবং সম্পদের সহভাগিতা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

কেস স্টাডি

ট্রান্সফরমা প্রকল্প ঃ পিস এ্যান্ড হোপ, পেরু

পেরুর লিমা শহরের একটি দরিদ্র জেলা হচ্ছে সান জুয়ান ডি লুরিগাঞ্চো। এই জেলায় ৪৩০-টিরও বেশী ইভান্‌জেলিক্যাল মন্ডলী রয়েছে। 'পিস এ্যান্ড হোপ' নামের একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এই মন্ডলীগুলিকে এলাকার প্রয়োজনে সাড়া দেবার কাজে সাহস যোগানোর জন্য ট্রান্সফরমা প্রকল্প শুরু করে।

লক্ষ্যসমূহ

সমন্বিত উদ্দেশ্য'র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে কর্ম পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধনের জন্য ইভ্যানজেলিক্যাল মন্ডলীগুলিকে সাহস যোগানো এবং সক্ষম করে তোলা।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. ট্রান্সফরমা-র কর্মীদলের সদস্য এবং স্থানীয় মন্ডলীর পালক/পুরোহিতদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা।
২. সমন্বিত উদ্দেশ্যে'র ব্যাপারে স্থানীয় মন্ডলীর মনোভাব খুঁজে বের করার জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা।
৩. স্থানীয় পালক/পুরোহিতদের কাজের জরিপের ফলাফল উপস্থাপনা করা।
৪. স্থানীয় মন্ডলীগুলি নিজেরাই মোকাবিলা করতে চায় এমন ৫টি প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা।
৫. সকল পালক/পুরোহিতগণ এবং মন্ডলীর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা। প্রশিক্ষণের শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সবাই নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে এবং তাদের নিজ নিজ এলাকার মন্ডলীগুলিতে তা প্রয়োগ করে।
৬. সবচেয়ে দরিদ্র মন্ডলীগুলিকে নিবিড় সঙ্গ প্রদান এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ট্রান্সফরমা কর্মীদল স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে যথেষ্ট সময় দিয়েছিল। একটি উপদেষ্টা দল তৈরী করার জন্য তারা ধর্মযাজকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। নিজ নিজ কর্মীদলের ঐকান্তিকতার নেতৃত্ব দেবার জন্যেও তারা পালক/পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই পালক/পুরোহিতদের লেখা ঐকান্তিকতা সম্পর্কিত একটি মাসিক নির্দেশিকা তাঁরা সংকলন এবং বিতরণ করেছিলেন। পারস্পরিক সম্পর্ক যখন আরও গভীর হয়ে ওঠে, তখন ট্রান্সফরমা নামের এই সংগঠনটি পালক/পুরোহিতদের সাথে নিয়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে কতটুকু সময় রেখেছিল এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত সেগুলির অনুশীলন চালিয়ে গেছে তা খুঁজে বের করার জন্য একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

এই জরিপের মাধ্যমে নীচের বিষয়গুলি বের হয়ে আসে ঃ

- যারা মন্ডলীর বাইরে রয়েছে স্থানীয় মন্ডলীগুলি তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণের দিকে খুবই কম মনোযোগ দিয়েছে।
- স্থানীয় মন্ডলীগুলির প্রবণতা ছিলো সার্বক্ষণিক চলমান সহায়তা প্রদান করার চেয়ে কোন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একবারই সহায়তা প্রদান করার দিকে।
- মন্ডলীগুলি যখন জনগোষ্ঠীর কোন প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা চালিয়েছে, তখন সেগুলির মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যক মন্ডলী আগেভাগে প্রয়োজন নির্ধারণ করার কাজটি হাতে নিয়েছিল।

স্থানীয় পালক/পুরোহিতদের প্রাতঃরাশ অনুষ্ঠানে যখন জরিপ থেকে পাওয়া এই তথ্যগুলি উপস্থাপন করা হয়, তখন অনেক পালক/পুরোহিতগণই ট্রান্সফরমা যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্থানীয় মন্ডলীগুলি যে সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য উৎসাহী ছিল সেগুলির মধ্য থেকে ৫ টি প্রধান সমস্যার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পাবার পর কিছু কিছু স্থানীয় মন্ডলী একসাথে কাজ করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে, ট্রান্সফরমা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করার কাজটি পরিচালনা করেছিল চারটি মন্ডলীকে একত্রে সাথে নিয়ে। জনগোষ্ঠীগুলি শিশুদের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়োজন হিসেবে দেখেছিল। কাজেই সংশ্লিষ্ট মন্ডলীগুলি সেই এলাকার শিশুদের জন্য ছুটির দিনগুলিতে চার সপ্তাহের শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

ট্রান্সফরমা-র কর্মীরা নিয়মিতভাবে মন্ডলীগুলি পরিদর্শনে যেত, তাদের দূরদৃষ্টিতা বেড়ে যেত এবং ধর্মীয় উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া মানুষগুলিকে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য মন্ডলী যাজকদেরকে উপকরণ এবং সম্পদের যোগান দিত। যাজকদেরকে নতুন ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে চিন্তা করতে এবং সেই কার্যক্রমগুলি শুরু করার জন্য ট্রান্সফরমা সহায়তা প্রদান করতো। একতাবোধের উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং সান জুয়ান ডি লূরিগাঞ্চোতে জনগোষ্ঠীর রূপান্তর ঘটানোর জন্য যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে ১০ জন ধর্মযাজককে নিয়ে রিট্রিটের বন্দোবস্তও সেখানে ছিল।

এই প্রক্রিয়াটি এখনও চলমান রয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই সেখানে ফলাফল পাবার লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে ।

ফলাফল

- আস্থার ভেতর দিয়ে মন্ডলীগুলি বেড়ে উঠছে এবং তারা জনগোষ্ঠীর জন্য আরও বেশী কিছু করতে চায়।
- ছুটির দিনে শিক্ষা কর্মসূচীতে ১২০ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছে। যে সব এলাকায় ছুটির দিনে শিক্ষা কর্মসূচী চালু রয়েছে সেই এলাকাগুলির জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মন্ডলীগুলির কাজকর্মে এতোটাই খুশি ছিল যে, জনগোষ্ঠীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য একটি স্থানীয় মন্ডলীর জন্যে তারা জমি দান করারও প্রস্তাব দিয়েছিল।

অর্জিত শিক্ষা

সমন্বিত উদ্দেশ্য'র প্রতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিশ্রুতি অত্যাবশ্যক। যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই তাদেরকে দিয়ে মন্ডলীগুলিকে কার্যকর করাটা বেশ কঠিন।

জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালা হাতে নেওয়া হয়েছিল মূলতঃ শনিবারের সকালগুলোতে। মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য এটা যথোপযুক্ত সময় ছিল না। ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যেখানে পুরুষদের মতো মহিলারাও বেশী করে অংশ নিতে পারে।

মন্ডলীকে কার্যকর করার শক্তিগুলি

এই পদক্ষেপ স্থানীয় মন্ডলীর মূল্যবোধগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। এই বিষয়টি স্থানীয় মন্ডলীর পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বলে আশা করা হয়, এগুলিকে উপেক্ষা করে নয়।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি নিজেরাই যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলির চাইতে **এই পদক্ষেপ কমিউনিটির প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য আরও বেশী অর্থ-সাশ্রয়ী হতে পারে**। স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকর করার জন্য যখন অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে যায় তখন মন্ডলীর সদস্যদের দ্বারা তাদের সম্পদগুলি অবমুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে যেটার পরিমাণগত বিষয়টি সহজে নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু কমিউনিটিকে দারুণভাবে উপকৃত করতে পারে। এই সব সম্পদের মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, উপহারসামগ্রী, নানান ধরণের দক্ষতা, অর্থকড়ি, ভালবাসা এবং প্রার্থনা।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

যদি একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন নিজেরাই একই ধরণের প্রকল্পের কাজ হাতে নিত, তাহলে কর্মীদের বেতন-ভাতা এবং অফিস পরিচালনা ব্যয়ের জন্য অর্থ যোগান দিতে গিয়ে সেই প্রকল্পটির খরচ অনেক বেড়ে যেত। এর ফলাফলের কার্যকারিতাও হতে পারে অল্প। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেই প্রকল্পটির জন্য প্রার্থনা সহায়তার বিষয়টি কম থাকতে পারে।

একক ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়ার চাইতে এই পদক্ষেপ বেশী টেক্সই। প্রত্যেকবার যখন একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কাজ শুরু করে, তখন সেখানে কর্মীদের দেওয়া সময়ের মূল্য, উপকরণ এবং এই ধরণের আর কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগত খরচ থাকে। যখনই কোন নতুন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়, তখনই সেখানে নতুন খরচের খাত যুক্ত হতে থাকে। সে যাই হোক, যখন একটি স্থানীয় মন্ডলী কার্যকরী হয়ে ওঠে, তখন সেটি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে কমিউনিটির অসংখ্য প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারে। মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, তখন সেটির বহুবিধ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং কমিউনিটিতে তা আরও বেশীমাত্রায় ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে।

এই পদক্ষেপ স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখতে সক্ষম করে তোলে যেগুলি এই প্রক্রিয়া শুরু করার আগে কমিউনিটিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। একবার যখন একটি মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা হয়, তখন যদি কোন দুর্যোগ দেখা দেয়, তাহলে সেই দুর্যোগে সাড়া দেবার জন্য কিংবা নতুন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাড়া দেবার জন্য মন্ডলীগুলি আরও ভালোভাবে সক্ষমতা অর্জন করে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে **এই পদক্ষেপ সুদৃঢ় ফলাফল দেখিয়ে দিতে পারে**।

মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার দুর্বলতাগুলি

মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়া থেকে যে উদ্যোগগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলি স্বাভাবিকভাবে পুরোপুরিই মৌলিক ধরণের হয়ে থাকে। কারণ মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে কারিগঈ জ্ঞান নাও থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের এই অভাবটি এই অর্থ প্রকাশ করতে পারে যে এই উদ্যোগগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান সমস্যাটি হয়তো চিহ্নিত করা এবং সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা নাও হতে পারে। এটা নিষ্ফল কাজের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে; আর সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হতে পারে এটাই যে, এর ফলে কমিউনিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। কখনও কখনও মন্ডলীগুলি এমন সম্পদ যোগান দিতে পারে যা অনেক সময় অনেক বিশেষজ্ঞ সংগঠনগুলিও পারে না, আবার একই সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে যেখানে মন্ডলীর দুর্বল ধরণের তথ্যযুক্ত উদ্যোগগুলি ভালোর চাইতে আরও বেশী ক্ষতি করে ফেলতে পারে। অতএব, খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের যোগান দেবার মতো ভূমিকা রয়েছে।

স্থানীয় মন্ডলীগুলি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করার ঝুঁকি নিতে পারে যে উদ্যোগগুলি কমিউনিটির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। স্থানীয় মন্ডলীগুলি অনেক সময় কমিউনিটির প্রয়োজন সম্পর্কে ভুল ধারণা করে ফেলতে পারে।

যেহেতু মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়াটির কল্যাণধর্মী আচরণের হবার প্রবণতা থাকে, তাই এক্ষেত্রে একটা বিপদ থাকে যা কমিউনিটিকে মন্ডলীর উপর নির্ভরশীলতার সৃষ্টি করতে পারে। কমিউনিটির সদস্যরা যখন মন্ডলীকে সেবা-প্রদানকারীরূপে দেখে তখন এই পদক্ষেপ কমিউনিটির সদস্যদেরকে ক্ষমতাহীন করে তোলার মতো ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে।

মন্ডলীর নেওয়া উদ্যোগগুলির সহজ-সরল ধরণের এবং সাড়া প্রদানকারী ভূমিকা নেবার প্রবণতা থাকে বলে সেগুলি কমিউনিটির সমস্যাগুলির মূল কারণগুলির সমাধান করতে ব্যর্থ হতে পারে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারার ক্ষেত্রে মন্ডলীর সক্ষমতা যেখানে একটি সবলতা হিসেবে কাজ করে, সেখানে এটির কাজের ফলাফল হিসেবে যে পরিবর্তন ঘটে তা কমই টেকসই হয়। যেহেতু পরিবর্তনের শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে অনেক দেশেই মন্ডলীর অনেক সম্ভাবনা এবং সম্পদ রয়েছে, সেখানে এই বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে কমিউনিটিকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কার্যকর করে তোলার পাশাপাশি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের জন্যও প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে।

এই পদক্ষেপ প্রচন্ডভাবে স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্ব এবং তাদের উৎসাহ প্রদানের উপর নির্ভর করে। সে যাই হোক, অগ্রাধিকার ভিন্নতার কারণে যাজকদের সাথে কাজ করাটা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির পক্ষে অনেক সময় সহজ হয় না।

পালক/পুরোহিতগণ এবং মন্ডলীগুলির তাদের কমিউনিটির প্রয়োজনে সাড়া দেবার চাইতে আরও অনেক ব্যাপক কর্মসূচী থাকে। মান্ডলীক জীবনের চাহিদাগুলি এই অর্থ প্রকাশ করতে পারে যে সময়ের পরিবর্তনের ধারায় মন্ডলীর বাইরের প্রয়োজনগুলির প্রতি সাড়া দেবার ব্যাপারটির প্রতি কম পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা হয়েছে।

৩.২ মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকর করে তোলা
Church and community mobilisation

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকর করে তোলার সাথে সংযুক্ততাকে বুঝায় কোন একটি স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা যাতে করে সেটি নিজেদের প্রয়োজনগুলি সমাধানের জন্য পুরো কমিউনিটিকে কার্যকর করে তোলার জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।

এই পদক্ষেপটি 'মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা' পদ্ধতিটির চাইতে ভিন্ন ধরণের, কারণ একবার যখন স্থানীয় মন্ডলী কার্যকর হয়ে ওঠে, তখন সেটি যোগানদাতা হয়ে উঠবার চাইতে প্রভাবকে পরিণত হয়। স্থানীয় মন্ডলীটি কমিউনিটির সদস্যদেরকে কেউ এসে তাদের প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দেবে এমনটি বদলে তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিজেরাই চিহ্নিত করতে এবং সেগুলির সমাধানের পদক্ষেপ নেবার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে চায় এবং ক্ষমতায়ন করতে চায়।

কাজেই এক্ষেত্রে স্থানীয় মন্ডলী কমিউনিটির জন্য কাজ করার চাইতে কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু কার্যকরী করে তোলার পর কমিউনিটিকে পরিত্যাগ করাটা নিস্প্রয়োজন। স্থানীয় মন্ডলী কমিউনিটিকে সহায়তা যোগানোর কাজটি চালিয়ে যেতে পারে এবং যদি কোন প্রয়োজন মিটানোর দরকার থাকে তাহলে কমিউনিটির অনুরোধের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি কারিগরি সহায়তা যোগাতে পারে।

আমরা দেখেছি যে মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা হলে তা কোন কোন দুর্যোগের সময় কোন একটি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পরিপূরণে সাড়া দেবার জন্য কাজে লাগে। সে যাই হোক, কিন্তু যেখানে কমিউনিটিতে কোন সুনির্দিষ্ট জরুরী প্রয়োজন নেই, কিন্তু দারিদ্র্যের বিষয়টি চলমান রয়েই গেছে, সেখানে মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার পদক্ষেপটিকে বেশী অগ্রাধিকার দেবার উপযোগী। এর কারণ এটাই যে কমিউনিটির ক্রমবর্ধমান মালিকানার কারণে এই বিষয়টি আরও বেশী টেক্সই হয়ে থাকে। এখানে যে সব উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয় সেগুলি খুব সম্ভবতঃ কমিউনিটির সদস্যদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। কারণ এই পদক্ষেপে কমিউনিটির সদস্যদেরকে তাদের প্রয়োজনগুলিকে চিহ্নিত করতে এবং সেগুলির সমাধানে নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা হয়। আর তাই কমিউনিটির সদস্যরা সাদামাটাভাবে স্থানীয় মন্ডলীর উদ্যোগ গ্রহণকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করার চাইতে এই পদক্ষেপগুলিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

এই পদক্ষেপ এবং মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার পদক্ষেপ উভয়ই স্থানীয় মন্ডলীকেই কার্যকরী করে তোলার সাথে সংশিষ্ট থাকলেও এই পদক্ষেপের সাথে কার্যকরণ প্রক্রিয়ার কিছু অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত থাকে, যেগুলি নীচের টেবিলে উল্লেখ হয়েছে ঃ

	মন্ডলীকে কার্যকরী করা	মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করা
মন্ডলীকে কার্যকর করা	সমন্বিত উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য পালক/পুরোহিত এবং সদস্যদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা	সমন্বিত উদ্দেশে কাজ করার জন্য পালক/পুরোহিত এবং সদস্যদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা
মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া	প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ এবং নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যে কোন প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিতে কিছু কারিগরী প্রশিক্ষণ দেবার জন্য মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া	কমিউনিটিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং কার্যকরী করে তোলার জন্য মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া
কমিউনিটিতে মন্ডলীর কার্যক্রম	মন্ডলী কমিউনিটির চাহিদাগুলি পূরণ করে দেয়	নিজেদের চাহিদাগুলি যাতে নিজেরাই পূরণ করতে পারে এ জন্য মন্ডলী কমিউনিটিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং কার্যকরী করে তোলে
কমিউনিটির কার্যক্রম	কিছুই নয়, কিংবা সীমিতভাবে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করা	কমিউনিটির সদস্যরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে সেই প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া

কেস স্টাডি

হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, ক্যাম্বোডিয়া

কম্বোডিয়ায় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে খেমারুজদের নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার কারণে জনসাধারণের তাদের পরিবারের প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠার, কমিউনিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং কমিউনিটির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সক্ষমতা কমে যাবার ফলে অনেক কমিউনিটি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে প্রয়োজনের সময়ে স্থানীয় মন্ডলীর সাড়া দেবার বিষয়টি প্রায়শই ত্রাণ-নির্ভর হয়ে পড়ে, যা পরনির্ভরতার সৃষ্টি করে।

'হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডব্লিউ.ডি.ও)' নামের একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এই পরনির্ভরতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিল এবং কাজে লেগে যাওয়ার জন্য কমিউনিটিকে ক্ষমতায়ন করতে স্থানীয় মন্ডলীকে সহায়তা করে। তারা খ্রীষ্টীয়ান সহায়তাকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যারা এরপর স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে। স্থানীয় মন্ডলীগুলি একটি 'খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপ' তৈরী করার জন্য ৬-জন করে সদস্য খুঁজে বের করে যে দলটি কমিউনিটির সমস্যাগুলি এবং সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য কমিউনিটির সাথে কাজ করেছিল। কমিউনিটি নিজেদের সমস্যাগুলি নিজেরাই মোকাবেলা করেছিল বলে এই সহায়তাকারীরা এবং 'খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপটি' তাদেরকে সহায়তা প্রদান করেছিল।

লক্ষ্যসমূহ

এমন 'খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করা যেটির কমিউনিটির হাতে নেওয়া নানাবিধ উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তুলতে অবদান রাখে।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. সহায়তাকারী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ। যে সব প্রতিশ্রুতিশীল খ্রীষ্টীয়ান তাদের নিজেদের স্থানীয় মন্ডলীর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং যারা দরিদ্র মানুষকে সেবা প্রদান করার ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ তারা কমিউনিটির উন্নয়ন, নেতৃত্ব প্রদান, ব্যবস্থাপনা, জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং মনোদৈহিক আঘাতপ্রাপ্তদের নিয়ে কাজ করা, সৃজনশীল উপায়ে গ্রুপ মিটিং-এ সহায়তা প্রদান করা এবং সাপ্তাহিক বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে চারিত্রিক এবং মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

২. কাঙ্খিত কমিউনিটি নির্বাচন করা। প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় মন্ডলী এবং সেটির নেতৃত্বের পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে ডব্লিউ.ডি.ও. কমিউনিটিগুলি বাছাই করে থাকে।

৩. কমিউনিটিভিত্তিক 'খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপ' গঠন করা। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরগণ কমিউনিটির ভবিষ্যৎ চিহ্নিত করার জন্যে এবং তারপর কিভাবে সেই উদ্দেশ্য পরিপূরণ করা যায় তার পরিকল্পনা করার জন্য কমিউনিটির সদস্যদেরকে সহায়তা করতে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে বাইবেল অধ্যয়ন এবং আলোচনা অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করে। 'খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপ' তৈরী করার জন্য স্থানীয় মন্ডলী খ্রীষ্টীয়ানদের একটি ছোট দল নির্বাচন করে যেটি এই প্রক্রিয়ার সংগঠক এবং প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৪. কমিউনিটির প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা এবং কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা। খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপটি আলোচনা করার জন্য, কমিউনিটির সমস্যাগুলির শেকড় খুঁজে বের করার জন্য এবং সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পুরো কমিউনিটিকে একত্রিত করে। এই গ্রুপটি সহজলভ্য স্থানীয় সম্পদগুলি এবং সময়, শ্রম, উপকরণ এবং আর্থিক প্রেক্ষাপটে সদস্যরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে, সেগুলিও চিহ্নিত করে থাকে।

৫. কাজে লেগে পড়া। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর এবং খ্রীষ্টীয়ান কেন্দ্র গ্রুপ-এর কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে কমিউনিটির সদস্যরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কাজে লেগে যায়। একটি কমিউনিটি যখন তাদের নিজেদের সম্পদগুলি দান করার আগ্রহ প্রকাশ করে তখন সেই উদ্যোগে সমর্থন যোগানোর জন্য ডব্লিউ.ডি.ও.ঋণ আকারে বীজ-অর্থায়নের যোগান দিয়ে থাকে। ঋণের পরিশোধিত অর্থ চলমান তহবিল হিসেবে কমিউনিটির মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়।

৬. খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপের সক্ষমতার উন্নয়ন সাধন করা। পুরো প্রক্রিয়াটি জুড়ে খ্রীষ্টীয়ান কোর গ্রুপের উন্নয়ন সাধনের জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর তাঁর সময় বিনিয়োগ করেন যাতে করে চূড়ান্তভাবে স্বল্পতম সহায়তা নিয়ে তারা কমিউনিটির নেওয়া উদ্যোগগুলির ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যেতে পারেন।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

ফলাফল

ট্রাপেয়াং কেহ্ ছিল একটা দরিদ্র কমিউনিটি, যেখানকার জমি ছিলো শুষ্ক, অধিবাসীদের ছিলো জমির স্বল্পতা, তাদের স্বাস্থ্য ছিলো রুগ্ন এবং তাদের মাথায় ছিলো ঋণের বোঝা। কমিউনিটির সদস্যদের ভেতরে আস্থা বা পারস্পরিক সহাযোগিতার ছিল খুবই কম। মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ৪ জন এবং কমিউনিটির বাদ বাকী সদস্যরা এদের সাথে অসদাচারণ করত এবং তাদেরকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার পর কমিউনিটির লোকজন তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য একসাথে মিলে মিশে কাজ করতে শুরু করে। এই কাজগুলির মধ্যে পানীয় জলের জন্য উন্নতমানের কূপ খনন করা, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি।

কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ এবং সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে গেল। জীবনযাপনের জন্য এখানকার পুরুষ মানুষদের আর এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হত না বলে সামাজিক বিপর্যয় কমে যায়।

কমিউনিটির মধ্যে আলোচনা করার প্রচলন ঘটানোর ফলে পুরুষদেরকে মনোযোগ দিয়ে নারীদের কথা শুনতে উৎসাহিত করা হত। এর ফলে নারীদের প্রতি পুরুষদের সম্ভ্রম প্রদর্শনের মাত্রা বেড়ে যায়। পারিবারিক নির্যাতন কমে যায় এবং পুরুষরা আরও বেশী করে নারীদের কাজে (যেমন বাগান করা, পানি সংগ্রহ এবং রান্না করা) সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে থাকে। গ্রামের মধ্যে মানুষে মানুষে ঝসড়াঝাঁটি করা, মারামরি করা এবং মদ্যপান কমে যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি আগের চাইতে অনেক পরিচ্ছন্নভাবে এবং আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

মন্ডলীর ব্যাপারে মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। খ্রীষ্টীয়ান ভাই-বোনেরা তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আরও যত্নশীল হয়ে উঠবার আস্থা নিয়ে বেড়ে উঠছে এবং তাদের বিশ্বাস ভাগাভাগী করে নিচ্ছে। খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি অসদাচরনের মাত্রা কমে গেছে এবং তাদের প্রতি সম্মানবোধ বেড়ে উঠছে। মন্ডলীগুলি বড় হচ্ছে আর প্রতি দু'টি বাড়ির মধ্যে একটি বাড়ির মানুষ স্থানীয় মন্ডলীকে অংশগ্রহণ করছে।

অর্জিত শিক্ষা

দারিদ্র্য সম্পর্কে যারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তারা সবচেয়ে ভালো সহায়তাকারীতে পরিণত হতে পারে। সহায়তাকারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন নেই। সত্যি বলতে কি, যে সব মানুষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে, তারা কমিউনিটির মধ্যে থাকতে কিংবা প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে সফর করতে কম উৎসাহী হয়ে থাকে এবং দীর্ঘদিন ডব্লিউ.ডি.ও.-এ সাথে থাকতে আগ্রহী নয়। সহায়তাকারীরা কমিউনিটিতে সময় ব্যয় করতে, এমনকি কমিউনিটিতে রাত্রি যাপন করতেও উৎসাহী থাকে, অনেক উন্নয়নকর্মী যে কাজটি করতে আগ্রহী নয়। এটা কমিউনিটির মানুষদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা যা কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়ার সাফল্যকেও আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সম্পর্ক স্থাপন করা কমিউনিটির নির্ভরতাকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার শুরুতে কমিউনিটির মানুষগুলি প্রায়শঃই অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং দায়িত্ববোধের গুরুত্বকে বড় করে দেখবার বিষয়গুলির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। প্রতিটি কমিউনিটিতে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে, পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী করে এবং কমিউনিটির মানুষগুলির সাথে এই কাজকর্মের উদ্দেশ্য ভাগাভাগী করে নেবার মাধ্যম্যে ডব্লিউ.ডি.ও. এই চ্যালেঞ্জটি অতিক্রম করে যেতে পেরেছে।

এই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার প্রচলিত কাঠামো ভীতি অনুভব করে। ক্ষমতার স্থানীয় কাঠামোগুলি, যেমন গ্রাম উন্নয়ন কমিটিগুলি অনেক সময় ভীতি অনুভব করেছিল এই কারণে যে এই প্রক্রিয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন করে এবং তাদের কথা বলার শক্তি যোগায়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটিগুলি এক বছরে যা অর্জন করে এই প্রক্রিয়ায় মাত্র অল্প কয়েক মাসেই তার চাইতে অনেক বেশী কিছু অর্জন করা যায়।

সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানীয় মন্ডলীগুলিতে এই প্রক্রিয়া আরও ভালোভাবে কাজ করে। বয়সের দিক থেকে নবীন এবং অপরিপক্ক মন্ডলীগুলি এই কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবক হয়ে উঠবার দায়-দায়িত্ব নিতে সেগুলি অক্ষম ছিল। এই প্রক্রিয়াটিকে তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলি যে পুরো কমিউনিটির প্রতি যত্নশীল সেটা দেখিয়ে দেবার একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার বদলে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে বড় হয়ে উঠবার একটা সুযোগ হিসেবে দেখেছিল।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

কেস স্টাডি

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা পারটিসিপেটরী ইভ্যালুয়েশন প্রসেস (পি.ই.পি.), উগান্ডা, তানজানিয়া ও সুদান

পূর্ব আফ্রিকার বেশ কিছু স্থানে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা পারটিসিপেটরী ইভ্যালুয়েশন প্রসেস (পি.ই.পি.) সাফল্য অর্জন করেছে। অনেকগুলি কারণেই এটা কাজে লাগানো হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ঃ

- উগান্ডার সরোটিতে 'পেন্টিকোস্টাল' 'এ্যাসেম্ব্লীজ অব গড (পি.এ.জি.)'-এর কর্মীরা প্রচন্ড রকমের হতাশায় ভুগতে শুরু করেছিল এই কারণে যে প্রচলিত কর্মসূচীতে স্থানীয় মানুষজনকে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করতে এবং মালিকানাবোধ জাগিয়ে তুলতে তাদেরকে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল এবং স্থানীয় শক্তি এবং সম্পদগুলো স্বল্প-ব্যবহৃতই থেকে গিয়েছিল।
- তানজানিয়ার রুহায়ার ডিওসিজ এলাকার মানুষজন প্রথাগত উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল।
- উত্তর সুদানে 'ফেলোশিপ ফর্ আফ্রিকা রিলিফ' নামের সংগঠনটি স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরী করতে চেয়েছিল।
- দক্ষিণ সুদানে ACROSS নামের সংগঠনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চাইতে স্থানীয় পর্যায়ে মন্ডলী নির্মাণ করতে চেয়েছিলো।

কমিউনিটিগুলি যাতে তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলির ব্যাপারে সাড়া দিতে পারে সেজন্য পি.ই.পি. স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং কার্যকরী করে তোলে। স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করার পর, মন্ডলীর নেতারা তাদের মন্ডলীতে সমন্বিত উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সবার সাথে চিন্তাভাবনা ভাগাভাগী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় বাইবেল গবেষণার কাজটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কখনও কখনও এটা তিন থেকে চারদিন ধরে চলতে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্থানীয় মন্ডলীগুলির লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে তাদের কমিউনিটিতে পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করার দক্ষতা তাদের রয়েছে। এই বিষয়টি আংশিকভাবে থাকে স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটির মালিকানায় থাকা সম্পদগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ায়, আংশিকভাবে তাকে এক একজন মানুষের নিজস্ব সক্ষমতার উপর আস্থা রাখায়।

স্থানীয় মন্ডলী যখন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠে তখন কমিউনিটির নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য এক সাথে করার সম্ভাব্যতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এরপর কমিউনিটিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা হয় এবং বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলির মধ্যে থাকে যেসব স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা দরকার সেগুলি চিহ্নিত করা এবং সেই সমস্যা দূর করতে গিয়ে কমিউনিটি কোন্ কোন্ সম্পদ ব্যবহার করতে পারে তা নির্ধারণ করা। এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে সাহায্য করার জন্য মন্ডলী এবং কমিউনিটির নানান পর্যায়ের সদস্যদেরকে বাছাই করা হয়, যা স্থানীয় মালিকানাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

লক্ষ্যসমূহ

স্থানীয় মন্ডলীকে সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা এবং সমন্বিত উদ্দেশ্যের অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োজিত রাখা যাতে করে এটা কমিউনিটিগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করতে এবং সেগুলির সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম করে তুলে কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার অনুঘটক হিসেবে কাজ করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং কার্যকর হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী এবং পালক/পুরোহিতগণকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার কর্মশালা। এখানে অংশগ্রহণকারীরা ৫ থেকে ৬-টি অগ্রণী মন্ডলী বাছাই করে এবং সহায়তা প্রদানকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৫-২০ জন মানুষকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২. সহায়তা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ। সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় মন্ডলীতে সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য সহায়তা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩. স্থানীয় মন্ডলীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা।

৪. স্থানীয় মন্ডলীর সম্পদগুলি কার্যকরী করে তোলা। সহায়তা প্রদানকারীদেরকে বিভিন্ন দক্ষতায় এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে করে তারা মন্ডলীগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে পারে এবং তাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাতে পারে সেজন্য সহায়তা করতে পারে।

৫. মন্ডলী এবং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের পর সহায়তা প্রদানকারীরা অগ্রণী হিসেবে বাছাই করা মন্ডলীগুলি, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে মিটিং-এর ব্যবস্থা করে। এই মিটিংগুলিতে কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব নেওয়া এবং কাঠামো দেওয়ার জন্য স্থানীয় মন্ডলী থেকে ৩-জন মানুষ এবং কমিউনিটি থেকে ৩-জন মানুষকে বাছাই করে নেওয়া হয়। এই মানুষগুলিকে কি বলে ডাকা হবে তা নির্ধারণ করে কমিউনিটির সদস্যরা। সরোটিতে এরা 'চার্চ এ্যান্ড কমিউনিটি রিসোর্স পারসন' নামে পরিচিত। দক্ষিণ সুদানে এদেরকে বলা হয় 'এ্যাওকেনারস্' বা 'জাগরণ সৃষ্টিকারী'।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

৬. কমিউনিটির তথ্য সংগ্রহ। সহায়তা প্রদানকারী এবং জাগরণ সৃষ্টিকারীগণকে প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তারপর কমিউনিটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কমিউনিটি এবং কমিউনিটির নিযুক্ত করা তথ্য সংগ্রহকারী দলের সাথে কাজ করে।

৭. কমিউনিটির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ। প্রশিক্ষণের পর সহায়তা প্রদানকারীগণ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধানের কাজ হাতে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমিউনিটির সাথে কাজ করে।

৮. কমিউনিটির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা। প্রশিক্ষণের পর সহায়তা প্রদানকারীগণ বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণে এবং কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে কমিউনিটিকে সহায়তা করে।

৯. কমিউনিটি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং। প্রশিক্ষণের পর কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করা, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এবং অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য সহায়তা প্রদানকারীগণ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে এবং জাগরণ সৃষ্টিকারীগণকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

১০. এই প্রক্রিয়ার যোগ্যতা-অর্জনকারী স্তরের মালিকানা নবায়ন করা। এই প্রক্রিয়ার একেবারে শুরুতে অনুষ্ঠিত দূরদৃষ্টিসম্পন্নকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। মালিকানার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে এবং এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়কে সামর্থ্য যোগানোর জন্য শিক্ষণ এবং এই প্রক্রিয়া থেকে পাওয়া ফলাফলগুলি তাদের সাথে ভাগাভাগী করে নেওয়া হয়। স্থানীয় এলাকার অন্যান্য অংশে এই প্রক্রিয়াটিকে পুনঃপ্রয়োগ করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়।

১১. কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সামর্থ্য যুগিয়ে যাওয়া। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের কর্মীরা কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের চলমান প্রশিক্ষণের প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করে। এগুলোর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা, প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা চক্র করা, কমিউনিটির কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

১২. পূনঃপ্রয়োগ। আর বেশী সংখ্যক স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটিতে পুরো প্রক্রিয়াটি পুনঃপ্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে আনা উপদেষ্টা কিংবা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কর্মীদেরকে দিয়ে না করে সহায়তা প্রদানকারীগণকে দিয়ে প্রথম প্রক্রিয়া থেকে কর্মশালা পরিচালনা করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার ফলে কমিউনিটির জীবনপ্রবাহের বিভিন্ন দিকে রূপান্তর ঘটিয়েছে। নতুন দালান-কোঠা কিংবা পানির কূপ এবং আরও বেশী সংখ্যক মানুষ মন্ডলীতে হাজির হচ্ছে এমন সব দৃশ্যগত প্রমাণের মাধ্যমে এই রূপান্তরের বিষয়গুলি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু এরকম প্রমাণ রয়েছে যে এই প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের জীবনে আরও বেশী গভীর ব্যক্তিগত রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। নীচে এধরণের কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

'আগে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে' - *উত্তর সুদানের একজন কমিউনিটির সদস্য।*

'আমরা কে সেই বিষয়টি আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে পি.ই.পি.' - *উত্তর সুদানের মন্ডলীর একজন সদস্য।*

'এখন যদি আমাদেরকে একা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সবাই আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়, তারপরও আমরা ঠিকভাবেই শেষ প্রান্তে পৌছে যেতে পারব' - *দক্ষিণ সুদানের একজন ধর্মযাজক।*

'আমাদের চোখ খুলে গিয়েছে এবং সবাই এখন আগের চাইতে বেশী করে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম' - *উত্তর সুদানের একজন কমিউনিটি সদস্য।*

'আমাদের উচিত সকলে একত্রে মিলেমিশে সদস্যাগুলোর মোকাবেলা করা; কারণ আগে যেটা আমার সমস্যা ছিল আগামীতে সেটা হয়তো অন্য কারও সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে' - *উত্তর সুদানের একজন পালক।*

'আমাদের পালক পি.ই.পি. সম্পর্কে শুনবার আগে পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র সহযোগিতা শব্দটি জানতাম, কিন্তু সেটিকে কখনও কাজে লাগাই নি। এখন আমরা সেটিকে কাজে লাগাই' - *দক্ষিণ সুদানের একজন কমিউনিটি সদস্য।*

'এই প্রক্রিয়াটি সব চাইতে বড় যে পরিবর্তনটি আমার কাছে বহন করে এনেছে, সেটি হল সেই উপলব্ধিটি যে আমি এটা করতে পারি, কিন্তু সেই সাথে এটাও যে আমাকে অবশ্যই পরিকল্পনা করতে হবে - ঘটনাগুলি স্রেফ নিজে থেকেই ঘটতে শুরু করে না' - রাউহার একজন পালক।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

ফলাফল

মন্ডলী পর্যায়ে এই প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ঃ

- সরোটির যে স্থানীয় মন্ডলীগুলি এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছে, তারা তাদের প্রতিবেদনে মন্ডলীর সদস্যদের একটি আচরণগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানকার লোকজন দেখতে পায় যে তাদের ভূমিকাটি হচ্ছে দান করবার জন্য, পাবার জন্য নয়। আর্থিক এবং অন্যান্য বস্তুগত দানের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উগান্ডার পি.এ.জি.-এর জেনারেল সুপারিনটেনডেন্ট চান যেন সকল জেলায় জেলায় তাদের স্থানীয় মন্ডলীগুলিতে এই মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরীকরণ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করার আহ্বান জানান হয়।
- রুয়াহাতে স্থানীয় জনসাধারণ আরও বেশী বেশী করে স্থানীয় মন্ডলীর দৈনন্দিন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে শুরু করেছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা সভায় অংশ নিচ্ছে, আগে যেটাকে তারা ধর্মযাজকের দায়িত্ব হিসেবে দেখত।
- দক্ষিণ সুদানে এই প্রক্রিয়া একতাবদ্ধতার বোধকে বাড়িয়ে তুলেছে। স্থানীয় মন্ডলীগুলি পরস্পরের সাথে আরো ভালোভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে এবং নারী ও পুরুষ একে অপরের সাথে একত্রে আরো অর্থবহভাবে কাজ করতে পারছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঃ

- সরোটির একটি কার্যকরী হয়ে ওঠা কমিউনিটি একবার কমিউনিটির একজন নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এজন্য যে সেই নেতা কমিউনিটির তহবিলের টাকা আত্মসাত করেছিল।
- রুহায়ার একটি কমিউনিটির একজন সদস্যের বাড়ি পুড়ে গেলে মন্ডলী সদস্যগণ এবং কমিউনিটি ঐ সদস্যের বাড়িটি পুনঃনির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং শ্রমের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে, স্থানীয় জনসাধারণ হয়তো শুধুমাত্র তাকে আগুন নেভাতেই সাহায্য করত আর বাকী সবাই এমনটাই আশা করত যে সেই মহিলাটি নিজে নিজেই তার পুড়ে যাওয়া বাড়িটি পুনঃনির্মাণ করে নেবে। অন্য আরেকটি কমিউনিটিতে মন্ডলী সেখানকার মানুষজনকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড হিসাবে হাঁস-মুরগী পালন এবং মৌমাছির চাষ কার্যক্রম শুরু করেছিল। অন্য আরেকটি কমিউনিটি খুঁজে বের করে যে তাদের কমিউনিটির একজন শিক্ষকের জন্য একটি বাড়ি তৈরী করে দেওয়া দরকার। তখন তারা সবাই মিলে বাড়ি তৈরী উপকরণ হিসেবে এত মালামাল সংগ্রহ করে ফেলে যে তখন তারা উপলব্ধি করে যে সেই মালামাল দিয়ে শুধুমাত্র একটি নয়, তিনটি বাড়ি তৈরী করার জন্য সেগুলি যথেষ্ট।
- উত্তর সুদানে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয়ান এবং মুসলমান কমিউনিটিগুলিকে একত্রিত করা গিয়েছিল, যেখানে আগে তাদের মধ্যে কোন রকম যোগাযোগই ছিল না। এই দু'টি কমিউনিটি একত্রিত হয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ডলারের সমপরিমাণ অর্থ যোগাড় করে তাদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করে ১৪০০-টি বাড়িতে পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন করে। এই দু'টি কমিউনিটি একত্রিত হয়ে আয়বৃদ্ধিমলূক কর্মকান্ড পরিচালনা, বয়স্কদের শিক্ষাদান এবং শিশুদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং কমিউনিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর কিনে ফেলার মত অন্যান্য কার্যক্রমও গ্রহণ করেছিল। কিছু কিছু মানুষ এই প্রক্রিয়াটিকে এতটাই পছন্দ করে ফেলে যে তারা যখন উত্তর সুদানে তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায় তখন সেখানকার নতুন কমিউনিটিগুলিতে এই প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- দক্ষিণ সুদানে কমিউনিটি কার্যক্রমগুলির ভেতরে রয়েছে একটি মন্ডলী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী করা, গর্ত খুঁড়ে পায়খানা তৈরী করা এবং স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা।

অর্জিত শিক্ষা

এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ সময় লাগে। এই প্রক্রিয়ায় খুব বেশী মাত্রায় অন্তর্মুখী প্রচেষ্টার যোগান দিতে হয়। কারন এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে অনেকগুলি কর্মশালার আয়োজন করতে হয় সেই সাথে মাঝে মাঝেই প্রশিক্ষকের কাছ থেকে এবং বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন প্রভাবের কারণে এই প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যে সব এলাকা অস্থিরতাপ্রবণ সেখানে এবং শহর এলাকাগুলি যেখানে প্রতিনিয়তই মানুষজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে থাকে সেখানে এই প্রক্রিয়া খুব ধীর গতিতে কার্যকরী হয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় মন্ডলী এবং কমিউনিটির সদস্যদের কাছে প্রত্যাশ্যা থাকে অনেক বেশী। সহায়তা প্রদানকারী এবং জাগরণকারীগণকে এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কর্মশালায় যোগদান এবং মন্ডলী ও কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার কাজের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিতে হয়। এই কাজের জন্য অনেক সময় তাদেরকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হতে পারে। গড়পড়তা একজন সহায়তা প্রদানকারী এই প্রক্রিয়ায় ১৮ মাস সময়ের ভেতরে অর্ধেক সময় কাজ করতে পারে। জাগরণকারীদের এই প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে চলে যাওয়া কিংবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার মত বিপদ থেকে যায়, যা অবশিষ্ট জাগরণকারীদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়। কমিউনিটির সদস্যরা কমিউনিটি মিটিংগুলিতে অংশগ্রহণ করবে এবং কমিউনিটির তথ্য সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করার কাজে সহায়তা করবে এমনটাই আশা করা হয়। এই মিটিংগুলি অনেক সময় যথোপযুক্ত সময়ে অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

লোকজনকে তাদের সময় কিংবা ভ্রমণ ব্যয়ের মতো খরচগুলির জন্যে অর্থ প্রদান করা হয় না। বিভিন্ন এলাকায় এই প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি এটাই দেখিয়ে দেয় যে এই প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত তারা সবাই এই প্রক্রিয়ার প্রতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির প্রক্রিয়াটি শুরুর প্রথম দিকগুলিতে সহায়তা প্রদানকারীদেরকে অর্থ যোগান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে যাতে করে তাদের অর্থকড়ি একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যায়। সে যাই হোক, জনগণকে কার্যকরী বা গতিশীল করে তোলার কাজ একবার শুরু হয়ে গেলে মন্ডলী কিংবা কমিউনিটি সহায়তা প্রদানকারী কিংবা জাগরণকারীদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করে তাদের খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিবহন খরচগুলো মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, দক্ষিণ সুদানের একটি কমিউনিটি মন্ডলীর সীমানার ভেতরে একটা বাড়ি তৈরী করে ফেলে যাতে করে সহায়তা প্রদানকারীদের মতো মানুষগুলি পরিদর্শনে এলে যেন সেখানে থাকতে পারে। সহায়তা প্রদানকারী কিংবা জাগরণকারীদেরকে সহায়তা করার আরেকটি উপায় হচ্ছে কমিউনিটির নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগে উপকরণ কিংবা আর্থিক অনুদান দেওয়া থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া।

কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে কাজ করতে গেলে পর্যাপ্ত সময় বিনিয়োগ করা উচিত। কমিউনিটির একটা বড় অংশ মিটিং-এ উপস্থিত থাকছে এবং কার্যকরী ভূমিকার পালন করছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই প্রক্রিয়া শুরু করাটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কর্মীদেরকে নিয়মিতভাবে কমিউনিটিতে সফরে যেতে সক্ষম হতে হবে, প্রশিক্ষণ প্রদান করার মতো একটা জায়গা থাকা প্রয়োজন, সহায়তা প্রদানকারীদেরকে অগ্রণী কমিউনিটিগুলোতে সফরে যেতে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন এবং জাগরণকারী হিসেবে কাজ করার জন্য কমিউনিটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষিত মানুষ থাকা প্রয়োজন।

যে কমিউনিটিতে ইতোমধ্যেই এন.জি.ও. কর্মসূচী চালু করা হয়েছে, সেখানে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করাটা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। কারণ পরনির্ভরতার রোগকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়াটা কঠিন কাজ। যদি এই প্রক্রিয়া চলাকালীন এ.জি.ও.-রা সেই কমিউনিটিতে চলে আসে এবং সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করার প্রস্তাব দেয় তাহলে অবশ্য সেটি সম্ভব হতে পারে।

আধ্যাত্মিক আক্রমণের বিষয়টি এই প্রক্রিয়ার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া স্থানীয় পর্যায়ে মন্ডলী তৈরী করে এবং সেগুলিতে উপকরণ সমৃদ্ধ করে তোলে বিধায় এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকর করার শক্তিগুলি

এই পদক্ষেপ বিভিন্ন পর্যায়ের আহরণ বদলে দেয়। দরিদ্র মানুষগুলির সেবা করার জন্য চার্চের সদস্যদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে এই বিষয়টি আবিস্কার করার ফলে কমিউনিটির প্রতি স্থানীয় মন্ডলীর আচরণ আরও বেশী ইতিবাচক হয়ে ওঠে। কমিউনিটির মানুষগুলি যখন দেখে যে মন্ডলী বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে এবং কমিউনিটিকে বদলে দিতে চাইছে তখন মন্ডলীর প্রতি কমিউনিটির সদস্যদের আচরণের উন্নয়ন সাধিত হয়। মানুষজন যেহেতু মনোযোগ দিয়ে একে অপরের কথা শুনতে এবং একসাথে কাজ করতে শুরু করে তখন মন্ডলী এবং কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যকার আচরণে উন্নয়ন সাধিত হয়।

এই পদক্ষেপ কমিউনিটিকে তাদের নিজস্ব সম্পদের উপর আরও বেশী মাত্রায় নির্ভর করতে উৎসাহিত করে এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কম মাত্রায় নির্ভর করে।

এই পদক্ষেপটি যেহেতু আরও বেশী মাত্রায় স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে এবং আচরণ বদলে দেয় তাই **অন্যান্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের চাইতে এটা বেশী টেক্সই**। যেহেতু স্থানীয় মন্ডলীই এক্ষেত্রে কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলে, তাই বাইরে থেকে আসা সহায়তা প্রদানকারী এবং কমিউনিটির মধ্যে কম যোগাযোগ ঘটে। কাজেই এই পদক্ষেপের অধিকাংশ কাজকর্মগুলিতে কমিউনিটির ভেতর থেকেই সহায়তা প্রদান এবং মনিটরিং করা হয়।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

এই পদক্ষেপে পুনঃপ্রয়োগ করাকে উৎসাহিত করা হয়। যখন কোন স্থানীয় মন্ডলী একটি কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলে, তখন তারা তাদের অর্জিত শিক্ষার বিষয়গুলি আশেপাশের অন্যান্য মন্ডলীর সাথে ভাগাভাগী করে নিতে পারে যাতে করে তারাও যেন তাদের কমিউনিটিগুলিকে এভাবে কার্যকরী করে তুলতে পারে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে যদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের সহায়তা পাওয়া যায় তাহলে এই পদক্ষেপটি অগ্রণী তালিকাভুক্ত মন্ডলী এবং কমিউনিটিগুলির বাইরেও পুনঃপ্রয়োগ করা সম্ভব কারণ সেটির মালিকানা থাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে। এ রকম প্রমাণ রয়েছে যে যখন কোন একটি কমিউনিটির ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি অন্যান্য কমিউনিটিগুলি প্রত্যক্ষ করতে থাকে তখন তারা নিজেদের কমিউনিটিতে পরিবর্তন সাধন করার জন্য নিজেরাও উৎসাহিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

এই পদক্ষেপ কমিউনিটি পর্যায়ে উন্নত নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করতে পারে। যেহেতু কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার কাজটি লোকজনকে কমিউনিটির সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে আরো বেশী সম্পৃক্ত করে ফেলে, তার ফলে কমিউনিটির নেতৃত্ব আরও বেশী স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কিংবা অপসারিত করতে পারে। সেই সাথে এই প্রক্রিয়ার সাথে সাধারণতঃ স্থানীয় সহায়তা প্রদানকারীদের নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম করে তোলার জন্য দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বলে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমিউনিটির নতুন নেতৃত্ব তৈরী করে দিতে পারে।

যেহেতু স্থানীয় মন্ডলীই কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলে, তাই **কমিউনিটির সদস্যরা মন্ডলীকে আরও বেশী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে**। এর ফলে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার মাধ্যমে স্থানীয় মন্ডলীর সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যেহেতু এই পদক্ষেপ কমিউনিটিতে ঐক্য নিয়ে আসে, কাজেই কমিউনিটির লোকজনের মন্ডলীতে যাবার ভীতি কমে যায় এবং মন্ডলীই তখন স্বাভাবিক মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। মন্ডলীর সদস্যদেরকে বাইবেল পাঠে উৎসাহিত করা এবং কাজ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয় বলে এই পদক্ষেপে ধর্মীয় অনুসারিত্বকেও উৎসাহিত করে। স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলার জন্য বাইবেল পাঠকে কাজে লাগানোর জন্য এই পদক্ষেপটি মাত্র একবার ব্যবহার-উপযোগী প্রক্রিয়া হিসেবে না থেকে প্রাত্যহিক জীবনের একটি পথে পরিণত করে তোলাকে উৎসাহিত করে।

প্রথাগত উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে যে জিনিসটি সম্পৃক্ত থাকে তা হচ্ছে কমিউনিটির জন্য বিভিন্ন সংগঠন তাদের সম্পদগুলি ব্যবহারের প্রস্তাব করে এবং সম্ভবতঃ কমিউনিটিকে খুব স্বল্প পরিমাণে অনুদান দিতে বলে। মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়াগুলি কিন্তু এর চাইতে ভিন্ন ধরণের। **এখানে কমিউনিটি এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলি সর্বপ্রথম নিজেদের সম্পদগুলির কথা বিবেচনা করে** এবং তারপর তাদের যে বিষয়গুলিতে ঘাটতি রয়ে যায় সেখানে সহায়তা পাবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কাছে যায়। এটি অন্যান্য যে কোন পদক্ষেপের চাইতে বেশী টেক্সই এবং ক্ষমতায়নকারী।

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকর করার দুর্বলতাগুলি

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার কাজটিতে বেশ সময় লাগতে পারে। কমিউনিটির সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় আসার জন্য আচরণ পরিবর্তন করা এবং মন্ডলীর সদস্যদের অনাগ্রহের বিষয়টিকে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে।

কাজের গতি হারিয়ে যেতে পারে। স্থানীয় মন্ডলীর পূর্ণ মালিকানা অর্জন করার কাজটি অনেক সময় কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার দিকে একবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়াগুলি শুরু করে দেবার পর মন্ডলীর অনেক সদস্য তাদের আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

এই পদক্ষেপের সাথে **অসংখ্য কর্মশালা এবং মানুষের সময়ের একটা বড় অংশ বিনিয়োগের বিষয়ে** খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি আর্থিক সহায়তার বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

এ মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়াগুলি অনেক দীর্ঘ সময় নিতে পারে - এগুলির যে কোনটাই ৩ বছর পর্যন্ত সময় নিতে পারে। বাহ্যিকভাবে দেখা যায় এবং টেক্সই হয় কমিউনিটিতে এমন ফলাফল পাবার আগে অনেক দীর্ঘ সময় চলে যায়। লোকজন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে কিংবা দূরে চলে যেতে পারে বলে কাজের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাহ্যিক প্রভাবকগুলির ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে যা কমিউনিটি পর্যায়ে প্রয়োজনগুলো বদলে দিতে পারে এবং কর্মোদ্যোগগুলি বাতিল করে দিতে পারে।

এই পদক্ষেপের একটি অন্যতম সবলতা হচ্ছে এই যে, এটি কমিউনিটি কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখে এবং তার ফলে টেক্সই পরিবর্তন বয়ে আনে। সে যাই হোক, প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য শুধুমাত্র কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করার ফলে **কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিরূপণ বাদ পরে যেতে পারে**। উদাহরণ হিসেবে কমিউনিটির লোকজন নিরাপদ পানীয়জলের বিষয়টিকে ঠিক মতো চিহ্নিত করতে পারলেও অনেক সময় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন বিষয়ক প্রয়োজনীয়তাগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। কমিউনিটির মানুষগুলি যদি কূপ খনন করে নিরাপদ পানীয়জলের সমস্যাটি মোকাবেলা করে কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করে তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাও দেখা যেতে পারে। এইচ.আই.ভি. এবং এইড্স উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা যেটি প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের সময় জ্ঞানের অভাবে কিংবা লজ্জাজনক মনে হওয়ায় বাদ পড়ে যেতে পারে, কিন্তু সমস্যা মোকাবেলার পর তা কমিউনিটির জীবনযাত্রার উপর বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে। অন্য আরেকটি সমস্যা হচ্ছে দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা। দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে ভবিষ্যতের দুর্যোগ এড়িয়ে যাবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা কিংবা সেগুলিকে আরও কম ধ্বংসাত্মক করে আনা। কমিউনিটি এই বিষয়টিকে চিহ্নিত নাও করতে পারে কারণ কমিউনিটির সদস্যরা খুব বেশী মাত্রায় চল্তি সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। সে যাই হোক, এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগের অভাবের কারণে অপ্রস্তুত কমিউনিটির উপর যদি ভবিষ্যতে কোন বিপদ হানা দেয় তাহলে তা ব্যাপক দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে। একজন ভালো সহায়তা প্রদানকারী এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন যে প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করার পর্যায়ে এই সমস্যাটির কথা উত্থাপন করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপটি সাধারণতঃ দক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপর নির্ভরশীল। সহায়তা প্রদানকারীদের যথেষ্ট ভালো মাত্রায় ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান, চমৎকার অংশগ্রহণমূলক সহায়তাদানে দক্ষতা এবং বিনম্র ও সেবাব্রতী-আচরণের মনমানসিকতার সাথে অন্যদেরকে ক্ষমতায়ন করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া উচিত। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যে সব সহায়তা প্রদানকারীদের পাঠিয়ে থাকে তারা সাধারণতঃ স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করার কাজ চালিয়ে যায়। স্থানীয় মন্ডলীতে সহায়তা প্রদানকারীগণ সাধারণতঃ এরপর কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার কাজটি করে। এই সব স্থানীয় সহায়তা প্রদানকারীদের আগে থেকেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে পারে কিংবা তার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবার দরকার হতে পারে।

এই পদক্ষেপের ফলে গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলোর মধ্যে আড়ষ্ট সম্পর্কের সৃষ্টি হতে পারে। এই পদক্ষেপের ফলে যেহেতু স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ক্ষমতাশালী করে তোলা হয়, কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছে আরও বেশী বেশী করে অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিতামূলক করে তোলার কথা বলতে শুরু করতে পারে।

কমিউনিটির গৃহীত উদ্যোগ হিসেবে এই পদক্ষেপের ফলাফলগুলি প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তির কাছাকাছি এসে না পৌছনো পর্যন্ত ব্যাখ্যাবিহীন অবস্থায় থেকে যায় বলে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির পক্ষে **এই পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বন্দোবস্ত করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে**।

এই পদক্ষেপ অবাস্তব প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতে পারে। কমিউনিটির নেওয়া উদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় সম্পদসমূহ কাজে লাগানোর জন্য কমিউনিটিকে উৎসাহিত করে তোলার সাথে সাথে কোন অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বহিঃস্থ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কাছে এই ধরণের উদ্যোগগুলিতে সহায়তা প্রদান করার মতো অর্থ বরাদ্দ কিংবা দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল থাকে না।

© TEARFUND 2007

৩.৩ এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রমের জন্য মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করা
Church empowerment for advocacy

এ্যাড্‌ভোকেসীর বিষয়টি হচ্ছে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার জন্য কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের মানবাধিকারগুলিকে রক্ষা করতে সহায়তা করা। এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে স্থানীয় মন্ডলী সাধারণতঃ ভালো অবস্থানে থাকে ঃ

- মন্ডলীতে নেতাদের অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, এমন কি সমতাভিত্তিক পরিবেশেও। অনেক দেশে বিভিন্ন নৈতিক বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের আইনসম্মত ভূমিকা স্বীকৃত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চাইতে মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের বক্তব্য অনেক বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে।
- অনেক সময় স্থানীয় মন্ডলীগুলি অনেক বেশী সংখ্যক মানুষ নিয়ে গঠিত হয়। কিছু কিছু এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম রয়েছে যেগুলি বেশী সংখ্যাধিক্যের শক্তির কারণে লাভবান হয়ে থাকে।
- স্থানীয় মন্ডলীগুলির অবস্থান একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে। এই বিষয়টি তাদেরকে সমস্যাটি সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম করে তোলে। এ্যাড্‌ভোকেসী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কমিউনিটির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রেও এটা তাদেরকে সক্ষম করে তোলে।

স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে যেগুলি বেশ জনপ্রিয়, পরিবর্তন সাধনের জন্য সেগুলি আরও অনেক বেশী মাত্রায় কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, এই কারণে যে জনপ্রিয়তার বিষয়টি সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে এবং পদাধিকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরণের বহিঃস্থ যোগাযোগ থাকার কারণে লাভবান হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি মালাবীতে পালক/পুরোহিতদের এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা

মালাবীর একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন, নাম হচ্ছে ইগলস। এটি সমন্বিত উদ্দেশ্য'র কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনেক পালক/পুরোহিতকে দূরদৃষ্টিতা প্রদান করেছে। এই পালক/পুরোহিতগণ একটা দল তৈরী করে যেটির নাম হচ্ছে 'লাভ ইন্ খ্রাইস্ট' (Love In Christ)। এঁরা সবাই এক সাথে মিলে তাঁদের এলাকার সবচেয়ে অভাবী মানুষগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং তাদের পরিচর্যার জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সময়ের পরিক্রমায়, একত্রে মিলিত হয়ে কমিউনিটিতে কাজ করার মাধ্যমে এবং ইগলস্-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পাবার কারণে এই পালক/পুরোহিতগণ সিদ্ধান্ত নেন যে তাদের এ্যাড্‌ভোকেসী কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে কিছু কিছু বিষয় আছে যেখানে বাস্তবভিত্তিক সাড়ার চাইতে আরও বেশী কিছু প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ হিসেবে, এই দলটি শুনতে পেলেন যে স্থানীয় নেতারা চিনি কোম্পানীর সাথে এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন যার ফলে স্থানীয় চাষীদেরকে তাদের খামারে শুধুমাত্র আখ চাষ করতে হবে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কৃষকদের সাথে কোন ধরণের আলোচনাই করেন নি। আর কৃষকরা এই চুক্তির ব্যাপারে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তখন পালক/পুরোহিতদের এই দলটি একটি কমিটি তৈরী করার জন্য কমিউনিটিকে সংগঠিত করেন, যে কমিটি কৃষকদের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কমিউনিটির নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবে। এই সমঝোতা সফলতা অর্জন করেছিল এবং চিনি কোম্পানীটি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে নি।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

একটি স্থানীয় মন্ডলী এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে ঃ

- **এর ব্যবহারিক কর্মকান্ডকে সহায়তা করার জন্য**। কমিউনিটি পর্যায়ে বেশীরভাগ সমস্যার কাঠামোগত এবং রাজনৈতিক শেকড় থাকে বলে তাদের বাস্তবমুখী উদ্যোগগুলির সাথে সংযুক্ত এ্যাড্ভোকেসী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে উৎসাহী করে তোলাটা উপকারে আসতে পারে। ব্যবহারিক উদ্যোগগুলি শুধুমাত্র সমস্যার লক্ষণগুলিকে সামাল দিতে পারে। সমস্যার মূল কারণগুলি সামাল দেবার জন্য এবং আরও বেশী টেক্সই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ্যাড্ভোকেসী কর্মকান্ডকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- **যে ব্যবহারিক কাজগুলি করে থাকে সেগুলি থাকে স্বাধীনভাবে**। উদাহরণ হিসেবে, এটা একটি এ্যাড্ভোকেসী নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারে এবং একটি সমস্যার ন্যায়বিচারের জন্য প্রতিবাদ এবং চিঠিপত্র লেখার প্রচারাভিযানে অংশ নিতে পারে এবং একই সাথে কমিউনিটির অন্য একটি সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারে।

কেস স্টাডি পরিবর্তনের জন্য জিম্বাবুয়েতে এ্যাড্ভোকেসী করা

জিম্বাবুয়েতে এক সরকারী শুদ্ধি অভিযানের ফলে যখন হাজার হাজার মানুষকে তাদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখন বুলাওয়ায়ো শহরের স্থানীয় মন্ডলীগুলি প্রথম মানুষের দুর্দশার প্রতিবিধানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আশ্রয় দেবার জন্য তারা তাদের ভবনগুলির দরজা খুলে দেয় এবং একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সাহায্য নিয়ে খাদ্যদ্রব্য এবং কম্বলের মতো অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের যোগান দেয়।

এই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি উচ্ছেদের শিকার হওয়া পরিবারগুলির পক্ষে প্রতিবাদ করবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে কার্যকরী করে তোলার সুযোগ গ্রহণ করে। মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সকলেই একত্রিত হন এবং আশ্রয়কেন্দ্রের পরিস্থিতি গ্রহণযোগ্য হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আর কোন পরিবারকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নগ্ন প্রভাব ভালোভাবে চিত্রিত করে রেখেছে যাতে করে জাতিসংঘসহ সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমগুলিকে বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া যায়।

এর ফলাফল দাঁড়ায় এটাই যে স্থানীয় মন্ডলীগুলি থেকে সৃষ্ট এ্যাড্ভোকেসী পরিচালনাকারী দলটি দরিদ্র মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশী সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করে। বলপ্রয়োগ করে উৎখাত করার এক বছর পর স্থানীয় মন্ডলীতে যোগদানকারী মানুষগুলি গৃহচ্যুত মানুষগুলির পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারী প্রচেষ্টার ঘাট্তির প্রতিবাদে এবং তাদের কথা যাতে কেউ ভুলে যেতে না পারে সেজন্য মিছিল সহকারে রাস্তায় নেমে পড়ে।

এ্যাড্ভোকেসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠছে এমন অসংখ্য মন্ডলী একত্রে মিলিত হয়ে এখন এ্যাড্ভোকেসীর জন্য একটি জাতীয় পরিষদে পরিণত হয়েছে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি সারা দেশের স্থানীয় মন্ডলীগুলি থেকে আসা দলগুলির জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে। একবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে গেলে সংশিষ্ট সমস্যাগুলির উপর ভিত্তি করে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলি স্বাধীনভাবে, কমিউনিটি পর্যায়ে একত্রে সম্মিলিতভাবে এবং জাতীয় পর্যায়ে কাজ চালিয়ে যায়।

যে পদ্ধতিতে এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে গেলে স্থানীয় মন্ডলীগুলি উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

যোগসূত্র স্থাপন বা নেটওয়ার্কিং - স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে আরও বেশী বেশী করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে উৎসাহিত করা কিংবা পরিবর্তন সাধনের আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য নতুন জোট তৈরী করা। এগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলির নেটওয়ার্ক হতে পারে, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক মন্ডলীগুলির নেটওয়ার্কগুলি হতে পারে, কিংবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংগঠনগুলির নেটওয়ার্কও হতে পারে।

আবেদন জ্ঞাপন করা বা লবিং - পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনের জন্য মানুষজনকে সরাসরি মানুষজনের সাথে কথা বলতে উৎসাহী করে তোলা। মন্ডলীর সদস্যরা কমিউনিটির পক্ষে এই ধরণের এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম হাতে নিতে পারে।

© TEARFUND 2007

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারীত্ব

সচেতনতা বৃদ্ধি করা - নিজ নিজ স্থানীয় মন্ডলীগুলোকে এবং আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত কমিউনিটিগুলিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে অনুপ্রেরণা যোগানো যাতে করে তারা সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকে। মন্ডলীর উপাসনায়, কমিউনিটির মিটিং-এ, জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিতে কিংবা লিফলেটের মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

কার্যকরী করে তোলা - সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং পরিবর্তন সাধনের আহ্বান জানানোর জন্য যতো বেশী সংখ্যক মানুষকে সম্ভব অনুপ্রাণিত করে তোলার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে উৎসাহিত করে তোলা। একই অনুভূতিসম্পন্ন মানুষগুলির শক্তি ও সামর্থ্য প্রকাশ করার জন্য পদযাত্রা সংগঠিত করে তোলা কিংবা ক্ষমতাশীন মানুষগুলির কাছে চিঠিপত্র লেখার জন্য মানুষজনকে সাহসী করে তোলার মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

প্রার্থনা - যেহেতু অন্যায়-অবিচারের বিষয়টি আধ্যাত্মিক শক্তির এবং ক্ষমতাগুলি ফল হিসেবে ঘট্‌তে পারে, তাই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে অনুপ্রেরণা যোগানো।
এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানার জন্য 'রুটস্ ১ এবং ২'-এর এ্যাড্‌ভোকেসী টুল্‌কিট দেখুন।

সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু পরিস্থিতিতে এ্যাডভোকেসীর কিছু কিছু পদ্ধতি পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া চার্চগুলির জন্য ঠিক নাও হতে পারে ঃ

- যে সব দেশে উৎপীড়ক কিংবা দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে মন্ডলীগুলি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে এ্যাড্‌ভোকেসীর জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিগুলি সেখানে উপযোগী নয়। সে যাই হোক, সূক্ষ্ম, অহিংস ধরণের এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রমগুলিকে এখানে একটা বিকল্প হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, সরকারী নীতিমালায় পরিবর্তন সাধনের জন্য নীতি নির্ধারকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য বিশপ এবং স্থানীয় মন্ডলীর সুপরিচিত নেতৃবৃন্দের সরকারে থাকা মানুষগুলির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। কোন্ কোন্ জায়গায় মন্ডলী সোচ্চার কণ্ঠে কথা বলার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে, অন্য কোন দলভুক্তদের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিবন্ধকতা নাও থাকতে পারে। অহিংস ধরণের এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রমের আরেকটি উদাহরণ হলো নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকারগুলি সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা, যাতে করে তারা সোচ্চার কণ্ঠে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে। স্থানীয় মন্ডলীগুলি যদি নিপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবেদন জ্ঞাপন করতে সক্ষম এমন ধরণের আন্তর্জাতিক খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন সংগঠনগুলির সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারে, তাহলে তা দারুণ উপকারে আসে।

- যে দেশগুলিতে মন্ডলী সংখ্যালঘু কিংবা অসহায়ত্বের শিকার, সেই সব দেশে মন্ডলীগুলোর কোন্ মাত্রা পর্যন্ত এ্যাড্‌ভোকেসীর সাথে সম্পৃক্ত হবে সেই ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। সেখানে যে বিপদটি ঘট্‌তে পারে তা হচ্ছে তারা রাষ্ট্রকে আরও বেশী মাত্রায় শত্রুভাবাপন্ন করে তুলতে পারে এবং তাদের অবস্থানকে আরও বেশী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। সে যাই হোক, অন্যান্য সংখ্যালঘু দলগুলির সাথে জোট গড়ে তুললে তা উপকারে আসতে পারে এবং সংখ্যাগত দিক্ থেকে শক্তি যোগাতে পারে।

- একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করার সক্ষমতার কারণে এবং সংখ্যাগত শক্তির কারণে পরিবর্তন সাধনের একটি শক্তিশালী পক্ষ হয়ে উঠতে পারার পাশাপাশি স্থানীয় মন্ডলীগুলির সঠিকভাবে এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রম তৈরী করতে পারার বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞানের ঘাট্‌তি থাকতে পারে। যদি এমনটাই প্রকাশিত হয়ে যায় যে মন্ডলীগুলি জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতায় ঘাট্‌তি দেখা দেবে। নীতিগত সমস্যাগুলির সমাধান প্রস্তাব করার ক্ষেত্রগুলির চাইতে সাধারণ নীতিমালাসংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে দৃঢ়ভাবে কথা বলার ব্যাপারে মন্ডলীগুলি সাধারণতঃ তুলনামূলকভাবে ভালো করে থাকে। নেটওয়ার্ক তৈরী করা এবং এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ সংগঠনগুলির কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া গেলে কার্যকরীভাবে এ্যাড্‌ভোকেসী চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

কেস স্টাডি — হন্ডুরাসে এ্যাড্ভোকেসী চালিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা

হন্ডুরাসের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পারিবারিক নিপীড়ন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিয়োজিত কর্মসূচীর একটি অংশ হিসেবে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন Proyecto Aldea Global এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে কার্যকরী করে তোলা। যে সব মানুষ পারিবারিক নির্যাতন চালাত তারাই ছিল এই এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে পালক/পুরোহিতদের জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছিল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারিবারিক নির্যাতনের ব্যাপারে নিজ নিজ মন্ডলীর সদস্যদের ভেতরে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার কাজে পালক/পুরোহিতদের সহায়তা করার জন্য নানা ধরণের উপকরণ। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে এই ম্যানুয়ালে বক্তৃতার কাঠামো, যুব সমাজের জন্য কথকতা এবং পারিবারিক নির্যাতনের শিকার মানুষগুলোকে পরামর্শ প্রদানের জন্য উপদেশ। পালক/প্রচারকদের সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হত এবং সেখানে এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হত এবং বিতরণ করা হতো। নিজ নিজ মন্ডলী ভবনের ভেতরে লাগিয়ে রাখার মতো পোষ্টারও বিতরণ করা হত এবং তাদেরকে বেগুনী রঙের রিবন পরিধান করতে উৎসাহিত করে তোলা হত যাতে তারা যে এই প্রচারাভিযানকে সমর্থন করে সেই বিষয়টি বোঝা যায়।

'Peace in the family' বা 'পরিবারে শান্তি' এই কথাটির প্রসার ঘটানোর জন্য পদযাত্রা এবং সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য মন্ডলীর সদস্যদেরকে এবং পালক/পুরোহিতদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার জন্য সিগুয়াটেপেক শহরের মধ্যে দিয়ে চার শত জন মানুষ পদযাত্রা করে এগিয়ে গিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক নির্যাতন যে একটি অগ্রহণযোগ্য কাজ এবং পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হলে সাহায্যের জন্য কোথায় যেতে হবে সেই তথ্যগুলি স্থানীয় মানুষদেরকে জানিয়ে দেওয়া। এই পদযাত্রাটির বিষয়বস্তু খ্রীষ্টীয়ান রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সহায়তা চাইতে এগিয়ে আসা নারীদের সংখ্যা নাটকীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিবেচ্য বিষয়

- এই পদক্ষেপগুলির কোন্‌টি আমাদের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত?
- এই ধরণের কার্যক্রম হাতে নেবার আগে আমাদের জন্য কোন্ ধরণের কাঠামোর প্রয়োজন হবে?
- কোন্ ধরণের গবেষণা করা দরকার?

সারাংশ

স্থানীয় চার্চগুলির সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্য এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি পথের দিকে নজর দিয়েছি ঃ

- মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা
- মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলা
- এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের জন্য মন্ডলীকে ক্ষমতায়ন করা।

© TEARFUND 2007

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি
Key issues to consider

সমন্বিত উদ্দেশ্য'র ক্ষেত্রে স্থানীয় মন্ডলী এবং সেটির কেন্দ্রীয় ভূমিকা আমরা দেখেছি। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যে সব উপায়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে একত্রে কাজ করে তাদের সম্ভাবনাগুলিকে দেখিয়ে দিতে পারে সেগুলির দিকেও আমরা নজর দিয়েছি।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যদি স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে চায় তাহলে তাদের জন্য মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের পক্ষে কাজ করা শুরু করতে যে বিষয়টি উপকারে আসতে পারে সেটি হচ্ছে প্রশ্ন করে দেখা যে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কার্যকরী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবার জন্য তাদের উদ্দেশ্য, মনোযোগ এবং কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। অনুচ্ছেদ ৪.১-এ এই বিষয়টি খুঁজে দেখা হয়েছে এবং কিছু সহায়ক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাবার আগে প্রকৃত অর্থে কোন্ ধরণের অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়টি বিবেচনায় আনলে তা একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের জন্য সহায়ক হিসেবে দেখা দিতে পারে। অনুচ্ছেদ ৪.২-এ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, মন্ডলীকে কার্যকরী করে তুলবার প্রাথমিক পর্যায়ে একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের চিন্তা-ভাবনা করে দেখার দরকার হবে যে কিভাবে তারা মন্ডলীর নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করবে। কারণ এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছেন মন্ডলীর নেতৃবৃন্দই। ভালো নেতৃত্বের অধিকারীগণ এই প্রক্রিয়ার ফলাফলের ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য তৈরী করে দিতে পারেন । অনুচ্ছেদ -৪.৩-এ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে ভালো নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করতে অবদান রাখতে পারে এমন মডেল এবং উপকরণ দেওয়া হয়েছে ।

চতুর্থতঃ, স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্বে আসতে চায় এমন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির ভেবে দেখা প্রয়োজন যে কিভাবে তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সমন্বিত উদ্দেশ্য সর্ম্পকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলবে। অনুচ্ছেদ ৪.৪-এ এই বিষয়ের উপর নির্দেশনা, কেস স্টাডি এবং উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির জন্য পঞ্চম মূল বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা এবং কমিউনিটিকে কার্যকরী করে তোলার কাজে কিভাবে সহায়তা করতে হবে সেটি বিবেচনা করে দেখা। অনুচ্ছেদ ৪.৫-এ গুরুত্বপূর্ণ নৈকট্যগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলির জন্য কিছু উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ মূল এলাকাটি, যেটি টেক্সই করার এবং ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং কমিউনিটিগুলিকে নিজেদের কর্মকান্ডকে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করতে করার বিষয়টির প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারে । অনুচ্ছেদ ৪.৬-এ বিষয়টির উপর নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে, একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের জবাবদিহিতা এবং গৃহীত উদ্যোগগুলির গুণগত মান ধরে রাখার উদ্দেশ্যগুলির জন্য এটি কিভাবে এর কর্মকান্ড এবং স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্বের বিষয়গুলির পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবে সে বিষয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ৪.৭-এ এই বিষয়টির উপর কিছু কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর্যাপ্ত স্থান এই বইটিতে নেই। প্রতিটি বিষয়ের উপরই এক একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক থাকা উচিত। সে যাই হোক, আমরা অনুভব করি যে অল্প কিছু প্রাথমিক ভাবনা এবং উপকরণ বেশ উপকারে আসতে পারে। যদি এই সংগঠনগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে আরও বিশদ বিবেচনায় আনতে চায়, তাহলে ৫ অধ্যায়-এ রয়েছে আরও কিছু সম্পদের উদাহরণ ।

© TEARFUND 2007

৪.১ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা
Changing the focus of Christian organisations

স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ শুরু করতে পারার আগে কিছু কিছু খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনকে যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে হতে পারে। যে সব খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন ক্ষমতায়নের মডেলটি (১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) অনুসরণ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই সংগঠনগুলিকে অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে তাদের মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং কাঠামো বদলে ফেলতে হতে পারে। পরিবর্তন সাধন শুরু করার জন্য দু'টি উপায়ের যে কোনটিকে বেছে নেওয়া যায় ঃ

- সংগঠনটির একটি অংশ অগ্রবর্তী দল হিসাবে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ শুরু করতে পারে।
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো সংগঠনটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বদলে ফেলা।

৪.১.১ অগ্রবর্তী দল দিয়ে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ শুরু করা
PILOTING WORKING WITH A LOCAL CHURCH

কখনও কখনও একজন বা দুইজন উদ্যমী মানুষ নতুন ধরণের আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গির মডেল হয়ে এবং নতুন ধারার অনুশীলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে পুরো সংগঠনটির কাজকর্মের সকল পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিশ্রুতিশীল কর্মীদের যারা সমন্বিত উদ্দেশ্যের জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সজ্জিত করে তুলেছেন, তারা সীমিত সংখ্যক স্থানীয় মন্ডলীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে শুরু করেন এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করেন যেখানে মন্ডলীগুলির এবং সংগঠনগুলির উভয়ের সামর্থগুলিকে কাজে লাগানো হয়। সংগঠনের অবশিষ্ট অংশটি আগের মতো স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। সার্বিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছু করতে পারে। যদি তা না হয়, তাহলে ন্যূনতম আরও কয়েকজন কর্মীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় ভেতর দিয়ে যাবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। আর তারপর পুরো সংগঠনটি এই উন্নয়ন সাধন করার মডেলটি ব্যবহার করতে পারবে। বিবর্তনশীল কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টি সাধারণতঃ সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার চাইতে অনেক বেশি মসৃণ ধরণের হয়ে থাকে।

৪.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহ
ORGANISATIONAL CHANGE PROCESSES

স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করার অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দরকার পড়তে পারে সংগঠনটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, নতুন কাঠামো এবং স্থানীয় মন্ডলীতে ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে আবারও মৌলিকভাবে পুনঃপরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। যদি অল্প কিছু কর্মীর স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করার মতো দূরদৃষ্টি থেকে থাকে তাহলে অন্যান্য কর্মীদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের বিষয়টি একটি ভালো পদ্ধতি হতে পারে। এই ধরণের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পরিবর্তন সাধন করা ছাড়া স্বল্পসংখ্যক অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মীকে দিয়ে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করতে যাবার যে কোন প্রচেষ্টাই খুব সম্ভবতঃ সম্পদের অপ্রতুলতা, অকার্যকর, ভঙ্গুর ধরণের হতে পারে এবং সংগঠনটির ভেতরে বিভেদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের যে সব শাখায় কমিউনিটির ভেতরে কাজ করা পদ্ধতির যে বিষয়গুলির পুনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন সেগুলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে সাহায্যে আসতে পারে (৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কেস স্টাডি দেখুন)। অনেক সময় এই ধরণের কাজগুলি হাতে নিয়ে থাকে উন্নয়ন কাজের জন্য নিয়োজিত বিভাগগুলি এবং সেক্ষেত্রে কাজগুলির সাথে তার স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সম্পৃক্ত করে না। এর বদলে সমন্বিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাটি স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে ক্ষমতায়ন করতে পারে। একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্য প্রতিষ্ঠান কি পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়ায় সেই সংগঠনটিকে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করাতে সক্ষম করে তুলতে পারে? ফলাফল যেটাই হোক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়াটি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলি এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উভয়ের জন্য একই হতে পারে।

সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনের ধরণ এবং সংগঠনটির বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে (যখন কোন সংগঠন দুর্যোগের মধ্যে থাকে তখন অনেক সময় এই ধরণের প্রক্রিয়া ঘটে থাকে)।

সে যাই হোক, বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করার পর আমরা বেশ কিছু সাধারণ মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছি ঃ

- সংগঠনটিকে পর্যালোচনা করে দেখা।
- লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পর্যালোচনা করে দেখা এবং নতুন করে লেখা।
- সংগঠনটির কৌশল পর্যালোচনা করে দেখা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা নতুনভাবে লেখা। পর্যালোচনা করার এই কাজটি করার জন্য SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) পদ্ধতিকে একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- যে কমিটি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে মিলেমিশে কাজ বাস্তবায়ন করবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট দক্ষতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং সহায়তা প্রদান করার দক্ষতা এবং কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীগুলির যাজকদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা যায় এবং তাদের সাথে কাজ করা যায়।

বড় বড় সংগঠনগুলিতে সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কমপক্ষে দু'জন সহায়তাকারীর প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, তাই মাত্র একজন সহায়তা প্রদানকারী পুরো সংগঠনটিকে প্রক্রিয়ার পুরো পথ ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারবে এমনটি ভাবা বাস্তবসম্মত নয়। এই প্রক্রিয়ার কোন একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন হবে। এই দক্ষতাগুলির ভেতর থাকতে পারে উচ্চ-পর্যায়ের কাঠামোগত এবং সামর্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান করা থেকে শুরু করে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে এসে কমিউনিটিকে কার্যকরী বা গতিশীল করে তোলা পর্যন্ত। এই বিষয়টিই সহায়তা প্রদানকারী দল গঠনের বিষয়টির গুরুত্বটিকে ফুটিয়ে তোলে, যার সদস্যরা প্রক্রিয়ার সংশিষ্ট জায়গাগুলিতে এসে সহায়তা প্রদানের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সহায়তা প্রদানকারীদের স্বাধীন হওয়া উচিত, কাজেই তারা হবেন নিরপেক্ষ। সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সংগঠনের কর্মীদের জন্য একটি স্পর্শকাতর এবং বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া হতে পারে এবং কর্মীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে উন্মোচিত করে দিতে পারে কিংবা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণ হতে পারে বলে নিরপেক্ষতার বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠনটি বাইরে থেকে আসা একজন সহায়তা প্রদানকারীর হওয়া উচিত পক্ষপাতিত্বহীন। সংগঠনের কাজ কর্মের সাথে জড়িত নয় এমন একজন মানুষের সাথে সংগঠনের কর্মীরা তাদের অনুভূতি এবং মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশী খোলামেলা হবে এমনটার সম্ভাবনা বেশী। স্বাধীন সহায়তাপ্রদানকারীগণ যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে সংগঠনটির দিকে নজর দেয় এবং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার অনুমতি থাকে, কাজেই তারা পর্যালোচনার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। সামগ্রিকভাবে তারা সংগঠনের সাথে সংশিষ্ট যে কোন উপযুক্ত প্রশ্নটি করতে পারেন। এমন কোন মানুষ যিনি আগে থেকেই সংগঠনটির সাথে যুক্ত তারা শুধুমাত্র তাদের নিজের কাজকর্মের সাথে সংশিষ্ট সমস্যাগুলির ব্যাপারেই সচেতন থাকতে পারে বলে তাদেরকে এই ধরণের প্রক্রিয়ায় সহায়তাপ্রদানকারী হিসেবে উপযুক্ত নাও হতে পারে। অন্যদিকে, বাইরে থেকে আসা সহায়তা প্রদানকারীদের কাছে সংগঠনটি সম্পর্কে ধারণার ঘাট্‌তি থাকতে পারে এবং তাদের মূল্যবোধও ভিন্ন ধরণের হতে পারে। কাজেই খুব সতর্কতার সাথে সহায়তা প্রদানকারী নির্বাচন করা উচিত।

> পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি বর্ষিয়াণ নেতাদের অঙ্গীকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া কোন ধরণের সহায়তাই উপকারে আসে না।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার শক্তিসমূহ

পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলির এমন একটি সংগঠন সৃষ্টি করা উচিত যা সেটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই কাঠামোবদ্ধ। এটা প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও বেশী কেন্দ্রীভূত এবং কার্যকরী করে তোলা।

যেহেতু সংগঠনগুলির পুনঃনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে সক্ষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগুলি ইতোমধ্যেই সেখানে বর্তমান এবং অদলবদল করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণটিকে নামাতে নামাতে স্থানীয় মন্ডলী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, কাজেই খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলির জন্য এই প্রক্রিয়াগুলি বিশেষভাবে উপযুক্ত হয়ে দেখা দিতে পারে।

পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যেই তৃণমূল পর্যায়ে পরিবর্তনের প্রভাবটি অনুভব করা যায়।

যেহেতু এগুলি সংগঠনের প্রাণকেন্দ্রে থেকে সমস্যাগুলির সমাধান করে এবং নিশ্চয়তা বিধান করে যে সংগঠনের সকল কর্মীই একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে, তাই এই প্রক্রিয়াটি ব্যয় সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির খরচগুলি যুক্তিসঙ্গত। সংগঠনের কেন্দ্রের সমস্যাগুলি সামলে নিতে পারলে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ইতিবাচক প্রভাব তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত চলমান করে ফেলতে পারে।
সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলির দুর্বলতাগুলি

সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রক্রিয়াগুলোকে পরিবর্তিত করে

ব্যর্থতার ব্যাপারে সাংগঠনিক পরিবর্তনের কারণে প্রক্রিয়াগুলি ঝুঁকিপূর্ণ বা নাজুক হয়ে পড়ে ঃ

- **পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে কয়েক মাসের তুলনায় কয়েক বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে**। এই সময়ের মধ্যে সংগঠনিক প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব এবং কর্মীদের অঙ্গীকারের বিষয়টি ওঠানামা করতে পারে। প্রধান প্রধান কর্মীরা সংগঠন ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং সংগঠনের বাহ্যিক পরিবেশ বদলে যেতে পারে। যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট তাদের জন্য এই প্রক্রিয়াটি হতাশাব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ এই প্রক্রিয়ার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দৃশ্যমান ফলাফলগুলি বেরিয়ে আসতে থাকে।

- **এই প্রক্রিয়াগুলি যে সব কর্মীদের অংশগ্রহণ করার মতো সময় রয়েছে তাদের উপর নির্ভরশীল**। উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মীদের পক্ষে এই প্রক্রিয়ার দিকে তাদের পরিপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া কিংবা তাদের কাজের অগ্রাধিকারে তালিকায় সবার উপরে এটিকে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

- **এই প্রক্রিয়াগুলি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল** যারা পরিবর্তন পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা করতে পারে। অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে কারণ কাজ শুরু করার মতো দক্ষ কর্মীর ঘাট্তি থাকতে পারে।

- **এই প্রক্রিয়া ক্ষমতাকেন্দ্রীক সম্পর্কগুলিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারে** এবং তার ফলে সহজেই উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মীদের সমর্থন হারাতে পারে।

- সংগঠনের ভেতরের সব কর্মীকেই এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর মধ্যে যদি মাত্র গুটি কয়েক এই প্রক্রিয়ার সাথে সার্বিকভাবে যুক্ত থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা এবং প্রভাব কমে যেতে পারে। সংগঠনটির নেতৃবৃন্দের পক্ষে একেবারে সাদামাটাভাবে এই প্রক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র সম্পদ এবং কর্মচারী নিয়োগ করাটাই যথেষ্ট নয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত থাকা প্রয়োজন।

- **এই প্রক্রিয়ার ফলে উপর-থেকে-নিচের দিকে পরিবর্তন সাধনের মডেল তৈরী হয়**। এটা তাদেরকে কার্যকরী এবং দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলে যখন তা এই ধরণের প্রক্রিয়ার সবলতা হিসাবে বিবেচিত হয়, তখন একই সময়ে এই ধরণের পদক্ষেপে অনুশীলন করার মতো ভালো মডেলের উন্নয়ন সাধন করা যায় না বলে এটিকে এই প্রক্রিয়ার একটি দুর্বলতা হিসেবেও দেখা হতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের একটি শাখায় এক ধরণের বিপদ থাকতে পারে যে এক্ষেত্রে ঐ সম্প্রদায়ের শাখা বিষয়গুলি নির্ধারণ করে দেয় এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলি সেগুলি অনুসরণ করে। কর্মকান্ডটির মালিকানা এবং নেতৃত্ব দেবার কাজটি স্থানীয় মন্ডলীর হাতে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের বিশেষ শাখার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি বিপদ রয়েছে যে এই প্রক্রিয়ার প্রভাব স্থানীয় মন্ডলীতে এসে থেমে যায়। এখানে আশার বিষয় এটাই যে যখন মন্ডলীগুলি বদলে যায়, তখন কমিউনিটি উপকৃত হয়। সে যাই হোক, অনেক সময় স্থানীয় মন্ডলীগুলি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখার বদলে ভেতরের দিকে তাকাতে থাকে। মন্ডলী এবং কমিউনিটির মধ্যকার যোগসূত্রটি অনুসন্ধান করে দেখা উচিত এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেটি সামলানো উচিত।

সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন প্রক্রিয়ার সাথে এই লক্ষ্য নিয়ে কর্মী প্রশিক্ষণের বিষয়টি সংযুক্ত থাকে যে তাদেরকে এই প্রশিক্ষণে পাশ করতে হবে, আর তার ফলে এই প্রশিক্ষণটি স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যদের স্তর পর্যন্ত চলে আসতে আসতে দুই বা তিন হাত ঘুরে আসার কারণে এর গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কেস স্টাডি

প্রজেক্ট গিলগল্ (কেলে হিউয়েট চার্চ, ইথিওপিয়া)

ইথিওপিয়ার খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের একটি শাখা হচ্ছে কেলে হিউয়েট মন্ডলী (কে.এইচ.সি)। ৬,০০০ মন্ডলী এবং ৫,০০০,০০০-র বেশী সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। কে.এইচ.সি. ধীরে ধীরে একটি বিভক্ত সংগঠনে পরিণত হয়ে যেতে বসেছিল। এটির প্রধান কার্যালয়ের কর্মীরা স্থানীয় মন্ডলীগুলির উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছিল। কে.এইচ.সি.-কে একটি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হত কারণ এখানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি মাথাভারী প্রশাসনে ধাপে ধাপে অনুমোদিত হয়ে আসতে হত। এই বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টিকে বিধিনিষেধের জালে জড়িয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলতো।

এক সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে এবং কে.এইচ.সি-র কাঠামোর ভেতর স্থানীয় মন্ডলীগুলির প্রতিনিধিত্ব আরও ভালভাবে নিশ্চিত করার জন্য এবং সাংগঠনিক কাঠামোর ভেতরে আরও ভাল সহায়তা পাবার জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন। এটা আশা করা হয়েছিল যে এই প্রক্রিয়ার ফলে স্থানীয় মন্ডলীগুলি আরও বেশী বেশী করে তাদের নিজ নিজ কমিউনিটির দরিদ্র মানুষগুলোর প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য সম্পৃক্ত হয়ে উঠবে।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কে.এইচ.সি-র মন্ত্রণালয়গুলিকে পর্যালোচনা করে দেখার পর কৌশলগত পরিবর্তন-সাধন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কে.এইচ.সি-র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কাজ করার জন্য একজন উপদেষ্টাকে নিয়ে আসা হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যটি ছিল দলগতভাবে কাজ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং প্রকল্প প্রণয়ন করা সম্পর্কে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলির সব সদস্যকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে একটি ক্যাসকেড (Cas cade) ধরণের মডেল ব্যবহার করা হয়েছিল চার জন প্রশিক্ষক আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩০০-জন নেতাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, যারা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মন্ডলীতে দু'জন করে প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এক একটি মন্ডলীর এই দু'জন প্রশিক্ষক এরপর তাদের মন্ডলীসভার সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই পরিকল্পনার আরেকটি দিক্ ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়গুলিতে মন্ত্রণালয়গুলির কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা।

২. কৌশলগত মূল দল (যার মধ্যে রয়েছে বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রধান কার্যালয়ের কিছু কর্মী, এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের কিছু নেতা)-কে একজন উপদেষ্টার দ্বারা পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর উপর্যুপরি পাঁচটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৪. কে.এইচ.সি-র সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। এজন্য নিয়োগকৃত উপদেষ্টা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য তিন বছরকাল ধরে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে গেছেন। কে.এইচ.সি-র কর্মীবৃন্দকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধনের কাজগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

৫. কমিউনিটিতে সমন্বিত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে গতিশীল ও কার্যকরী করে তোলা।

ফলাফল

এই প্রক্রিয়া ছয় বছর ধরে টিকে ছিলো এবং এখনও চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের কাজে উপদেষ্টাদের পরামর্শ পাবার জন্য, চারজন পূর্ণকালীন কর্মী এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরীর জন্য বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। সে যাই হোক, এই প্রক্রিয়ার প্রভাবের বেশ কিছু সম্ভাবনাময় লক্ষণ রয়েছে ঃ

কে.এইচ.সি.-র নেতৃত্বের উপর প্রভাব

- কে.এইচ.সি.-র প্রধান কার্যালয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আচরণ এবং স্টাইলের উন্নতি সাধিত হয়েছে। জনগণ এখন বিভিন্ন বিতর্ক এবং আলোচনা সভায় কোন রকম অস্বস্তিকর কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ অনুভব করা ছাড়াই তাদের চিন্তাভাবনা এবং মতামতগুলি প্রকাশ করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়ে উঠেছে।
- আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতারা অনেক বেশী সহায়ক ভূমিকা সম্বলিত নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আর্থিক জবাবদিহিতার উন্নতি হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে আরও বেশী সতর্কতার সাথে নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে আরও বেশী মাত্রায় আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।
- স্থানীয় মন্ডলী পর্যায়ে নেতারা সমন্বিত উদ্দেশ্যের প্রতি আরও বেশী মাত্রায় অঙ্গীকারাবদ্ধ, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে আরও ভাল করছে, নারী এবং যুবসমাজসহ চার্চের সদস্যদের কল্যাণ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আরও বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে এবং তাদের মন্ডলীগুলোর ব্যাপারে আরও বেশী দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছে।

সাংগঠনিক কাঠামোর উপর প্রভাব

কে.এইচ.সি.-র সাংগঠনিক কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে, একটি 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম' তৈরী করা হয়েছিল। এইচ.আই.ভি. প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা, এবং স্বাক্ষরতার উন্নয়ন সাধন ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলির সমাধানের লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীও তৈরী করা হয়েছিল।

স্থানীয় মন্ডলীর উপর প্রভাব

উচ্চতর পর্যায়ের কাছ থেকে অনুমোদন পাবার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়াই মন্ডলীগুলি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রভাব

কমিউনিটি পর্যায়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কমিউনিটির উপর সেগুলির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। উদাহরণ হিসাবে, যে চারটি কমিউনিটিতে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলিতে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং শিশু মৃত্যুর হার, আক্রান্তের হার শতকরা ৪০-ভাগ কমে গিয়েছিল।

মন্ডলীর প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব

সংখ্যালঘু উপজাতীয় মানুষদের নিয়ে তৈরী একটি কমিউনিটির ৫,০০০ সদস্যের বেশীর ভাগ লোকই এই প্রক্রিয়ায় সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

অর্জিত শিক্ষা

বর্ষিয়ান নেতাদের এই প্রক্রিয়ার মালিকানা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বর্ষিয়ান নেতারা এই প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াটি চলতে চলতে তাদের মধ্যে কারও কারও পক্ষে এটির সাথে সম্পৃক্ত থাকাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রক্রিয়ার সব পর্যায়েই পরিষ্কার নেতৃত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গী থাকার প্রয়োজন।

বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে **প্রশিক্ষণ দলের সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন করাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়**। এটা করতে ব্যর্থ হলে মূল কর্মীরা নিঃশেষ হবার পথে চলে যায় আর প্রক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

সবগুলি সমর্থক কাঠামো ঠিক ঠিক জায়গামত স্থাপন করার আগে স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে যেগুলি তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে দেয় সেগুলোর সাথে তাল মিলাতে গিয়ে **এই প্রক্রিয়াটিকে অনেক নমনীয়তা দেখানোর দরকার হয়**। তা না হলে স্থানীয় মন্ডলীর কর্মোদ্যোগগুলি বাজেভাবে ডিজাইন করা কিংবা খারাপভাবে চালানো ব্যবস্থাপনায় পর্যবসিত হতে পারে।

প্রশিক্ষণকে কিভাবে উচ্চ মানসম্পন্ন রাখা যায় তা বিবেচনা করে দেখা। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া এবং লিখিত উপকরণগুলির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাকে আটকানো।

জেন্ডার সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে আন্তরিকতার সাথে। নারীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে এমনটি অনুমান করে নেওয়াটা যথেষ্ট নয়। তারা যে সব কারণে অংশগ্রহণ করতে নাও পারে সেগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থের অভাব, শিক্ষার হারের স্বল্পতা, কিংবা এ কারণে যে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলো আগাগোড়াই নারীদেরকে সাধারণতঃ নেতৃত্ব প্রদান করা কিংবা মন্ডলীর কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হত না।

বক্তব্য

- আমাদের সংগঠনটি কোন্ নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?
- এই নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে যাবার আগে আমাদের সংগঠনটির কি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে?
- যদি থাকে, আমরা কোন্ পথটি বেছে নেব - অগ্রণী প্রকল্পের পথটি, নাকি সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পথটি? অথবা আমরা কি এর চাইতে ভাল কোন পথের কথা ভাবতে পারি?
- আমরা কেন এই পথটিকে বেছে নিয়েছি?

৪.২ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা
Working in partnership

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে চাইতে পারে। এটা পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আরও আনুষ্ঠানিক আকার প্রদান করে এবং তা আরও কার্যকরীভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ভিত্তি তৈরী করে দিতে পারে।

কেস স্টাডি

এ.সি.টি. (দ্যা এ্যাসোসিয়েশন ফর খ্রীষ্টীয়ান থটফুলনেস্), ভারত

সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য এ.সি.টি. প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কেস স্টাডিতে মাত্র একটি স্থানীয় মন্ডলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেটির সাথে এ.সি.টি কাজ করে।

এই মন্ডলীর পালক/পুরোহিত এ.সি.টি.-র কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন কারণ এটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে চেয়েছিল। এ.সি.টি. পালককে পরবর্তী রবিবারের উপাসনার সময়ে এ.সি.টি.-র কাজকর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে রাখতে বলেছিলো। এ.সি.টি. মন্ডলীর সদস্যদেরকে কমিউনিটির জন্য দায়দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যাখ্যা করার কাজে এই সময়টিকে ব্যবহার করেছিল। যে সব মানুষ এই বুঝতে পেরেছিল তারা এরপর কমিউনিটির ভেতরের প্রয়োজনগুলি নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা চালানোর কাজ হাতে নেয়।

স্থানীয় মন্ডলী এবং এ.সি.টি.-র মধ্যে মৌখিক সমঝোতা স্মারক তৈরী হয় যার ভেতরে আর্থিক এবং কারিগরী দিক্গুলি নিয়ে আলোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্থানীয় মন্ডলী থেকে আসা মানুষগুলির মধ্যে যারা ছিলেন হবু 'এ্যানিমেটর' এ.সি.টি. তাদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালাগুলির মধ্যে ছিল বেশ কিছু উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ্যানিমেটরদের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যেখানে এই এ্যানিমেটররা তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে। এ.সি.টি. প্রতি বছর চারটি মিটিং-এর বন্দোবস্ত করে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় মন্ডলীগুলি থেকে আসা পালক/পুরোহিতগণ তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতার বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারেন এবং তারপর সেগুলির ব্যাপারে প্রার্থনার আয়োজন করে।

স্থানীয় মন্ডলী কমিউনিটির মানুষদেরকে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগ সম্পর্কে শিক্ষাদান করে আসছিলো। এর ফলে মানুষের আচরণ এবং ব্যবহার বদলে গিয়েছে। একটা প্রি-স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল যার শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রছাত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলে যেতে পেরেছিল। স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং যার প্রেক্ষিতে একটি হিন্দিভাষী মন্ডলী স্থাপন করা হয়েছিল।

অংশীদারিত্ব সম্পর্কে কিছু ভাবনা

দু'জন মানুষ বা দলের মধ্যকার সম্পর্কটাই হচ্ছে অংশীদারিত্ব যা সাধারণ উদ্দেশ্যগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই দলগুলির অংশীদারিত্বে আসার কারণ হচ্ছে যে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করলে অনেক বেশী অর্জন করতে পারবে এবং আরও বেশী দক্ষতার সাথে তাদের উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারবে।

সত্যিকারের অংশীদারিত্বের ভেতরে নিজের সুবিধার জন্য অপরকে ব্যবহার করার বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে না। উভয় অংশীদারেরই এই সম্পর্কের জন্য কিছু না কিছু দেবার মত থাকে এবং সেখান থেকে কিছু কিছু জিনিষ অর্জন করে। অনেক সময় অংশীদারিত্বের সাথে সম্পৃক্ত থাকে দক্ষতা, জ্ঞান, যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ, প্রার্থনা করা কিংবা সেচ্ছাসেবা প্রদান করার মতো সম্পদের সহভাগিতা প্রদান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যেখানে অর্থ বিনিময়ের বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে সেখানে দাতা অনেক সময় গ্রহীতার চাইতে অনেক বেশী ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। সত্যিকারের অংশীদারিত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন উভয় অংশীদারের অংশগ্রহণ। যদি শুধুমাত্র একজন অংশীদারের সিদ্ধান্ত নেবার ভূমিকা থাকে, তাহলে অপর অংশীদার তখন শুধুমাত্র একজন ঠিকাদারে পরিণত হয়, যাকে কোন একটি বিশেষ কাজ করে দেবার জন্য ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সার্বিক কাজকর্ম পরিচালনায় তার কোন দায়দায়িত্ব নেই। এটা আসলে অংশীদারিত্ব নয়।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

অংশীদারগণ সব সময় সম্মিলিতভাবে একই কাজগুলো করে না। সবচেয়ে ভালো অংশীদারিত্ব ঘটবার কারণ হচ্ছে যে অংশীদারেরা যে যে কাজটি ভালোভাবে করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। তাদের ভূমিকা থাকে পরস্পরের প্রতি সম্পূরক। তারা শুধুমাত্র তাদের সামর্থ্যের ভেতরে পরে এমন কাজগুলিই সম্পাদন করতে পারে, কাজেই সব সময় একসাথে একই কাজ নাও করতে হতে পারে।

অংশীদারিত্বের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা বজায় রাখা। প্রতিটি অংশীদারের ইচ্ছা এবং কাজকর্ম অপর পক্ষের কাছে স্পষ্ট রাখা উচিত। কাজেই অংশীদারগণ একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ। এরপরও অংশীদারিত্বের জন্য প্রয়োজন বিশ্বস্ততা বজায় রাখা, যে কাজ বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই দু'টি পক্ষ অংশীদারিত্বে আবদ্ধ হয়েছে তার মঙ্গলের জন্য, যাতে করে একজন অংশীদার অপর অংশীদারকে তাদের সামর্থ্যকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আস্থা রাখতে পারে। পরস্পরের সাথে কাজ করতে গিয়ে অংশীদারদের যেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি অংশীদারিত্বের বিষয়টি সাধারণতঃ সহভাগিতার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অংশীদারগণ যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চান, ঠিক সেটির মতোই পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় অংশীদারিত্বের বিষয়টি উদ্দেশ্য পরিপূরণের আগেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

এ্যালান ফাওলার (Alan Fowler) বহু বছর ধরে এন.জি.ও.-দের পক্ষে গবেষণা চালিয়ে গেছেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছেন, সফল অংশীদারিত্বের উন্নয়নের জন্য যে বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা উচিত। যদিও তার উপদেশের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় এন.জি.ও.গুলির মধ্যকার অংশীদারিত্ব, তা সত্ত্বেও দক্ষিণাঞ্চলীয় এন.জি.ও.-গুলি এবং স্থানীয় চার্চের মধ্যকার অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও এগুলি প্রয়োগ করা যায় ঃ

- কেন অংশীদারিত্ব বজায় রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে পরিস্কার হয়ে নিন। প্রত্যেক অংশীদারের কাছে এই বিষয়টি পরিস্কার থাকা উচিত যে কেন তারা অংশীদারিত্বে আসতে চায় এবং তারা কে কি করতে পারে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে না সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তবতা নির্ভর হওয়া উচিত।
- পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতিমালা প্রয়োগ করুন - যদি একজন অংশীদার কোন না কোনভাবে অন্য অংশীদারের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থে তারা অংশীদারিত্বে নেই।
- প্রকল্পের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার চাইতে সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার বিষয়টি গ্রহণ করুন - একটি প্রকল্প হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের বাহন মাত্র, কিন্তু এটি অংশীদারিত্বের ভিত্তি নয়।
- সহভাগিতামূলক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে নিন - ক্ষমতা ভারসাম্যহীনতার বিপক্ষে কাজ করুন যা প্রায়শঃই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, বিশেষ করে যারা অর্থ হস্তান্তরের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। সহভাগিতামূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরী করতে পারে এমন যৌথ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করুন।
- আপনার নিজেকে পুনর্গঠনে বিনিয়োগ করুন - অংশীদারিত্বের বিষয়টি যাতে ভালোভাবে কাজ করে সেজন্যে পারস্পরিক সম্পর্কের শুরুতেই একজন অংশীদারকে অপর অংশীদারের উন্নয়ন সাধনের কাজে বিনিয়োগ করার দরকার হতে পারে। তা না হলে সেখানে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। কারণ এখানে একজন অংশীদার অপর অংশীদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

প্রতিফলন

- আমরা ইতোমধ্যে কোন কোন অংশীদারিত্বের ভেতরে রয়েছি, যেমন, অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সাথে, সরকারী বিভাগগুলির সাথে, ইত্যাদি।
- এই অংশীদারিত্বগুলি থেকে আমরা কি শিখেছি যা স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে অংশীদারিত্বে আসার ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে উঠতে পারে?
- আমরা যদি ইতোমধ্যেই স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে অংশীদারিত্বে এসে থাকি, তাহলে এটাকে কি আমরা সত্যিকারের অংশীদারিত্ব হিসেবে বিবেচনা করি? এই সব অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বর্তমানের কোন্ বিষয়টি ভালোভাবে কাজ করে?

অংশীদারিত্ব স্থাপন করা

স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে বিভিন্ন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এবং গভীরতা বিশিষ্ট অংশীদারিত্ব ঃ

- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সাথে স্থানীয় মন্ডলীগুলির কোন্ ধরণের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে?
- স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে তাদের কিছুটা যোগাযোগ থাকতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ তা শুধুমাত্র মন্ডলীর সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য।
- তারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রার্থনার অনুরোধ জানানোর মাধ্যমে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।
- কমিউনিটির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে আলোচনা করতে পারে।
- তারা তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য স্বেচ্ছাসেবীর ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।
- যেহেতু স্থানীয় মন্ডলীগুলি কমিউনিটিতে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ করে তাই তারা স্থানীয় মন্ডলীকে সহায়তা করতে পারে।

বক্তব্য

- উপরে বর্ণনা দেওয়া কোন ধরণের পারস্পরিক সম্পর্ককে অংশীদারিত্ব হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে?

সর্বশেষে বর্ণিত সম্পর্কটি ছাড়া অন্য সব ধরণের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি সুনিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় এবং তারাই বিষয়বস্তুগুলি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। শেষের সম্পর্কটিই হচ্ছে একটা অংশীদারিত্ব যেখানে যৌথ মালিকানা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে নেওয়া থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটিকে স্থানীয় মন্ডলীগুলির কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে নেওয়া পর্যন্ত বড় ধরণের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে।

অংশীদারিত্বের বিষয়টি গড়ে উঠতে এবং অর্থবহ হয়ে উঠতে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। তাদেরকে বর্ধিত মাত্রায় মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবার দরকার হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে, শুরুতে একটি স্থানীয় মন্ডলীকে প্রার্থনা করার জন্য সম্পৃক্ত করে নেওয়া হয় এবং খুব সম্ভবতঃ অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের কাজ হিসেবে থেকে যায়। ক্রমান্বয়ে স্থানীয় মন্ডলীটি হয়তো সংগঠনের কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক যোগান দেওয়ার মাধ্যমে সংগঠনটির প্রতি আরো বেশী অঙ্গীকার প্রকাশ করতে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্ক যতো বেশী গভীর হতে থাকে, মন্ডলী ততো বেশী করে সেই কাজগুলির মালিকানা নিতে চাইতে পারে, যে কাজগুলি কমিউনিটির ভেতরে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি পরিচালনা করে আসছিল এবং এজন্য তারা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির সমর্থন চাইতে পারে।

অংশীদারিত্বের বিষয়টি সময়ে সময়ে জটিল হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। ৫৬ নং পৃষ্ঠার বক্সে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে অংশীদারিত্বে আসার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু বাড়তি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

© TEARFUND 2007

স্থানীয় চার্চের সাথে অংশীদারিত্বের উপর কিছু বাড়তি পরামর্শ

- শুধুমাত্র পৃথিবীর বাইরের বিষয়গুলিকে বদলে দেবার জন্য একত্রে কাজ করাটা অংশীদারিত্ব নয়। এটা সেই মানুষগুলিকেও বদলে দেয় যারা অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে। এর জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে কমিউনিটির সাথে কাজ করার পরিণতি সম্পর্কেও স্থানীয় মন্ডলীর ধারণা রয়েছে - আর সেটা হলো এই যে এটি শুধুমাত্র কমিউনিটির নয়, এটা মন্ডলীর নিজস্ব চিন্তাধারা এবং আচার-ব্যবহারেরও রূপান্তর ঘটাবে।
- এই প্রক্রিয়াটি যে অনেক দীর্ঘ সময় নেবে সে ব্যাপারে প্রস্তুত থাকুন। স্থানীয় মন্ডলীগুলি কমিউনিটির সাথে কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবার আগে বেশ কয়েক মাস পার হয়ে যেতে পারে এবং তারপর কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করার আগে অনেক সময় পার হয়ে যায়।
- প্রতিটি স্থানীয় মন্ডলীর কৃষ্টি, গঠন এবং দর্শন এবং কাজ করবার পদ্ধতি বুঝবার চেষ্টা করুন।
- যদি এটা দলাদলি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে একটি স্থানীয় মন্ডলীর ভেতরে শুধুমাত্র একটি দলের সাথে কাজ করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলুন। যেখানে সম্ভব সেখানেই সার্বিকভাবে মন্ডলীর সাথে কাজ করার চেষ্টা করুন।
- দুর্বল নেতৃত্ব এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। সমন্বিত উদ্দেশ্যের কর্মকান্ডগুলি সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চার্চগুলির নেতৃত্বকে একটি প্রধান প্রভাবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪.৩)।
- এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিন যে ত্রাণ বিতরণ করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার চাইতে স্থানীয় মন্ডলীগুলির আরও অনেক কাজ রয়েছে।
- নিশ্চিত করুন যে মনোযোগ কেন্দ্রভূত রাখা হয়েছে স্থানীয় মন্ডলীর উপর, খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির উপর নয়। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত তাদের নিজেদের নিজস্ব কাজকর্ম বা চিন্তাধারাকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি কমিউনিটিকে যতোটা চেনে, স্থানীয় মন্ডলী কমিউনিটিকে তার চাইতে অনেক ভালভাবে চেনে।
- যেখানে প্রয়োজন সেখানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। মন্ডলী এবং কমিউনিটির উচিত তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে কমিউনিটির প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টিকে উৎসাহিত করা, তা সত্ত্বেও এমন কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে যেখানে কমিউনিটির যোগাড় করে দেওয়া অর্থের চাইতে বেশী অর্থের দরকার হতে পারে।

ব্যবহারিক ধারণা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি কিভাবে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে অংশীদারিত্বে আসতে পারে এখানে সে সম্পর্কে আমরা কিছু ব্যবহারিক ধারণা দিচ্ছি ঃ

- শুরু করবার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি সেই এলাকার স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে যেগুলি ইতোমধ্যেই সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা। এটা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে কিভাবে মন্ডলীগুলি সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজগুলি বাস্তবায়ন করছে তা পর্যবেক্ষণ করতে, এই মন্ডলীগুলিকে কোন্ ধরণের সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করতে এবং অংশীদারিত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে। পরবর্তীতে, যখন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি কাজ করার এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে তখন সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজগুলি করার জন্য অন্যান্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে চাইতে পারে।
- অংশীদারিত্বের বিষয়টি হওয়া উচিত একই ধরণের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে। ধর্মযাজকের সাথে এবং সম্ভবতঃ স্থানীয় মন্ডলীর আরও কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে প্রাথমিক আলোচনায় এটা প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া উচিত যে সেখানে সহভাগিতার মূল্যবোধ এবং উভয় পক্ষের জন্য সাধারণ এমন উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা।
- প্রত্যেক অংশীদারের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের উপকারিতাগুলির দিকে লক্ষ্য করুন। সর্বক্ষেত্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রাথমিক মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা উচিত।
- প্রত্যেক অংশীদারের সবলতা এবং দুর্বলতাগুলি সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করুন। একজন অংশীদারের কোন দুর্বলতা থাকলে তা অংশীদারিত্বের ফলে যা কিছুই অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে সেটিকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। অনুসন্ধান করে দেখুন যে কিভাবে এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করা যায়।
- একজন অংশীদার অপরপক্ষকে কি দিতে পারে এবং একজন অংশীদার তার অপরপক্ষের কাছে কি প্রত্যাশা করে তা আলোচনা করুন। তারপর সেগুলিকে একটি অংশীদারিত্বের চুক্তিপত্রে লিখে ফেললে তা উপকারে আসবে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

- অংশীদারিত্বের বিষয়টি শুরুতে কোন একটি সুনির্দিষ্ট করণীয় বিষয়ের ভিত্তিতে একটি সহজ সম্পর্ক হতে পারে, কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় অংশীদারিত্বের বিষয়টির উন্নয়ন সাধিত হওয়া উচিত। অংশীদারিত্বের বিষয়টি যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্কের, তাই শুরু থেকেই প্রাথমিকভাবে খুবই সাধারণ একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করলেও উভয় অংশীদারেরই দীর্ঘমেয়াদী পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকা উচিত।
- নতুন ভূমিকা এবং অংশীদারিত্বের উপর আস্থা সৃষ্টির জন্য একটি অগ্রণী প্রকল্প দিয়ে কাজ শুরু করুন।
- প্রায়শই যোগাযোগ বজায় রাখুন। একে অপরের প্রতি উন্মুক্ত থাকুন এবং একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

কেস স্টাডি ভারতের মুম্বাইয়ে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন

ভারতের মুম্বাইয়ের খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন ইন্টারমিশন কেয়ারস্-এর রয়েছে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করবার শক্তিশালী অঙ্গীকার। এই সংগঠনটি স্থানীয় মন্ডলীর সমর্থন ছাড়া কোন অবস্থাতেই কোন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করবে না। এটি এলাকাটির মানচিত্র তৈরী করবে, মন্ডলীগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং ধর্মযাজকদের সাথে দেখা করবে।

যখন তারা একজন ধর্মযাজককে খুঁজে পায় যিনি ইন্টারমিশন কেয়ারস্-এর সাথে অংশীদারিত্বে আসতে উৎসাহী, তখন তারা সেই ধর্মযাজককে বলে দেন যে তিনি যেন তাদের মন্ডলীর সাথে কাজ করবার জন্য আসতে অনুরোধ জানিয়ে ইন্টারমিশন কেয়ারস্কে একটা চিঠি লেখেন। এই চিঠি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, মন্ডলী কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ইন্টারমিশন কেয়ারস্-এর সাথে কাজ করবার ব্যাপারে একমত হয়েছে এজন্য যে এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিকতা দেওয়া হয়েছে, এই কাজের মালিকানা মন্ডলীর রয়েছে এবং ইন্টারমিশন কেয়ারস্ জবাবদিহিতার যোগ্য।

স্থানীয় মন্ডলীর কাছ থেকে ইন্টারমিশন কেয়ারস্ যে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা চায় তা হচ্ছে এই যে স্থানীয় মন্ডলী একটি ভবনের ব্যবস্থা করে দেবে, মন্ডলীর এই কাজের জন্য প্রার্থনা করবে। সে যাই হোক, মন্ডলীর সংশ্লিষ্টতা কিন্তু এর চাইতেও অনেক বেশী।

ইন্টারমিশন কেয়ারস্ যখন স্থানীয় মন্ডলীর সাথে সম্মিলিতভাবে কমিউনিটির ভেতরে কাজ আরম্ভ করে, তখন তারা সব সময় লক্ষ্য রাখে যাতে করে যে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তারা কাজ করছে, কাজটিকে তাদের কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে কমিউনিটির ভেতরে ইন্টারমিশন কেয়ারস্-এর চাইতে স্থানীয় মন্ডলীর অবস্থান অনেক বেশী উচ্চতর। ইন্টারমিশন কেয়ারস্-এর কমিউনিটি কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে একটি কমিউনিটির মানুষেরা এই সংগঠনটির নামই শোনে নি। তারা এই প্রকল্পে শুধুমাত্র স্থানীয় মন্ডলীর সম্পৃক্ততার কথাটিই জানে।

বক্তব্য

- আমাদের কি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা উচিত?
- যদি তাই হয় তাহলে আমাদের এলাকার কোন স্থানীয় মন্ডলীটি ভালো অংশীদার হতে পারে?
- তাদের কাছে এগিয়ে যাবার আগে কোন্ বিষয়টি আমাদের বিবেচনা করা উচিত?

৪.৩ ভালো নেতৃত্ব
Good leadership

কমিউনিটির কাছে পৌছাবার ক্ষেত্রে মন্ডলীর সক্ষমতার সাফল্যের মূলে থাকে ভালো নেতৃত্ব।

- যেহেতু মন্ডলীর নেতা কিংবা ধর্মযাজকের স্থানীয় মন্ডলীর ভেতরে কর্তৃত্ব রয়েছে, সমন্বিত উদ্দেশ্যর পক্ষে তাদের সমর্থন মন্ডলী সদস্যদের মধ্যে সমন্বিত উদ্দেশ্যের অনুশীলনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। সমন্বিত উদ্দেশ্যর প্রতি পালক/পুরোহিতদের সমর্থন দেওয়া দরকার, এমনকি তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে এটি বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ডলীর সদস্যদেরকে কার্যকরী করে তোলার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না থাকেন তাহলেও।
- ধর্মযাজক যদি সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজকর্মগুলি পরিচালনার নেতৃত্ব প্রদানের ভার স্থানীয় মন্ডলীর কোন সদস্য কিংবা একদল সদস্যের কাছে প্রদান করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা কিংবা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে। ভালো নেতৃত্ব ছাড়া মন্ডলীর সদস্যদেরকে সমন্বিত উদ্দেশ্য পরিচালনা করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা কিংবা গতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ ব্যর্থ হবে, এমনকি তারা যদি প্রাথমিকভাবে সাফল্য অর্জন করে তা সত্ত্বেও।

স্থানীয় মন্ডলীর পরিচালিত উদ্যোগগুলির জন্য সাধারণতঃ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের নেতৃত্ব দরকার হয়, যা অন্যান্য অনেক ধরণের দায়-দায়িত্বের পাশাপাশি পালক/পুরোহিতদের পক্ষে করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে যাই হোক, যখন মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা কাজটির নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে তখন পালক/পুরোহিতকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবিহিত করে রাখা উচিত। যেখানে সম্ভব সেখানেই কাজ কর্মের সাথে পালক/পুরোহিতকে সম্পৃক্ত করে নেওয়া উচিত। এমনকি তা যদি খুব সামান্য ভূমিকারও হয় তাহলেও অন্যদের কাছে মডেল হিসেবে তাকে সম্পৃক্ত করে নেওয়া উচিত। মন্ডলীতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের ঘোষণা দেবার ক্ষেত্রে পালক/পুরোহিতগণ মূল ভূমিকা পালন করেন এবং যদি মন্ডলীকে দেখাতে হয় যে তারা সমন্বিত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জোরালো ভূমিকায় রয়েছে তাহলে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও ধর্মযাজকের কোন না কোন ভূমিকা থাকা উচিত। এমন সময়ও আসতে পারে যখন স্থানীয় মন্ডলীর এবং কমিউনিটির পক্ষ থেকে ধর্মযাজকদের তাদের অবস্থানকে কৌশলগত পদ্ধতিতে সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে দেখানোর দরকার হয়। উদাহরণ হিসেবে, সরকারী নীতিতে পরিবর্তন সাধনের জন্য কোন একটি স্থানীয় মন্ডলী এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর একজন স্বীকৃত, আইনসম্মত নৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে পালক/পুরোহিতগণ তাদের নেটওয়ার্ক এবং প্রভাবকে ব্যবহার করতে পারে।

যেখানে স্থানীয় মন্ডলীগুলি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলির একটি অংশ হিসেবে থাকে, সেখানে ভালো নেতৃত্বের বিষয়টিকে মডেল হিসেবে তুলে ধরার এবং যেহেতু তারা সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তাই স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি সমর্থন যোগানোর জন্য সম্প্রদায়ের শাখাগুলির নেতারা স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের জন্য যাজকীয় যত্ন প্রদান করার ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভালো নেতৃত্ব কি?

ভালো নেতৃত্বের বিষয়টিতে দক্ষতার চাইতে চরিত্রের বিষয়টিই বেশী করে ফুটে ওঠে। কিছু কিছু দক্ষতা আছে যেগুলি থাকাটা একজন নেতার পক্ষে উপকারী- যেমন, দায়িত্ব হস্তান্তরের ক্ষমতা, সহযোগিতা প্রদানের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা। কিন্তু শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যগুলি এককভাবে কোন মানুষকে ভালো নেতায় পরিণত করে না। উদাহরণ হিসেবে, কারও হয়তো দায়িত্ব হস্তান্তর করার মতো দক্ষতা থাকতে পারে, তাদের চরিত্রে প্রয়োজনীয় সেই মর্যাদার ধার নাও থাকতে পারে যা মানুষজনকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেওয়ার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যবস্থাপনার সাথে নেতৃত্বের বিষয়টিকে গুলিয়ে না ফেলাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ পার্থক্যটি হচ্ছে নেতাদের রয়েছে দূরদৃষ্টি আর ব্যবস্থাপকেরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য কাজগুলির ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সব ভালো নেতা ভালো ব্যবস্থাপক নন এবং সকল ভালো ব্যবস্থাপক ভালো নেতা নয়।

বাইবেলের ১তীমথিয় ১ ও ৩ অধ্যায়ে একজন ভালো খ্রীষ্টীয়ান নেতার প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির রূপরেখা উল্লেখ করা

ভালো উদাহরণ (২-৮, ১১ পদ) - নেতাদের প্রভাব থাকে। কাজেই তারা যাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা নির্দেশনা পাবার জন্য তাদের দিকে তাকাবে। নেতাদের কর্মকান্ড এবং কথাবার্তার মাধ্যমে যতোটা সম্ভব নির্দেশনা তাদেরকে দেওয়া হবে। পৌল সেই সময়কার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভেতরে থেকে মন্ডলীর একজন ভালো নেতার কথা বলেছেন। বাইবেলের বাকী অংশ আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছাগুলি দেখিয়ে দেয়, যেগুলি শুধুমাত্র নেতাদের নয়, সকল খ্রীষ্টীয়ানের যে গুণগুলি রয়েছে। সে যাই হোক, পৌল তীমথিয়ের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে নেতাদের সম্পর্কে এই গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি স্বীকার করেন যে, নেতারা তাঁদের নেতৃত্ব দিয়ে মানুষজনকে উৎসাহিত করেন।

শেখাতে সক্ষম (২ পদ)-ভালো নেতাদের উচিত পরিষ্কারভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে মানুষকে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া।

বিনয় (৩ এবং ৬ পদ) - একজন ভালো নেতা যাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে সহ তাঁর চারপাশের সকল মানুষকেই সেবা প্রদান করেন। তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু যে বিষয়টি তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তা হল সেবা, ব্যক্তিগত কোন কিছু অর্জন করা নয়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস (৯ পদ) - ভালো নেতাদের উচিত সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখা।

বাইবেল পাঠ

দাসরূপী নেতৃত্ব

নেতাদের জন্য তাঁদের দায়দায়িত্বের অপব্যবহার করাটা একটা সাধারণ বিষয়। নেতৃত্বের শব্দগত চেহারাটা হচ্ছে এই যে নেতার সেবা করবে জনগণ, যাদেরকে তিনি নেতৃত্ব দেন। সে যাই হোক, ঈশ্বর-কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীতে নেতৃত্বের বিষয়টি এই ভাবনাকে একেবারে উল্টে দেয়।

■ মথিলিখিত সুসমাচারের ২০:২৫-২৮ পদ পড়ুন। যীশু জানতেন যে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি তাঁর শেষ কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান করে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে যাতে করে তাঁর মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে গেলে তাঁরা যীশুর শিষ্য হিসেবে তৈরী হতে পারেন।

- *যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের কিভাবে অন্যান্য নেতাদের থেকে ভিন্নতর হওয়া উচিত?*
- *তাদের উদ্বুদ্ধকরণটি কি হওয়া উচিত? (২৮ পদ)*
- *প্রত্যেক ধরণের নেতৃত্বের একটি করে সত্যিকারের স্থানীয় উদাহরণ চিন্তা করে বের করুন।*
- *কিভাবে আমরা আরও ভালো দাসরূপ নেতায় পরিণত হতে পারি?*
- *কিভাবে আমরা পরস্পরকে দাসরূপ নেতা হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারি?*

■ যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৩:১-১৭ পদ পাঠ করুন।

- *যীশুর নেতৃত্বের ধরণের মধ্যে কোন্ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য?*
- *আমরা যদি যীশুর শিষ্যদের একজন হতাম তাহলে কিভাবে তা অনুভব করতাম? শিষ্যদের সম্ভবতঃ হতভম্ভ হয়ে যাবার মতো দশা হয়েছিল কারণ অন্যের পা ধুয়ে দেওয়াটা খুব একটা আনন্দদায়ক কাজ নয়, এবং যীশু ছিলেন তাদের শিক্ষক এবং প্রভু (১৩ পদ)।*
- *যীশুর আদেশটি কি ছিল?*
- *অন্যের সেবা করার কাজটি কি সব সময় আনন্দদায়ক? এখানে উল্লেখ্য যে যীশু তাঁর সব ক'জন শিষ্যের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল যিহূদা, যে তাঁকে প্রায় পরিত্যাগ করে চলে যাবার পথে ছিল।*
- *এই উদাহরণের কোন্ পথে আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি?*

বক্তব্য

■ একজন ভালো নেতার ভেতরে আমরা কোন্ ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজি?

■ গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খোঁজার মধ্যে কি কোন বিপদ রয়েছে?

■ নেতৃত্বের বিষয়টি একটি উপহার যার উন্নয়ন সাধন করা যায়, নাকি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া আহ্বান?

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন ভাল নেতাদের একটি আদর্শ অনুকরণীয় চরিত্র। যে কোন নেতা যতটুকু আশা করতে পারে তাঁর ছিল আরও বেশী ক্ষমতা, বিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সেবা প্রদান করা এবং উৎসাহিত করে তোলা। যদিও তাঁর শিষ্যরা অনেক ভুলভ্রান্তি করে গেছেন এবং অনেক সময় তাঁকে হতাশ করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সমর্থন যুগিয়েছেন এবং চ্যালেঞ্জ করার কাজটি চালিয়েই গেছেন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের ঃ

- ঈশ্বরের বাক্য বা শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।
- সময় কাটত প্রার্থনা করে কারণ তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে চলতে চাইতেন।
- দায়িত্ব হস্তান্তর করে এবং নেতৃত্বের দায়দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে নেতৃত্বের বোঝা ভাগাভাগী করে নিতেন।

সবচেয়ে দক্ষ খ্রীষ্টীয়ান নেতারা মানুষের ভেতরে ঈশ্বরের দান এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করার কাজটি করতে সময় নেন এবং তাদেরকে এক একজন একক খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তাদের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করেন। একজন ভালো নেতা নিশ্চিত করেন যে প্রত্যেকটি মানুষকেই অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে - তা তারা নারী হোক আর পুরুষ হোক, নবীন হোক বা বৃদ্ধ হোক না কেন।

ধার্মিক নেতাগণ

- ধার্মিক নেতারা অন্যান্য মানুষদেরকে তাদের নিজেদের চাইতে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রভাবিত করেন (করিন্থীয় ১১:১)।
- ধার্মিক নেতারা তাদের নেতার উপহারের চাইতে মানুষজনকে তাদের নিজেদের উপহারগুলি ব্যবহার করার দিকে প্রভাবিত করেন (ইফিষীয় ৪:১১-১৩)।
- ধার্মিক নেতারা নির্ভরশীলতার চাইতে পরিপক্কতা অর্জনের দিকে মানুষকে বেশী প্রভাবিত করেন (ইফিষীয় ৪:১১-১৩)।
- ধার্মিক নেতারা জানেন যে তাদের নিজেদের সক্ষমতার চাইতে ঈশ্বর নিজে মানুষকে প্রভাবিত করেন (২করিন্থীয় ১২:৭-১০)।
- ধার্মিক নেতারা অপরের সেবা করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে প্রভাবিত করেন (মার্ক ১০:৪২-৪৫)।

** সিলা টুজু প্রণীত খ্রীষ্টীয়ান সেন্টার ফর ইকোনমিক এ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত *সারভেন্ট লিডারশীপ ফ্যাসিলিটেটর ম্যানুয়েল* থেকে গৃহীত।

নেতৃত্ব প্রদানের কাজটি সব সময় খুব সহজ নয় এবং এটা সবার মধ্যে রয়েছে এমন কোন উপহারও নয়। নেতৃত্ব প্রদানকারী মানুষগুলি ক্ষমতাধর অবস্থানে থাকেন যার অপব্যবহার করাটা খুবই সহজ। ক্ষমতার সাথে সাথে চলে আসে অহমিকা, বিজ্ঞতার সাথে চলে আসে দায়-দায়িত্বগুলি বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করার জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য। অতিমাত্রায় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে এবং অন্যদের হাতে কিছুটা দায়িত্ব হস্তান্তর না করার কারণে নেতারা বিপদের ভেতরে থাকেন, যার ফলে ক্লান্তিবোধ কিম্বা অসুস্থতা তাঁদেরকে কম কার্যকর করে তুলতে পারে।

ভালো নেতা মানে সোজাসাপ্টাভাবে এই বিষয়টি নয় যে কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই উপযুক্ত ব্যক্তি ঃ

- ভিন্ন ভিন্ন নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের ধরণ থাকে। উদাহরণ হিসেবে, কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নেবার সময় মানুষজনকে সম্পৃক্ত করতে পারেন, আবার অন্যেরা মানুষজনের সাথে আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নিজেরাই। কিছু কিছু নেতা যে মানুষদের নেতৃত্ব দেন তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দেন, আবার অন্যরা মানুষজনকে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। কিছু কিছু নেতা প্রচন্ড উচ্চকণ্ঠী হয়ে থাকেন, আবার কিছু কিছু নেতা একেবারে নিশ্চুপ থাকেন এবং কাজ করার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। নেতাদের তাদের নিজেদের ধরণকে মানিয়ে নিতে হতে পারে কিংবা নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অন্য কাউকে বেছে নিতে হতে পারে।

- একজন নেতা অনেক কিছুর সাথেই অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে পারেন যা তাদেরকে নতুন নেতৃত্বের পদগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণ হিসাবে, তারা অন্য কোথাও ইতোমধ্যেই নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারেন এবং নতুন নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো সময় বা শক্তির অভাব থাকতে পারে। কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পারিবারিক বিষয়গুলির মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলি চলে আসতে পারে যেটাকে তাদের অগ্রাধিকার দেবার দরকার হতে পারে।

নেতৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এই সব বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যেতে হলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে তা উপকারে আসবে যে, নেতৃত্ব প্রদানকারী মানুষটিকে সাহায্য করার মতো একদল মানুষ রয়েছে। এই বিষয়টির যে সুবিধাগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ

বিষয়টিকে দলের ভেতরে আলোচনা করার মাধ্যমে **আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা** এমনকি সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব যদি নেতার হয় তা সত্ত্বেও।

কাজকর্মের আরও ভালো ব্যবস্থাপনা - নেতার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নাও থাকতে পারে, কিন্তু দলের সদস্যরা সেই দক্ষতার যোগান দিতে পারে। কাজ চালানোর জন্য দলের সদস্যরা অন্যান্য সহায়ক জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে আসতে পারে।

নেতার জন্য সমর্থন প্রদান - নেতৃত্ব প্রদানের কাজটি যেহেতু সহজ নয়, তাই দলের সদস্যরা সেক্ষেত্রে নেতার প্রতি আবেগীয়, আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক সমর্থন যোগাতে পারে। দলের সদস্যদের উপস্থিতি নেতাকে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের সুযোগ এনে দেয়।

সমন্বিত উদ্দেশ্যর জন্য নেতৃত্বের উন্নয়ন

যে সব খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করতে আগ্রহী তাদের ভালো নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত এবং মন্ডলীকে নেতৃত্ব উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ থাকা উচিত। নানা ধরণের নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বা সুযোগ থাকতে যেগুলি সঙ্গত হতে পারে ঃ

ধর্মযাজকরা যখন বাইবেল কলেজে থাকেন তখন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে করে তাঁরা মন্ডলীকে গতিশীল করা এবং মন্ডলীর হাতে নেওয়া ব্যবহারিক কর্মকান্ডগুলিকে সমর্থন দেবার কাজে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে সমন্বিত উদ্দেশ্য বুঝতে পারা, শেখাতে পারা এবং বাস্তবায়ন করতে পারার জন্য ধর্মযাজকদের শিক্ষাদান এবং ক্ষমতায়ন করা। সমন্বিত উদ্দেশ্যের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সাথে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং সহায়তা প্রদানের দক্ষতা এবং কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিও থাকতে পারে। নেতৃত্বের বিকাশ হচ্ছে অন্য আর একটি এলাকা যাতে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। পালক/পুরোহিতকে প্রয়োজন তাদের ধর্মসভায় সম্ভাব্য নেতা চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।

স্থানীয় মন্ডলীগুলিতে কর্মরত পালক/পুরোহিতদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া - সব প্রথম পালক বা পুরোহিতকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা দরকার যাতে করে তারা সুসমাচারের ঘটনাগুলি প্রদর্শনের সময় মন্ডলীর প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারেন্।

- অনেক সময় সমন্বিত উদ্দেশ্যর জন্য মন্ডলীর সদস্যদের এক ধরণের দূরদৃষ্টি থাকে, কিন্তু তারা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সংগ্রাম করে কারণ পালক/পুরোহিত সমন্বিত উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বোঝেন না।
- যেখানে মন্ডলীর সদস্যরা কিংবা পালক বা পুরোহিত কেউই সমন্বিত উদ্দেশ্যর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন নন, সেখানে ব্যবহারিক এবং কৌশলগত কারণগুলির প্রেক্ষিত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য সবচেয়ে ভালো উপযুক্ত মানুষগুলি হচ্ছে পালক বা পুরোহিতগণ। পালক বা পুরোহিতদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো সবচেয়ে সহজ কাজ হতে পারে, যেহেতু তাঁরা অনেক সময় স্থানীয় এলাকা, জেলা, অঞ্চল কিংবা দেশের অন্যান্য সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়মিতভাবে পরস্পরের সাথে মিলিত হন। পালক বা পুরোহিতেরা যেহেতু প্রায়শঃই তাঁদের মন্ডলীতে ফিরে আসেন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন, কাজেই পালক বা পুরোহিতদের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার একটি মিটিং কিংবা কর্মশালার সুদূর প্রসারী প্রভাব থাকতে পারে। কৌশলগত দিক্ থেকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষগুলি হচ্ছেন পালক বা পুরোহিতগণ, কারণ তারা স্থানীয় মন্ডলীর ভেতরে কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করেন এবং অন্যদের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উপর মূল প্রভাব বিস্তার করেন। একবার সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাতে পারলে তাঁরা মন্ডলীর সদস্যদের বিশ্বাস জন্মাতে পারবেন এটাই ধরে নেওয়া যায় এবং আরও ধরে নেওয়া যায় যে কর্মোদ্যোগগুলি ঘট্তে শুরু করবে।

- স্থানীয় মন্ডলীগুলি যদি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখার অংশ হয়, তাহলে যেহেতু খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখার নেতারা সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে মূল্যবান সহায়তা যোগাতে পারে তাই ঐ শাখাগুলির নেতৃবৃন্দকেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুললে তা উপকারে আসতে পারে।

পালক/পুরোহিতদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা হয়ে গেলে তাঁরা যে সব কাজের মাধ্যমে মন্ডলীর সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে পারেন সেগুলি হচ্ছে ঃ

- বক্তৃতা, মিটিং এবং উদাহরণ ব্যবহার করে স্বয়ং মন্ডলীর সদস্যরাই তাদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে পারে।
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন থেকে একজন সহায়তাকারী নিয়ে এসে।
- সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নেতাদেরকে সমন্বিত উদ্দেশ্যের উপর প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে দিয়ে, যারা প্রশিক্ষণের পর ফিরে এসে মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলবে এবং প্রশিক্ষণ দেবে।

যারা গৃহীত উদ্যোগগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া। কর্মোদ্যোগগুলির নেতৃত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা পালক/পুরোহিত হন আর মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যই হোক, তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সমর্থনের প্রয়োজন পড়বে। প্রশিক্ষণের ভেতরে থাকতে পারে নেতৃত্ব সম্পর্কিত দক্ষতা - যেমন দলকে কার্যকরভাবে কাজ করানো, অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দায়িত্ব হস্তান্তর করা। যে কর্মোদ্যোগগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন অর্থ সংগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, এবং পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন। প্রশিক্ষণ প্রদান করার সময় খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত অতিরিক্ত কারিগরী বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাওয়া কারণ, মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকতে পারেন যাদের খুব অল্পেরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকতে পারে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত বাইবেলের অবকাঠামোর ভিত্তিতে এবং সেখানে এমন ধরণের প্রশিক্ষণের উপকরণ ব্যবহার করা উচিত যা প্রশিক্ষণগ্রহণকারীদের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণ হিসাবে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা যদি স্বাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তাহলে লিখিত উপকরণগুলি এক্ষেত্রে উপযুক্ত নাও হতে পারে। প্রশিক্ষণ উপরকরণগুলি স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে তৈরী করা উচিত। প্রশিক্ষণে ব্যক্তিগত বক্তব্যগুলি তুলে ধরার সুযোগ রাখা উচিত এবং দেখে এবং হাতে কলমে কাজ করে শেখার সুযোগ থাকা উচিত। এর সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে এমন অন্যান্য মন্ডলীগুলিতে পরিদর্শনে যাওয়া। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত চলমান কার্যক্রমগুলি তত্ত্বাবধান করার জন্য মন্ডলীতে নেতাদের এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ধর্মযাজকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কেস স্টাডি

ইউনিয়ন বিবলিক্যাল সেমিনারী ইন্টার্ণ প্রোগ্রাম, ভারত

ভারতের অনেক বাইবেল কলেজ আছে যেখানে শুধুমাত্র বাইবেল শিক্ষাদানের জন্য পালক/পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই পালক/পুরোহিতদের চার্চের সদস্যদের জন্য যাজকসুলভ পরিচর্যার বিষয়গুলি এবং কমিউনিটিতে সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। ধর্মশাস্ত্রের অধিকাংশ ছাত্র দরিদ্র পরিবারগুলি থেকে আসে না এবং তাই দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের কোন সরাসরি সংস্পর্শ থাকে না।

দ্যা ইউনিয়ন বিবলিক্যাল সেমিনারীর সমন্বিত উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝতে সক্ষম করে তুলতে চেয়েছিল। এটা করতে গিয়ে এই সংগঠনটি তার ছাত্রদেরকে একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সাথে সাত মাসব্যাপী কম অভিজ্ঞতার এক কর্মসূচী শুরু করেছিল। এই কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিলো ছাত্রদের দক্ষতা, দূরদৃষ্টিতা এবং বুঝতে পারার ক্ষমতার উন্নয়ন সাধন। এই ছাত্ররা একসময় নিজেদেরকে এমন সব কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাবে যেখানে তারা যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছে, রাস্তায় বসবাস করে এমন শিশুদের নিয়ে কাজ করছে, কিংবা বস্তিবাসীদের নিয়ে কাজ করছে। এই সব ছাত্ররা যে সব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কাজ করে সেগুলির মধ্যে থাকতে পারে পথশিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা, এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্-এ আক্রান্ত মানুষদের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং বস্তির চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির মৌলিক প্রশাসনিক কাজগুলি করা।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

লক্ষ্যসমূহ

ধর্মশাস্ত্রের ছাত্রদের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সুযোগ তৈরী করে দেওয়া যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ খ্রীষ্টীয় কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্দেশ্যকে আত্মীকরণ করার কাজে উৎসাহিত করে তোলা যায়।

এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি

১. সেমিনারী কর্মীদের দ্বারা দ্বিতীয় বর্ষের নয় থেকে পনের জনের মধ্যে ছাত্র বাছাই করা। বাছাইকৃত ছাত্রের সংখ্যাটি নির্ভর করে যে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি এই কর্ম-অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাদের উৎসাহ এবং সক্ষমতার উপর।

২. এরপর ছাত্রদেরকে কোন একটি সংগঠনে কাজ করবার জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া হয় যেখানে তারা পরবর্তী সাত মাস বসবাস করবে এবং কাজ করে যাবে।

৩. প্রতি মাসে অর্ধ-দিবস এই ছাত্ররা তাদের তত্ত্বাবধায়ককে সাথে নিয়ে সকলে একত্রে মিলিত হয় এবং তারা কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা কেমন চেহারা নিচ্ছে কিংবা তাদের ধর্মশাস্ত্রগত শিক্ষা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এই বিষয়গুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। সমন্বিত উদ্দেশ্যের জন্যে বাইবেল থেকে শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিতে তথ্য পাবার জন্যও এই সেশনগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

৪. কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের শেষে ছাত্ররা তাদের সেমিনারীতে ফিরে আসে এবং সেখানে তাদের অর্জিত শিক্ষাকে ভক্তি সহকারে উপস্থাপনার মাধ্যমে অন্য ছাত্রদের সাথে ভাগাভাগী করে নেয়।

ফলাফল

এই কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত ছাত্ররা তাদের প্রতিবেদনে তাদের আচরণগত এবং চিন্তাভাবনাগত পরিবর্তন ঘটার বিষয়টির কথা জানিয়েছেন। গ্রাজুয়েশন পাবার পর এই ছাত্রদের অনেকেই তাদের নিজ নিজ মন্ডলীকে সমন্বিত উদ্দেশ্যর সাথে সম্পৃক্ত করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। একজন ছাত্র তার কর্ম-অভিজ্ঞতার জন্য সম্পৃক্ত থাকা সংগঠনে বিশেষভাবে সৃষ্ট পদে কাজ করার জন্য চলে গিয়েছিলেন যে পদের দায়িত্ব ছিলো সমন্বিত উদ্দেশ্যর কাজকর্ম হাতে নেওয়ার জন্য মুম্বাইয়ের মন্ডলীগুলিকে উৎসাহিত করে তোলা। অন্য একজন ছাত্র মুম্বাইয়ের মন্ডলীগুলির নেটওয়ার্কের এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ প্রতিরোধ কর্মসূচীর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের পর তাদের শিক্ষক এবং অন্যান্য ছাত্রদের উপর এই ছাত্রগুলির প্রভাবও ছিলো খুবই ইতিবাচক।

কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিও এই কর্মসূচী থেকে উপকৃত হয়েছে। সাত মাসের জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাওয়ায় তারা তাদের কর্মকান্ডের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং ছাত্রদের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে এই সংগঠনগুলি উপকৃত হয়েছিল।

অর্জিত শিক্ষা

কর্ম-অভিজ্ঞতার বিষয়টি যত্নের সাথে এবং প্রত্যেক ছাত্রের সাথে মানানসই করে বাছাই করা উচিত। অনেক সময় ছাত্রদেরকে যে সংগঠনটিতে কাজের জন্য পাঠান হয় সেই কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এই ছাত্রদের থাকে না। ছাত্র এবং কাজ-প্রদানকারী সংগঠন উভয়ের সুবিধার জন্য সংশিষ্ট ছাত্রদের এবং কাজ-প্রদানকারী সংগঠনটির সাথে কাজের জন্য পাঠানোর আগেই পুরো বিষয়টি আলোচনা করে নেওয়া উচিত। কাজে নিয়োগ করার আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং কাজ-প্রদানকারী সংগঠনটির উচিত ছাত্রদেরকে যে কাজে নিয়োগ করা হবে সেই কাজের ধরণ সম্পর্কে পরিচিত করিয়ে দেওয়া।

তত্ত্বাবধানকারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে যারা তাদের তত্ত্বাবধান পাঠদানের সময় খুব বেশী শিক্ষকতা করে থাকেন। ছাত্রদের প্রয়োজন ব্যক্তিগত ধারণা বাড়িয়ে তোলা এবং কলেজে ফিরে আসার পর যে সব প্রধান প্রধান সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা।

কর্ম-অভিজ্ঞতার কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাতে এই কর্মসূচী থেকে ছাত্ররা এবং তাদের কাজ-প্রদানকারী সংস্থা উভয়েই প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, কাজে নিয়োগ দেওয়ার শুরুতে কাজ প্রদানকারী সংগঠনটির উচিত ছাত্রদের সাথে কর্মকান্ডগুলির একগুচ্ছ লক্ষ্য এবং সময়সূচী ঠিক করে নেওয়া। কাজের অগ্রগতি এবং শিক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য জানার জন্য নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয় পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে তত্ত্বাবধানের কাজটি চালিয়ে যাওয়া উচিত। কাজ-প্রদানকারী সংগঠনটির উচিত সংশ্লিষ্ট ছাত্রটিকে প্রায়োগিক গবেষণার একটি ছোট কাজ বাস্তবায়ন করতে দেওয়া যা ঐ সংগঠনটির কাজের ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের এই কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক হওয়া উচিত আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন। কাজে নিয়োগ করার পর ছাত্র এবং কাজ-প্রদানকারী সংগঠন উভয়েরই একটি করে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করা উচিত। এটি ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরণের শিক্ষণকে উৎসাহ প্রদান করে যা এই কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

দরিদ্র মানুষদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কর্মীদের নিজেদেরকে সুযোগ দেওয়া উচিত। যেমন এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের জন্য ছাত্রদের কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি একত্রে কাজ করা। এটা কাজ শুরু করার আগে, কাজ চলাকালীন এবং কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনের পর ছাত্রদের প্রতি সংগঠনে কর্মীদের সমর্থন যোগানোর সক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে।

বক্তব্য

- আমরা কি ভালো নেতার মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে স্থানীয় মন্ডলীর এমন কোন নেতার কথা ভাবতে পারি? কি কি কারণে তাদেরকে ভালো নেতা হিসেবে ভাবা হচ্ছে?
- আমাদের স্থানীয় এলাকার মন্ডলীগুলিতে নেতৃত্বের কোন্ কোন্ আঙ্গিকের উন্নয়ন সাধন করা দরকার?
- স্থানীয় নেতারা কি সমন্বিত উদ্দেশ্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ? কোন্ উপায়ে আমরা তাদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারি?

৪.৪ সমন্বিত উদ্দেশ্যের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা
Envisioning for integral mission

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে অন্য মানুষের ভেতর দিয়ে চালিত করা। এর ফল দাঁড়ায় এটাই যে মানুষজন সেই উদ্দেশ্যকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে। এটা তাদেরকে ভবিষ্যদের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে এবং কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করা এবং কার্যকরী করে তোলার মধ্যকার পার্থক্য

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করা হচ্ছে অন্যকে অনুপ্রাণিত করে তোলার মধ্য দিয়ে নিজের হৃদয় এবং মনকে বদলে ফেলা।

কার্যকরী করে তোলার বিষয়টি সাধারণতঃ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার পর আসে এবং এটি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষের কাজ করে যাওয়া এবং সেটিকে বাস্তবে ঘট্‌তে দেওয়া

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির মধ্যে যেগুলি স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক সাধারণতঃ তারা দেখতে পাবে যে সমন্বিত উদ্দেশ্যের প্রতি স্থানীয় মন্ডলীগুলির আচরণ এবং অনুশীলন ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। অল্প কিছু স্থানীয় মন্ডলী ইতোমধ্যে সাফল্যের সাথে সমন্বিত উদ্দেশ্য চর্চা করে যাচ্ছে এবং এজন্য কোন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সাথে একত্রে কাজ করা দরকার এমনটা তারা নাও অনুভব করতে পারে। সে যাই হোক, বেশীর ভাগ মন্ডলীর এবং সেই মানুষগুলির মধ্যে যারা বুঝতে পারে যে এই কাজটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তাদের আস্থার অভাব রয়েছে তাদের এখনও সমন্বিত উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তার কথাটি বিবেচনা করতে হবে। স্থানীয় মন্ডলীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ককে যথোপযুক্ত করে তোলার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে এদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রয়োজন হতে পারে।

বর্তমান উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে বর্তমান উদ্দেশ্যটা খুঁজে বের করলে তা সাহায্যে আসতে পারে। এটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়াকে মন্ডলীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখে গুছিয়ে নিতে সক্ষম করে তুলবে। এমনও হতে পারে, কোন একটি স্থানীয় মন্ডলীর কোন ধরণের উদ্দেশ্যই নেই, কিংবা যৌথভাবে হাতে দেওয়া কোন উদ্দেশ্য কখনও ছিল না। কিংবা সেই মন্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল হয়তো অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করা, সেখানে কমিউনিটির উন্নয়ন সাধন করার ক্ষেত্রে মন্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই কম। উদ্দেশ্য বা দূরদৃষ্টির বিষয়টি মন্ডলীর বর্তমান সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে মন্ডলী যতোটুকু অর্জন করতে পারবে বলে মনে করে সেই মাত্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

নীচে যে অনুশীলনটি দেওয়া হয়েছে সেটি শুধুমাত্র পালক/পুরোহিত কিংবা মন্ডলীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দলই করে দেখতে পারেন। সে যাই হোক, যেহেতু সফল সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে পুরো মন্ডলীর অঙ্গীকারের বিষয়টির সম্পৃক্ততা রয়েছে, কাজেই যেখানেই সম্ভব সেখানেই মন্ডলীর সকল সদস্যদের সাথে এই অনুশীলনটি করে দেখা উচিত। মন্ডলীর সদস্যরা সকলে একসাথে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে, কিংবা প্রত্যেক সদস্যকে একটি সহজ প্রশ্নমালা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। সদস্যদের বয়স এবং স্বাক্ষরতার স্তর অনুসারে এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি তাদের মনোভাব অনুসারে উদ্দেশ্যটি চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহারের জন্য পদ্ধতিটি বাছাই করা উচিত।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিটি হতে পারে প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য সব সদস্যকে ছোট ছোট আলোচক দলে বিভক্ত করে নেওয়া এবং তারপর তাদেরকে উপসংহারগুলি লিখে নিতে দেওয়া এবং উপস্থাপন করতে দেওয়া। সে যাই হোক, শিশুদেরকে কিংবা যে মানুষগুলো লিখতে-পড়তে জানে না, তারা মন্ডলীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি বুঝতে পেরেছে সেই প্রশ্নের উত্তর একটা বড় কাগজের উপর ছবি এঁকে ফুটিয়ে তুলতে এবং তারপর মন্ডলীর অন্য সদস্যদেরকে সেটিকে ব্যাখ্যা করতে বলা যেতে পারে। যে সব মন্ডলী নারীদের মতামতকে পুরুষদের মতামতের মতো সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, সেখানে উপসংহার টানার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে নারীদেরকে যাতে পুরুষদের মতো সমান সুযোগ দেওয়া হয় সেজন্য জেন্ডার ভারসাম্য বজায় রেখে দল ভাগ করার দরকার হতে পারে। যখন উপসংহারগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তখন প্রতিটি দলের দৃষ্টিভঙ্গীর মতৈক্য এবং মতানৈক্যের বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য সময় নিন। মতৈক্যের বিষয়গুলি খুব সম্ভবতঃ সার্বিকভাবে মন্ডলীর বর্তমান উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করতে পারে।

যে মূল প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করা যেতে পারে

১. আগামী ৫, ১০ কিংবা ২০ বছর সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের মন্ডলীকে কেমন দেখতে চাই? যে বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখতে হবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে মানুষ (যেমন, জনসংখ্যা, জেন্ডার এবং বয়স), উপাসনা, একতা, করণীয় (মন্ডলী কি করে) এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা।

২. আগামী ৫, ১০ কিংবা ২০ বছর সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে কেমন দেখতে চাই?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্ডলীর মনোভাব বুঝে ওঠা ঃ

- এই প্রশ্নের উত্তরের ভেতরে যদি মানুষের জীবনে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাহলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় সমন্বিত উদ্দেশ্যর উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

- এই প্রশ্নের উত্তরের ভেতরে যদি মানুষের জীবনে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে পরীক্ষা করে দেখুন যে এই বিষয়টির প্রতি মন্ডলী ভূমিকা পালন করে কিনা। মন্ডলী যদি কমিউনিটির রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন না করে, তাহলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় সমন্বিত উদ্দেশ্যর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১ এবং ২-এর উত্তরগুলি যদি সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই হয়, তাহলেও যেহেতু মন্ডলীর সদস্যদের এই উদ্দেশ্যের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কাজেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সমন্বিত উদ্দেশ্যের দিকে সংক্ষিপ্ত নজর দিলে তা সাহায্যে আসতে পারে। সে যাই হোক, এটা কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হবে না। এই পর্যায়ে এসে চিহ্নিত করুন যে সমন্বিত উদ্দেশ্যকে অনুশীলনের ভেতরে নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় মন্ডলী কতখানি দৃষ্টি প্রসারিত করেছে।

- প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ডলী যদি সম্পদ এবং সামর্থ্যের সম্ভাব্য ঘাট্তির মতো প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় চার্চের সদস্যদের ভেতরে থাকা ঐশ্বরিক দান এবং সম্ভাব্য সক্ষমতার উপহারগুলি আবিষ্কার করার জন্য মন্ডলীকে উৎসাহিত করে তোলা উচিত।

- যদি ইতোমধ্যেই মন্ডলী সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়ে থাকে তাহলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার উচিত সদস্যদেরকে সাফল্য এবং ব্যর্থতা, শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করা। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সাথে একত্রে কাজ করলে মন্ডলীগুলি উপকৃত হবে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রয়োজন হবে না কিন্তু একত্রে কাজ করাটা উপকারে আসতে পারে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার বিষয়টি কিন্তু শুধুমাত্র স্থানীয় মন্ডলীকে তার সদস্যদেরকে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করতে সহায়তা প্রদান করা নয়। এর মধ্যে সম্পৃক্ত থাকে সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে কোন্ কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে মন্ডলীকে অনুপ্রাণিত করে তোলা। কাজেই এক্ষেত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়াটি স্থানীয় মন্ডলীকে বাইবেলসংক্রান্ত মূল্যবোধগুলির যেগুলি কমিউনিটির কাজগুলির উন্নয়ন সাধন করতে পারে সেগুলির ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলতে পারে। এর ভেতরে থাকতে পারে ঃ

- **নারী-পুরুষ, বয়স, সক্ষমতা, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ভেবে মূল্য দেওয়া**। এর ফলাফল দাঁড়ায় কমিউনিটির যে মানুষগুলিকে আগে কোনভাবেই সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি, তাদেরকে এই কর্মকান্ডের সাথে সংযুক্ত করে নেওয়ার ফলে লোকজনের উপর তার একটি শক্তিশালী প্রভাব পড়ে।

- **ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করা**। প্রার্থনা করার বিষয়টি পুরো প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে। আমাদের দরকার ঈশ্বরকে তাঁর আশীর্বাদ, শক্তি এবং নির্দেশনা প্রদান করতে বলা। যেহেতু পুরো প্রক্রিয়ার সময়টি জুড়ে তিনি মন্ডলীর সদস্যদের এবং কমিউনিটির সদস্যদের জীবনে কাজ করে যান, তাই তাঁর কথাগুলি পাঠ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখছি সেগুলির প্রতিফলন ঘটানোটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- **ঈশ্বর প্রদত্ত উপহারগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে লোকজনকে মুক্ত করে দেওয়া**। এটি মন্ডলীর সদস্যদের ভেতরে থাকা উপহার সামগ্রী আবিষ্কার করে নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এটি কমিউনিটির ভেতরের সম্ভবনাগুলিকেও মুক্ত করে দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। তা না হলে বাইরের সাহায্যের উপর কমিউনিটির মানুষের নির্ভরশীলতা চলে আসার ঝুঁকি থেকে যায় এবং তাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্ভাবনার কাছে পৌছানোর সুযোগগুলিকে তারা অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

- **ঐক্য**। কমিউনিটির ভেতরে পৌছাতে পারাটা খুবই কঠিন কাজ। যদি সেখানে মন্ডলীর ভেতরেই দলাদলি থাকে, তখন বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার সময় কমিউনিটির ভেতরে তা আরও বিস্তার লাভ করতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মকান্ডগুলির ইতিবাচক ফলাফলের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে মন্ডলীকে একটি আদর্শ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। অতএব এক একটি একক মন্ডলীর ক্ষেত্রে এবং একই এলাকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ডলীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ থাকা দরকার।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়াটির উচিত এই মূল্যবোধগুলির আদর্শ তৈরী করে দেওয়া। কমিউনিটির ভেতরে নিজেদেরকে ব্যবহার করা এবং প্রচার চালানোর আগে অনেক সময় নিজেদের গুরুত্ব বুঝে উঠবার জন্য লোকজনকে তাদের নিজেদের ভেতরের মূল্যবোধগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা দরকার।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার পদ্ধতি

প্রথমতঃ, এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন যে কাকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা দরকার এবং কে এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে।

- স্থানীয় মন্ডলী পর্যায়ে এই প্রক্রিয়াটি শুরু করার চাইতে স্থানীয় মন্ডলীটি যদি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখার অংশ হয়, তাহলে প্রথমে জেলা, বিভাগীয় কিংবা জাতীয় পর্যায়ের নেতাদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা হলে তা উপকারে আসবে। যতক্ষণ এই ধরণের নেতারা সমন্বিত উদ্দেশ্যর দিকে তাদের সার্বিক সমর্থন না দিচ্ছেন, ততক্ষণ স্থানীয় মন্ডলীগুলি হয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার সময় কাজে লেগে পড়তে অক্ষম থাকবে নয়তো গড়িমসি করবে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার এই কাজটি বাস্তবায়ন করতে পারে কোন একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন।
- স্থানীয় মন্ডলী পর্যায়ে প্রথমে পালক/পুরোহিতদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলাটা উপকারে আসতে পারে। কারণ এই পালক/পুরোহিতদের অঙ্গীকারাবদ্ধতা ছাড়া সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মন্ডলীর সদস্যদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। স্থানীয় এলাকার পালক/পুরোহিতগণকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি, কিংবা অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মী এবং খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখার বর্ষিয়ান নেতাদের আয়োজিত কর্মশালায় একত্রিত করা যেতে পারে।
- যেহেতু মন্ডলীর সকল সদস্যগণকে সমন্বিত উদ্দেশ্যের মালিকানা গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়া উচিত, কাজেই মন্ডলীর সকল সদস্যকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কারণে মন্ডলীগুলির অস্তিত্ব বর্তমান, সামাজিক কর্মকান্ডগুলিকে তারই অংশ করে নেওয়া দরকার। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার বিষয়টি পরিচালনা করতে পারে খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখাগুলির নেতৃবৃন্দ, ধর্মযাজক কিংবা কোন একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন।

টিয়ারফান্ড একটি পিলারর্স গাইড (PILLARS Guide) তৈরী করেছে যেটিকে বলা হয়েছে 'মন্ডলীকে উদ্বুদ্ধকরণ' (Mobilising the Church) । এই নির্দেশিকায় রয়েছে মন্ডলীর ছোট ছোট দলগুলির জন্য আলোচনাভিত্তিক উপকরণ এবং এগুলি স্থানীয় মন্ডলীর ধর্মসভাগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই নির্দেশিকাটিতে মন্ডলীর ভূমিকা, সেবাব্রতী নেতৃত্ব, ছোট ছোট বাইবেল পাঠচক্রগুলির গুরুত্ব, সহায়তা প্রদানের দক্ষতা, এবং প্রবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদির মত ২৩-টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করার জন্য কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতার দরকার হয় না। এই নির্দেশিকাটি কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তা জানার জন্য ৫ অধ্যায় দেখুন।

এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ায় বাইবেল পাঠ সংযুক্ত থাকে। যদি মন্ডলীর হাতে নেওয়া কাজগুলিকে ফলপ্রসু করে তুলতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কথাগুলি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন। এই বইটির ১ অধ্যায় -এ বিষয় উল্লেখ করা বাইবেল পাঠ এক্ষেত্রে সাহায্যে আসতে পারে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার বেশ কিছু প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাইবেলের পদগুলিও সাহায্যে আসতে পারে ঃ ঐক্য (১করিন্থীয় ১২:১২-৩১); ঈশ্বরের দেওয়া উপহার (রোমীয় ১২:৩-৮); মানুষজনকে মূল্য দেওয়া (যোহন ৪:১-২৬); ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ (লূক ১১:১-১৩)।

বাইবেল পাঠ

লবণ এবং আলো

- মথিলিখিত সুসমাচারের ৫:১৩-১৬ পদগুলি পাঠ করুন। এটা যীশুর কাছ থেকে পাওয়া একটি বার্তা 'Sermon on the mount'.
  - লবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং ব্যবহার কি কি?
  - এই কথাটি দিয়ে যীশু কি বুঝাতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন *"তোমরা পৃথিবীর লবণ"* (পদ ১৩)
  - কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে আমরা আমাদের লবণের গুণ হারাতে পারি?
  - মন্ডলীর ক্ষেত্রে *পৃথিবীর আলো* হয়ে ওঠার কথাটি দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে? (পদ ১৪)
  - আমরা যদি লবণ এবং আলো হতাম তাহলে আমাদের কমিউনিটিতে এবং মন্ডলীতে তার কি প্রভাব পড়ত?
  - আমাদের কমিউনিটি এবং মন্ডলীতে আরও বেশী ভালো ফলাফল পেতে হলে আমরা কোন্ জিনিসগুলি করতে পারি?

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

বিভিন্ন মানুষের শেখার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনে শেখে, কেউ কেউ দেখে শেখে আর কেউ কেউ শেখে কাজ করে দেখার মাধ্যমে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার সময় শেখার এই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বিষয়টি বিবেচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

- বাইবেল কি বলে সেই বিষয়টির দিকে যখন নজর দেওয়া হয় ঃ
  - ধর্মীয় বক্তব্য রাখার সময় সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার কাজটি পালক/পুরোহিতদের জন্য সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, কারণ পালক/পুরোহিতদের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তাদেরকে সাধারণতঃ ভালো মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। সে যাই হোক, পালক/পুরোহিত যা কিছুই বলেন মন্ডলীর সব সদস্যই যে সেই কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার কিংবা তাদের নিজেদের জীবনযাত্রায় কথা বলতে দেবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
  - মন্ডলীর সদস্যরা যদি বাইবেলে কি বলা হয়েছে তা নিজেরাই আবিষ্কার করতে এবং আলোচনা করতে পারে তাহলে সেটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দলীয়ভাবে বাইবেল পাঠের আসর করলে তা অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে পদগুলি নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করে তোলে, কাজেই এটা একটা ভালো ধারণা হতে পারে। বাইবেলে যা বলা হয়েছে মানুষজনকে যদি তা তাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে এটা ধর্মীয় বক্তব্যের চাইতে বেশী কার্যকরী পদ্ধতি হতে পারে। যদি মন্ডলীর সদস্যরা স্বাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, দলের একজন সদস্য বাইবেলের এক একটি অংশ দু'বার বা তিনবার উচ্চস্বরে পড়ে যেতে পারে। তারপর আলোচনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা একটা প্রশ্ন করতে পারে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশ্লিষ্ট পদটি দলের সামনে আবার পাঠ করা যেতে পারে।
- কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ফলাফল না দেখা পর্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে না। কাজেই অন্যান্য মন্ডলীগুলি, যেগুলি ইতোমধ্যেই সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে সেগুলির সাথে আলোচনায় বসা কিংবা পরিদর্শনে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি এক্ষেত্রে সাহায্যে আসতে পারে।
- দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার শেষে মন্ডলীর কিছু কিছু সদস্য তখন পর্যন্ত তাদের মন্ডলীর জন্য যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারগুলি প্রদর্শনের বিষয়টির ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠতে নাও পারে। এটি হতে পারে তখনই যখন মন্ডলীকে কার্যকরী করে তোলা হয় এবং যখন তারা মন্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বুঝতে শুরু করে কাজে লেগে যায়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার শেষে মন্ডলীর নতুন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার জন্য মন্ডলীর সদস্যদেরকে একত্রিত করুন। মন্ডলীর সকল সদস্য মন্ডলীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে এবং বোঝে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন প্রয়োজন তখন পালক/পুরোহিত এই উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটি টেনে আনতে পারেন, কারণ ভবিষ্যতে এমন সময় আসতে পারে যখন মন্ডলীকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে উঠবার দরকার হতে পারে।

কেস স্টাডি

কিরগিজস্তানের স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা

কিরগিজস্তানে খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের চর্চার বিষয়টি এখন বেশ নতুনই রয়ে গেছে। অনেক মন্ডলীই ধর্ম প্রচারের দিকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়েছে এবং দরিদ্র মানুষগুলির প্রয়োজনগুলির দিকে কম মনোযোগী হয়েছে। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন ঘটা পর্যন্ত সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা লোকজনকে নিজেদের জীবনের উন্নয়ন সাধনের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত রাখত। এটা মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, সাধারণ মানুষকে তাদের জনজীবনে অংশগ্রহণ করা, নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের মতো বিষয়গুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখেছিল। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে মন্ডলী অংশগ্রহণ করত না কারণ এই কাজগুলি করার মতো উদ্বুদ্ধতা, দক্ষতা কিংবা জ্ঞান তাদের ছিল না।

সুইউ বুলাগী (Suiuu Bulagy) বা সেন্টার অব ইনিশিয়েটিভস (Centre of Initiatives) নামের একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন সমাজে আরও বড় ধরণের ভূমিকা নেবার জন্য মন্ডলীগুলিকে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। এর মধ্যে ছিল স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য প্রদান এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ করে দেওয়া।

একেবারে শুরুতে স্থানীয় মন্ডলীগুলির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করার কাজটি ছিলো কঠিন। তারা একে অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় আসতে উৎসাহী ছিল না কারণ, তারা অন্য মন্ডলীগুলির শিক্ষা প্রদানে বিশ্বাসী ছিল না।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ডলী থেকে মাত্র ১০ জন অংশগ্রহণ করেছিল। এই অংশগ্রহণকারীরা যখন তাদের মন্ডলীতে ফিরে যায়, তখন কমিউনিটির ভেতরে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছাগুলিকে ধর্মযাজক এবং মন্ডলীর সদস্যরা সমর্থন দেন নি। ধর্মযাজকরা চেয়েছিলেন তারা যেন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক প্রবৃদ্ধির দিকেই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে।

সুইউ বূলাগী এই সিদ্ধান্তে আসে যে সমন্বিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থানীয় মন্ডলীর পালক/পুরোহিতদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা প্রয়োজন। তখন তারাপালক/পুরোহিতদের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে এবং একজন সুপিরিচিত ব্যক্তিত্বকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এই মানুষটি কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারতো এবং তাদের উপস্থিতি পালক/পুরোহিতকে এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করে তোলে। পালক/পুরোহিতগণ ধীরে ধীরে সুইউ বুলাগীর কাজকর্মের বিষয়গুলি সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেন এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে চান।

পরের বছর পালক/পুরোহিতদের জন্য মানবাধিকার রক্ষায় মন্ডলীর ভূমিকা বিষয়ক একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে আসেন একজন সুপরিচিত বক্তা এবং তিনি পালক/পুরোহিতদেরকে এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে সাহায্য করেন। এই পালক/পুরোহিতেরা এতোটাই উৎসাহী হয়ে ওঠেন যে তারা একটা জোট গঠন করে ফেলেন। এরপর আরেকটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সুইউ বূলাগী তখন স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে শহরের রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার মতো নানান কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে কার্যকরী করে তুলতে সক্ষম হন।

কেস স্টাডি মোজাম্বিক পালক/পুরোহিতগণকে সক্রিয় করে তোলা

মোজাম্বিকে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগের বিষয়টি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অনেক স্থানীয় মন্ডলী এই বিষয়ে এগিয়ে আসে নি। তারা মনে করতেন যে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগ নিয়ে কথা বলাটা অনৈতিক, কারণ অনেকেই মনে করতেন যে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া এক ধরণের শাস্তি।

সিময়য়ো শহরের এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগে আক্রান্ত মানুষদের সহায়তা করবার জন্য পালক/পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কুবাতসিরানা নামের একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেহেতু পালক/পুরোহিতেরা কুবাতসিরানা নামের এই সংগঠনটি চালু করেছিলেন, কাজেই অন্যান্য পালক/পুরোহিতদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার কাজটি এক্ষেত্রে ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। স্থানীয় সংস্কৃতি অনুসারে এখানকার মানুষজন তাদের সমগোত্রীয়দের কথাগুলি মনোযোগ নিয়ে শোনে। তাই সেই এলাকার অন্যান্য পালক/পুরোহিতদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য পালক/পুরোহিতদের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রতি রবিবার তারা স্থানীয় মন্ডলীগুলি পরিদর্শনে যেত এবং কুবাতসিরানা-র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মসূচীগুলি ব্যাখ্যা করতো। এই কাজটি পালক/পুরোহিত এবং মন্ডলীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলে। কুবাতসিরানা সক্রিয় করে তোলা মন্ডলীগুলিকে অন্যান্য স্থানীয় মন্ডলীর বাস্তবায়ন করা কাজকর্মগুলি পরিদর্শন করাটাকে উৎসাহিত করত এ জন্য যে যাতে করে তারা এগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের নিজেদের কাজকর্মগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

কুবাতসিরানার এই কাজের ফলে অনেক মন্ডলী এখন এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবেলার জন্য এক সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যারা অসুস্থ তাদের স্থানীয় মন্ডলীগুলি সেবাযত্ন করছে। এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে আছে এমন মানুষগুলির প্রতি স্থানীয় মন্ডলীর বিদ্বেষ এখন অনেক কমে গেছে। আরও অনেক বেশী সংখ্যক মন্ডলীর সদস্যরা এখন স্বেচ্ছায় পরীক্ষা করানো এবং পরামর্শ নেবার জন্য এগিয়ে আসছে। মন্ডলীগুলি অসুস্থ মানুষগুলির জন্য বাড়িতে গিয়ে সেবাযত্ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনাথ শিশুদের জন্য প্রতিপালনকারী পরিবার খুঁজে দিচ্ছে। কিছু কিছু মন্ডলী এইচ.আই.ভি. এবং এইডস্ রোগে আক্রান্ত মানুষগুলির জন্য কাঠমিস্ত্রির কাজ, সেলাইয়ের কাজ এবং স্বাক্ষরতা অর্জনের মতো কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

© TEARFUND 2007

কমিউনিটিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়ায় রয়েছে মন্ডলীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলা। টেকসই পরিবর্তন সাধনের জন্য কমিউনিটিকে এই প্রক্রিয়ার মালিকানা গ্রহণ করতে হবে, এবং অবদান রাখতে হবে। কাজেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলাটা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ দু'টি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে কমিউনিটিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা দরকার ঃ

- কমিউনিটির সদস্যদেরকে এই বিষয়টি বুঝে উঠতে সাহায্য করা যে তারা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তনের মধ্যস্থতাকারী।
- কমিউনিটির সদস্যদেরকে এই বিষয়টি বুঝে উঠতে সাহায্য করা যে তাদের কমিউনিটিকে বদলে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা এবং সম্পদ তাদের রয়েছে।

নীচে যে অনুশীলনীগুলি দেওয়া হয়েছে কমিউনিটির সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাক্সের ভেতরের গোপনীয় জিনিসটি

কমিউনিটির সদস্যদের যে তাদের স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রয়েছে সেই বিষয়টি তাদেরকে উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করে তোলার **লক্ষ্য নির্ধারণ করুন**।

কোন রকম ছিদ্র নেই এমন একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স যোগার করুন। স্থানীয় এলাকাতে দেখা যায় যে এমন বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র এই বাক্সের ভেতরে রাখুন। এগুলির ভেতরে থাকতে পারে এক ব্যাগ বীজ, কিছু পাথর খন্ড, একটি হাতুরী এবং কিছু পেরেক। কেউ যাতে ভেতরে রাখা জিনিসগুলি দেখতে না পায় সেজন্য বাক্সটি বন্ধ করে রাখুন।

স্থানীয় মানুষদের সাথে মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীদেরকে চারটি গ্রুপে ভাগ করুন এবং বাক্সের ভেতরে কি রয়েছে (নীচে দেখুন) তা বের করার জন্য প্রত্যেকটি গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতি ঠিক করে দিন। গ্রুপ-এ দিয়ে শুরু করুন এবং শেষ করুন গ্রুপ-ডি দিয়ে। রঙ, আকৃতি এবং সাইজের মতো খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রুপের উচিত মিটিং-এর সামনে তাদের জন্য ঠিক করে রাখা কাজগুলি করে যাওয়া। বাক্সের ভেতরে কি আছে সে ব্যাপারে তাদেরকে দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং তাদের চিন্তাভাবনাগুলি সকলের সাথে ভাগাভাগী করে নেওয়া উচিত।

- বাক্সের ভেতরে কি আছে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে গ্রুপ-এ-র সদস্যরা শুধুমাত্র বাক্সটির চারিদিকে হেঁটে বেড়াতে পারবে।
- গ্রুপ-বি-র সদস্যরা শুধুমাত্র বাক্সটিকে হাতে তুলে নিতে পারবে এবং গন্ধ নিতে পারবে কিংবা ঝাঁকিয়ে দেখতে পারবে।
- গ্রুপ-সি-র সদস্যরা তাদের দলের যে কোন একজনকে চোখ বেঁধে দেবে, সে বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরের জিনিসগুলি কি তা অনুভব করার চেষ্টা করবে কিন্তু সেগুলিকে বাক্স থেকে বের করতে পারবে না। দলের অন্য সদস্যরা কোনভাবেই ভেতরে তাকাতে পারবে না।
- গ্রুপ-ডি-র সদস্যরা এক একবারে একটি করে জিনিস বাক্স থেকে বের করে আনবে এবং সেগুলির বর্ণনা দেবে।

তারপর অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন অনুশীলন করার সময় কি ঘটেছিল ঃ

- বাক্সের ভেতরে কি ছিল সেই ব্যাপারে গ্রুপ-এ'র সদস্যরা কেন খুব অল্প জানতো? কোন্ জিনিসটি অন্যান্য দলকে *'গোপনীয়'* বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝে উঠতে সাহায্য করেছিল?
- বাক্সের ভেতরের *'গোপনীয়'* বিষয়টি যদি স্থানীয় এলাকার সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান এবং সম্পদ দিয়ে তৈরী হয়, তাহলে কে সেই *'গোপনীয়'* বিষয়টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানে এবং কে সবচেয়ে কম জানে

Source: *Mobilising the community* PILLARS Guide

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

স্বপ্ন পরিকল্পনা

কমিউনিটির লোকেরা কোন্ ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবার পর সাধারণতঃ এই অনুশীলনটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারা এই পরিস্থিতিতেই থাকতে চায় কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। এই প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ 'না'-বোধক হবে।

এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করুন ঃ সুন্দর ভবিষ্যৎটি দেখতে কেমন হওয়া উচিত? মানুষজনকে তাদের চোখ বন্ধ করে রাখতে এবং আগামী ১০-বছর, তারপর ২০-বছর, তারপর ৩০-বছর সময়ের মধ্যে তারা তাদের কমিউনিটিকে যেমনটি দেখতে চায় তার স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করুন। পাঁচ মিনিট পরে তাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে আসুন এবং তারা প্রত্যেকে কে কি ধরণের স্বপ্ন দেখেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। এই স্বপ্নগুলির কয়েকটির তালিকা তৈরী করুন। তারপর কমিউনিটির সদস্যদেরকে খুব বড় একটা কাগজে তাদের স্বপ্নটি একে ফেলতে বলুন। এর ভেতরে কমিউনিটির একটা ম্যাপ থাকতে পারে, যেখানে তারা বাঁধ নির্মাণ করা, শাকসজির বাগান করা, একটা স্কুল বানানো, এমনকি একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর মতো যে পরিবর্তনগুলি দেখতে চায় সেগুলিও থাকতে পারে। এই ছবিটি হচ্ছে একটি স্বপ্ন যার মালিকানা কমিউনিটির সবাই।

সক্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়ার বাকী সময় জুড়ে অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং এর পর কোন্ সমস্যাটির সমাধান করতে হবে এই উভয়ে ক্ষেত্রেই এই ছবিটির প্রসঙ্গ তুলে ধরা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে কমিউনিটির সদস্যদেরকে এই অনুশীলনের ফলে উঠে আসা প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির একটি তালিকা তৈরী করতে বলুন। পরবর্তীকালে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এই তালিকাটিকে পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

Based on *Mobilising the community* PILLARS Guide

প্রতিফলন

- দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার কোন্ ধারণাটি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহি করে তোলে এবং কেন?
- এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কিছু কিছু উপকরণ দলগতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। এগুলি কি আমাদের এলাকার পালক/পুরোহিতদের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয় মন্ডলীতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

৪.৫ উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজটি সচল করে তোলা
Facilitating mobilisation

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে এবং সমন্বিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তাপ্রদানকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নীচে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে তাদের ভূমিকা রয়েছে ঃ

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের পর্যায় থেকে ঃ

- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের ভেতরের কর্মীদেরকে এবং মন্ডলীর নেতৃবৃন্দকে এক সাথে কাজ করার লাভগুলি সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা।
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

- চলমান কর্মকান্ডগুলিতে সহায়তা এবং সমর্থন যোগান।

স্থানীয় মন্ডলীর পর্যায় থেকে ঃ

- সমন্বিত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে পালক/পুরোহিতগণকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা।
- সমন্বিত উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্ডলীর সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা।
- ত্রাণ, উন্নয়ন এবং এ্যাড্‌ভোকেসী কার্যক্রমের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে মন্ডলীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য মন্ডলীর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- চলমান কর্মকান্ডগুলিতে সহায়তা এবং সমর্থন যুগিয়ে যাওয়া।

কমিউনিটির পর্যায় থেকে ঃ

- কমিউনিটির সদস্যদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা।
- কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজে সহায়তা প্রদান করা।

সহায়তা প্রদানকারীগণ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সদস্য হতে পারেন, তাঁরা হতে পারেন বাইরে থেকে নিয়ে আসা উপদেষ্টা কিংবা তাঁরা হতে পারেন স্থানীয় মন্ডলীর সদস্য।

সহায়তাপ্রদানকারীর ভূমিকা

একজন শিক্ষকের চাইতে একজন সহায়তাপ্রদানকারীর ভূমিকা ভিন্ন ধরণের। একজন শিক্ষক নতুন নতুন চিন্তাভাবনা এবং ধ্যান-ধারণাগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করেন, অন্যদিকে একজন সহায়তাপ্রদানকারী অন্যকে সক্ষম করে তোলেন এবং সব প্রশ্নের উত্তর তার কাছে থাকে না।

> একজন সহায়তা প্রদানকারীকে একজন ধাত্রীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যিনি নতুন এবং সুন্দর কোন কিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে সাহায্য করেন। তাঁরা জীবন সৃষ্টি করেন না, কিন্তু সঙ্কটজনক পর্যায়ে সহায়তা এবং সমর্থন যুগিয়ে থাকেন।

সহায়তাপ্রদানকারীর কাজ হচ্ছে কোন একটি দলকে কোন কাজকে মসৃণভাবে এবং কার্যকরভাবে সেটির কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। এটা কাজের গুণগত মানকে উন্নত করে তোলে বলে সবারই উচিত কাঙ্খিত লক্ষ্যের কাজে অংশগ্রহণ করা। অংশগ্রহণ করার কাজটি সব সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে না, যেহেতু কিছু কিছু মানুষ প্রাধান্য বিস্তার করে চলে আর অন্যেরা লাজুক ধরণের হয় কিংবা আস্থাহীনতায় ভোগে। কাজেই সহায়তাপ্রদানকারীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে অন্যকে ক্ষমতায়ন করা এবং সকলের সমান অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রদত্ত কাজগুলি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। সহায়তাপ্রদানকারী সকলের জ্ঞান এবং মতামতকে মূল্য দেন এবং অপরকেও তা করতে অনুপ্রাণিত করেন। সহায়তাপ্রদানকারী দলের সদস্যদের কাছ থেকে জ্ঞান এবং ধারণাগুলি বের করে আনেন, সদস্যদেরকে একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং সকলকে সম্মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা করতে এবং কাজ করতে সক্ষম করে তোলেন। এই কাজগুলির প্রক্রিয়ার ভেতরে থাকতে পারে দলগতভাবে অনুশীলন করা, আলোচনা শুরু করার জন্য প্রশ্ন করা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিন্তাভাবনা করতে সাহসী করে তোলা। সহায়তাপ্রদানকারীকে প্রশ্নের উত্তর এবং সমাধান প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ সহায়তাপ্রদানকারীর নয়, বরং অংশগ্রহণকারী দলগুলিরই পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। সে যাই হোক, একজন সহায়তাপ্রদানকারী প্রয়োজনবোধে অংশগ্রহণকারী দলগুলিরকে নতুন ভাবনা বা তথ্যের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে একজন সহায়তা প্রদানকারী অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে কাজ করে দেখার জন্য অনুশীলন করতে দিতে পারেন (৭০ এবং ৭১ পৃষ্ঠায় যে ধরণের অনুশীলনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই রকম) কিংবা বাইবেল থেকে কোন একটি উদ্ধৃতি পাঠ করতে দিতে পারেন, যাতে করে অংশগ্রহণকারীদেরকে আলোচনার জন্য একটি প্লাটফরম তৈরী করে দেওয়া যায়।

এই সহায়তাদানকারী তারপর আলোচনা অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য আলোচনা পরিচালনায় সহায়তা করেন এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য মন্ডলীকে সহায়তা করেন। কোন মন্ডলী কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের পরিস্থিতি বুঝে উঠতে এবং যে ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন সাধন করা দরকার সেগুলি চিহ্নিত করতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহায়তাপ্রদানকারীর প্রয়োজন হতে পারে।

অনেক সময় একজন সহায়তাপ্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব নেবারও প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, একজন সহায়তাপ্রদানকারী উন্নয়ন পদ্ধতিগুলির উপর মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে যাদের উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে। কাজেই সেক্ষেত্রে একজন সহায়তা প্রদানকারীকে যথেষ্ট জ্ঞান কিংবা তথ্য যোগাতে হতে পারে। সে যাই হোক, এই সবগুলি কাজই এক ধরণের সহায়তাপ্রদানকারী কিংবা ক্ষমতায়নকারী পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। সহায়তাপ্রদানকারীর ভূমিকা যখন অনেকটা প্রশিক্ষকের মতো হয়ে দাঁড়ায় তখন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের হাতে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদেরকে সহায়তাপ্রদানকারী হিসেবে অবহিত করাটা সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চলা উচিত এবং কাজ করে দেখার মাধ্যমে শেখার মত শিক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন ধরণগুলি বিবেচনায় রাখা উচিত। কাজেই এগুলিকে অংশগ্রহণমূলক দলীয় আলোচনায় রূপ দেবার জন্য সহায়তাপ্রদানের দক্ষতার বিষয়টি ঠিক প্রশিক্ষণ ক্লাশের মতোই সঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়। সক্রিয় করে তোলার সময় বেশী সংখ্যক তৃণমূল পর্যায়ের সহায়তাপ্রদানকারী পাওয়াটা উপকারে আসতে পারে বলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলায় নিয়ে আসার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহায়তাপ্রদানকারীদের মন্ডলীর সদস্যদের এবং কমিউনিটির ভেতর থেকে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদানকারীদেরকে চিহ্নিত করা এবং প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

সহায়তাপ্রদানকারীদের চিহ্নিত করা

ভালো মানের সহায়তা প্রদান করার বিষয়টি যেমন সহায়তা প্রদানকারীর আচরণ এবং চরিত্রের উপর নির্ভরশীল ঠিক তেমনি তাদের দক্ষতার উপরও নির্ভরশীল।

চরিত্র

- বিনয়
- শেখার আগ্রহ
- সহানুভূতি
- অপরকে মূল্য দেওয়া - নিজের চাইতে অপরের দিকে এবং তাদের পরিস্থিতির দিকে বেশী মনোযোগী
- আন্তরিক
- নমনীয়
- ধৈর্য
- গ্রহণকারী, ইতিবাচক এবং যুক্ত করে নেওয়া
- আস্থাবান

দক্ষতা

- যথাযথ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারা
- বিবাদ মীমাংসা
- মনোযোগ দিয়ে শোনার দক্ষতা
- স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত বুঝতে পারার সক্ষমতা
- অন্যদের চিন্তাভাবনাকে সার-সংক্ষেপে নিয়ে আসার সক্ষমতা
- অনুপ্রেরণা প্রদানকারী, উদ্বুদ্ধকারী, সক্ষমতা সৃষ্টিকারী
- ভালো যোগাযোগ দক্ষতা

যে মানুষগুলির এইসব প্রয়োজনীয় আচরণ এবং চরিত্র রয়েছে তারাই হচ্ছে সম্ভাব্য সহায়তাপ্রদানকারী এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সহায়তা প্রদান করার স্বাভাবিক সক্ষমতা থাকে। সে যাই হোক, এই মানুষগুলিকে ভালো সহায়তাপ্রদানকারী হিসেবে তৈরী করে নেবার জন্য যেসব দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলির নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তা উপকারে আসতে পারে।

যে সব মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলির বেশ কয়েকটি দক্ষতা রয়েছে কিন্তু সঠিক আচরণ এবং চরিত্র নেই, তারা ভালো সহায়তাপ্রদানকারী হয়ে নাও উঠতে পারে।

এমনটা ধরে নেবেন না যে আস্থাবান মানুষগুলিই ভালো সহায়তাপ্রদানকারী হবে। তারা সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক কথা বলতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কখনই এমনটি ধরে নেওয়া উচিত নয় যে স্কুল শিক্ষক কিংবা ধর্মযাজকরা ভালো সহায়তাপ্রদানকারী হতে পারবেন।

আচরণ বদল করে নির্দেশনাপ্রদানকারীর মনোভাব থেকে সহায়তাপ্রদানকারীর মনোভাবে চলে আসাটা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। সে যাই হোক না কেন, যারা অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ দেখায় তারা ভালো সহায়তাপ্রদানকারী হতে পারে।

সহায়তাপ্রদানের দক্ষতা

উপরের তালিকায় যে সব দক্ষতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার মত জায়গা এই বইতে নেই, কিন্তু এখানে আমরা সহায়তা প্রদান করার জন্য এবং সহায়তাকারীরা যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটির সমাধানের জন্য কিছু সহায়ক নির্দেশনা দিয়েছি। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'টিয়ারফান্ড'-এর '*ফ্যাসিলিটেশন স্কিলস্ ওয়ার্কবুক* (Facilitation skills workbook)' দেখুন।

সহায়তাপ্রদানকারীদের জন্য কিছু সহায়ক নির্দেশনা

সব সময় প্রস্তুত থাকুন। ভালো সহায়তাপ্রদানকারীরা যখন কাজ করেন, তখন তাদেরকে দেখে মনে হয় তারা বোধ হয় বিনা চেষ্টাতেই এবং কোন প্রস্তুতি ছাড়াই কাজগুলি করে ফেলে। যেমনটাই মনে হোক না কেন, এরা আসলে পরিকল্পনাপ্রণয়ন, গবেষণা এবং অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে। কিভাবে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে, দলগত আলোচনার নির্দেশনা দেবার জন্য কোন্ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা উচিত, এই আলোচনাগুলি কিভাবে নথিভুক্ত করা হবে এবং এই মানুষগুলি যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আলোচনার মাধ্যমে শিখেছে সেগুলি প্রয়োগ করার ব্যাপারে কিভাবে উৎসাহী করে তোলা যায় সেগুলি নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা করে দেখা উচিত।

নমনীয় হোন। সহায়তাপ্রদানকারীদেরকে যদিও সব সময় প্রস্তুত থাকার দরকার হতে পারে তা সত্ত্বেও, প্রয়োজন হলে তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করার জন্য উন্মুক্ত থাকাও প্রয়োজন। দলের সদস্যদের প্রয়োজন এবং উৎসাহের বিষয়গুলি দিয়ে আলোচনার পথ নির্দেশ করাটাই সঙ্গত।

প্রাণবন্ত থাকুন। সহায়তাপ্রদানকারীরা যদি অন্যদেরকে উৎসাহিত করে তুলতে চান তাহলে তাদের নিজেদেরকেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে হবে।

হাস্য-রসিকতাকে উৎসাহিত করুন। হাস্য-রসিকতা করা সহজ এবং ফলপ্রসূ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখুন। সহায়তাপ্রদানকারী যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তাহলে দলে অংশগ্রহণকারীরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং খুব তাড়াতাড়িই তাদের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। সহায়তাপ্রদানকারীদের খুব পরিচ্ছন্নভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং দলের প্রতিটি সদস্য বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

আপনার নিজের ভুল এবং সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিন। সহায়তাপ্রদানকারীগণ ভুল করবে এবং ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে। সহায়তাপ্রদানকারীগণ যদি এই বিষয়গুলিকে স্বীকার করে নেন, তাহলে সেগুলির মাধ্যমে শেখার মূল্যবান সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সংবেদনশীল হোন। একজন সহায়তাপ্রদানকারী মানুষের মনোভাব এবং অনুভূতিগুলি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হতে পারে। মানুষগুলি পরস্পরের সাথে কোন্ ব্যবহার করে সেগুলি এবং তাদের মৌলিক এবং মৌখিক-নয় এমন যোগাযোগগুলি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। যাদেরকে বিপর্যস্ত বা পথভ্রষ্ট বলে মনে হচ্ছে, কিংবা যারা অপরকে মর্যাদা প্রদান করছে না বলে মনে হচ্ছে, প্রয়োজনবোধে তাদের সাথে গোপনে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলুন।

নানা ধরণের কৌশল, পদ্ধতি এবং কর্মকান্ড ব্যবহার করুন। প্রতিটি মানুষেরই শেখার একটা নিজস্ব ধরণ রয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতির ভিন্নতা প্রত্যেকটি মানুষকেই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে নেয় এবং শিক্ষা গ্রহণকে শক্তিশালী করে তোলে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

Adapted from Facilitation skills workbook, Tearfund

কঠিন প্রশ্ন

- লোক জন সম্ভাব্য যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করতে পারে প্রস্তুতি গ্রহণের সময় সেগুলি সম্পর্কে আগেভাগেই অনুমান করে নিন এবং সেগুলির সম্ভাব্য উত্তরগুলি সম্পর্কে ভেবে রাখুন। সে যাই হোক, সবগুলি প্রশ্নই আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়।
- দলের অন্য সদস্যদের প্রজ্ঞাকে কাজে লাগান।
- প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার জন্য কোথায় যেতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা দিন। যেমন, পত্র-পত্রিকা, সরকারী কিংবা বেসরকারী সংস্থাগুলির অফিস ইত্যাদি।
- সব প্রশ্নের উত্তর যে আপনার জানা নেই এই কথাটি বলতে ভয় পাবেন না। ধারণা দিয়ে রাখুন যে পরবর্তী অধিবেশনে আপনি প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

দ্বন্দ্ব নিরসন

- সম্ভাব্য মতবিরোধ এবং উত্তেজনার ব্যাপারে সংবেদনশীল হোন। এই বিষয়গুলি দলের সদস্যদের মধ্যে আগে থেকেই থাকতে পারে, কিংবা আলোচনার ফলে সেগুলি সৃষ্টি হতে পারে।
- তাদের মধ্য মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সব সাধারণ লক্ষ্যগুলিকে মনে রেখে সম্মিলিতভাবে কাজ করাটাকে উৎসাহিত করুন।
- মতপার্থ করে বিষয়টি যদি আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না হয়, তাহলে শিক্ষণ অধিবেশনের পরে তাদের এই মতপার্থক্য দূর করে নিতে বলুন।
- মত পার্থক্যগুলি যদি আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে যে বিষয়গুলি নিয়ে তারা মতৈক্যে আসতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করুন। তারপর পারস্পরিক মর্যাদা প্রদানের বিষয়টিকে উৎসাহিত করুন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে মতৈক্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকুন, এমনকি তারা যদি মতপার্থক্য তৈরীর জন্য মতৈক্যে আসে তাহলেও।

প্রাধান্য সৃষ্টিকারী লোকদেরকে সামলানো

যদি কোন লোক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রাধান্য সৃষ্টি করে চলে তবে তাকে থামিয়ে দেবার জন্য নীচের কৌশলগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

- অন্যান্য লোকদেরকে কথা বলার জন্য তাদের নাম ধরে আমন্ত্রণ জানান।
- পুরো দলটিকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন।

- একটি কোটা পদ্ধতি চালু করুন যেখানে প্রতিটি লোক আলোচনার জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে।
- এমন একটি উদ্দেশ্য যুক্ত করুন যেটিকে সহজে ধরে রাখা যায়। শুধুমাত্র সেই লোকটিই কথা বলতে পারবে যে সেই উদ্দেশ্যটিকে ধরে রাখতে পেরেছে। নিশ্চিত করুন যে উদ্দেশ্যটি প্রতিনিয়তই মেনে চলা হচ্ছে।
- প্রাধান্যবিস্তারকারী লোকটিকে দলের ভেতরের কোন একটি দায়িত্ব দিয়ে দিন। উদাহরণ হিসেবে, তাদেরকে আলোচনার তথ্যগুলি লিখে ফেলার কাজটি করার দায়িত্ব দিন। এটা করলে তাদেরকে কম কথা বলতে এবং বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনার কাজে সাহায্য করবে।

লাজুক লোকদের নিয়ে কাজ করা

- এদেরকে ভাগ করে দেওয়া ছোট দলের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যেখানে তারা আরও বেশী আস্থা বোধ করবে এবং অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হয়।
- দলের সদস্যদেরকে বলুন প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় প্রশ্নগুলি আলোচনা করে নিতে।
- পিছন দিকে ফিরে গিয়ে লাজুক লোকগুলি আলোচনার সময় যে মতামতগুলি দিয়েছিল সেগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করুন যাতে করে তারা জানতে পারে যে তারাও দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান ব্যক্তি।
- তাদেরকে নোট নেওয়ার দায়িত্ব দিন কারণ এটার সাথে ফিড্ব্যাক দেবার বিষয়টি সংযুক্ত থাকে।
- যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাদের নীরবতার কারণগুলি খুঁজে বের করার জন্য তাদের সাথে একান্তে কথা বলুন।

মন্ডলী কিংবা কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যে সব সহায়তাপ্রদানকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে চল্‌তি প্রশিক্ষণ এবং সমর্থন দেওয়া উচিত।

পূর্ব আফ্রিকায় অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সময়, সহায়তাপ্রদানকারীদেরকে দেওয়া সমর্থন নীচের উল্লেখিত আকার ধারণ করেছিল ঃ

উদাহরণ হিসাবে, স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলায় সহায়তাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তারপর তারা একজন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনায় এবং তত্ত্বাবধানে দু'টি পরীক্ষামূলক স্থানীয় মন্ডলীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে চলে যায়। তারপর তারা নিজেরাই আরও দু'টি মন্ডলীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলে। তারপর সব ক'জন সহায়তাকারী তাদের তত্ত্বাবধায়কের সাথে একত্রে মিলিত হয়ে তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে এবং নতুন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আলোচনায় বসেন।

বক্তব্য

- আমরা কি আমাদের সংগঠনের ভেতরে কিংবা স্থানীয় মন্ডলীগুলির সম্ভাব্য সহায়তাকারীদের কথা ভাবতে পারি?
- তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এবং স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সক্রিয় করে তোলার জন্য আমরা কি এই অনুচ্ছেদের তথ্যগুলিকে ব্যবহার করতে পারি?
- তাঁদেরকে আমরা আর অন্য কি কি সহায়তা প্রদান করতে পারি?

৪.৬ স্থানীয় সম্পদগুলির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা
Encouraging use of local resources

অনেক লোকই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে শুধুমাত্র অর্থের যোগান দেওয়া এবং কমিউনিটির নেওয়া উদ্যোগগুলির জন্য অন্যান্য সম্পদের উৎস হিসেবে দেখে থাকে। এটা হতেই পারে, কারণ খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির ব্যাপারে তাদের একমাত্র অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে কোন দুর্যোগের সময় তাঁদের কাছ থেকে হ্যান্ডআউটগুলি পাওয়া। কিংবা এটা হতেই পারে কারণ স্থানীয় এলাকায় খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি পরিচালিত প্রকল্পগুলির কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে কোন অনুদান গ্রহণ করার দরকার হয় না।

স্থানীয়ভাবে নেওয়া উদ্যোগগুলির জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অনুদান দেওয়াকে উৎসাহিত করা ভালো কাজ। অনুদান দেওয়ার জন্য জনসাধারণের আগ্রহের বিষয়টি মালিকানা এবং টেক্‌সই হবার বিষয়টির সাথে সংযুক্ত, কারণ এটা দেখিয়ে দেয় যে তারা কোন্ উদ্যোগের মূল্য দেয়। যদি তারা অনুদান দিতে আগ্রহী না হয়, তাহলে তারা সম্ভবতঃ এই উদ্যোগের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নয় এবং এটি সঙ্গত নয়। ফলে, যদি উদ্যোগটি হাতে নেওয়া হয় তাহলে তা ব্যর্থ হতে পারে এবং কাজে হাত দেওয়াটা অর্থবহ নয়। পুরো কমিউনিটির সুবিধার জন্য যে স্থানীয় সম্পদগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলিকে চিহ্নিত করতে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা দান করার জন্য নীচের বক্সের ভেতরে যে উপকরণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

খুবই দরিদ্র কমিউনিটিগুলিতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি স্থানীয় জনসাধারণকে অনুদান দেবার ব্যাপারে উৎসাহিত করার কথা চিন্তাও করবে না এই কারণে যে, এই লোকগুলি খুবই দরিদ্র। সে যাই হোক, এই আচরণটি কোন কোন স্থানে ক্ষমতায়ন-পরিপন্থী হতে পারে যেখানকার মানুষগুলি ইতোমধ্যে অনুভব করছে যে তাদের দেবার মত কিছুই নেই। এটা স্থানীয় জনসাধারণকে এই কথাটি ভাবিয়ে তোলার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে '*উন্নয়ন*' নামের বিষয়টি আসে কমিউনিটির বাইরে থেকে এবং সাহায্য এসে পৌছানোর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তাদের তেমন কিছু করার নেই। এমনকি দুর্যোগের সময় কমিউনিটির অংশগ্রহণ করাটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কমিউনিটির সম্পদগুলি

প্রতিটি কমিউনিটির রয়েছে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সম্পদ। জনসাধারণকে এই সম্পদগুলি সম্পর্কে বুঝে উঠতে এবং সেগুলির মূল্যায়ন করতে সহায়তা করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলিকে অনেক সময় উপেক্ষা করা হতে পারে। কমিউনিটির সদস্যরা যখন তাদের মালিকানায় থাকা সম্পদগুলির প্রাচুর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তখন তারা নতুন আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের কমিউনিটির সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

ছয় ধরণের প্রধান প্রধান সম্পদ রয়েছে ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ঃ যার মধ্যে রয়েছে ভূমি, গাছপালা, বন এবং পানি।

মানব সম্পদগুলি ঃ যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, কর্মদক্ষতা, জ্ঞান এবং সক্রিয়তা।

আর্থিক সম্পদগুলি ঃ যার মধ্যে রয়েছে অর্থ, ঋণ পাবার ব্যবস্থা, সঞ্চয় করার সুযোগ এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা।

সামাজিক সম্পদগুলি ঃ যার মধ্যে রয়েছে কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংগঠনসমূহ, স্থানীয় দলগুলি, বৃহত্তর পরিবার, বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এবং নেটওয়ার্কগুলির সাথে যোগাযোগ।

বাহ্যিক সম্পদগুলি ঃ যার মধ্যে রয়েছে বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি, পানির পাম্প, পরিবহন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ।

আধ্যাত্মিক সম্পদগুলি হচ্ছে ঃ শক্তি এবং সাহস যোগানো যেগুলি মানুষ তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অর্জন করে। খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে থাকা, বাইবেল পাঠের সুযোগ এবং প্রার্থনা করার স্বাধীনতা।

কমিউনিটির সদস্যদের কাছে বিভিন্ন ধরণের সম্পদগুলির ব্যাখ্যা দিন। তারপর প্রত্যেক ধরণের সম্পদের জন্য তাদের নিজেদের কমিউনিটির ভেতরেই রয়েছে এমন সুনির্দিষ্ট সম্পদগুলি চিহ্নিত করতে বলুন।

সম্পদগুলি চিহ্নিত করা হয়ে গেলে খুঁজে বের করুন ঃ

- যে সম্পদগুলির কথা কমিউনিটির সদস্যরা আগে বিবেচনায় আনে নি।
- যে সম্পদগুলিতে এই কমিউনিটি ধনী।
- যে সম্পগুলিতে এই কমিউনিটি দরিদ্র। অনেক কমিউনিটিই আর্থিক সম্পদের দিক্ থেকে দরিদ্র, কিন্তু তারা মানব-সম্পদ, সামাজিক-সম্পদ এবং আধ্যাত্মিক-সম্পদের দিক্ থেকে ধনী। অনেক সময় যে সম্পদগুলির ঘাট্তি রয়েছে তার জায়গায় অন্য কোন সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

Adapted from PILLARS Guide *Mobilising the community*

দরিদ্র জনসাধারণের অনুদান দেবার মতো অর্থ নাও থাকতে পারে। সে যাই হোক, সেখানে সাধারণতঃ অন্য কোন কিছু থাকে যা তারা দান করতে পারে, যেমন উপকরণ, শ্রম কিংবা সময়। অনুদান দিয়ে কোন একটি উদ্যোগের পুরো খরচটি যোগান নাও দিতে হতে পারে। তার পরিবর্তে, মানুষের সক্ষমতা দান করার বিষয়টিও যথাযথ হওয়া উচিত ঃ

- যদি দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলে তাদের নিজেদের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে তাহলে মানুষজনের দীর্ঘদিন ধরে কোন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শ্রম দিয়ে যাচ্ছে এর কোন যৌক্তিকতা নেই। একইভাবে, যদি জনসাধারণকে আর্থিক অনুদান দিতে হয়, তাহলে তারা তাদের সমুদয় সঞ্চয় দিয়ে দেবে এমনটি প্রত্যাশা করা উচিত নয়। অন্যথায় যদি কোন দুর্যোগ ঘটে তাহলে কমিউনিটি তা সামাল দিতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং তার ফলে জনসাধারণকে আরও বেশী দারিদ্র্যের ভেতরে ঠেলে দেওয়া হতে পারে।

- অন্যদিকে যদি জনসাধারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুদান দেবার ব্যাপারে উৎসাহী না হয়, তাহলে সেই উদ্যোগের মালিকানায় ঘাট্তি দেখা দিতে পারে এবং হাতে নেওয়া কাজটি টেক্সই নাও হতে পারে।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত কর্মকান্ডগুলি চালিয়ে নেবার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং তাদের কমিউনিটিগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করাকে উৎসাহিত করা। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যোগান দেবে এমনটা প্রত্যাশা না করে মন্ডলী এবং কমিউনিটির সদস্যদেরকে মোট প্রয়োজনের বেশীরভাগটাই যোগান দেবার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির কাছে সাহায্য চাইবার আগে স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটি তাদের নিজেদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুনির্দিষ্টভাবে মন্ডলীর সদস্যদের উদার মনোভাবাপন্নভাবে এবং উৎসর্গচিত্তে দান করার বাইবেলের নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

অবশ্যই দেবার মত এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা খুবই দামী এবং যেগুলির জন্য অর্থের যোগান দেওয়া স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটির সামর্থ্যের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত সহায়তা প্রদান করা। সে যাই হোক, শুধুমাত্র যখন স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটি প্রমাণ করে দেয় যে তারা কোন উদ্যোগের জন্য অনুদান দিতে পারে শুধুমাত্র তখনই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উচিত উদ্যোগটির বাকী অংশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা উচিত যে এই আর্থিক সহায়তা কোন্ ধরণের হওয়া উচিত। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির পক্ষে অর্থের আকারে সহায়তা প্রদান করা সব সময় যথাযথ নাও হতে পারে। মন্ডলী এবং কমিউনিটির কাঠামোতে ভালো আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকবে এমন কোন কথা নেই বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তারা মন্ডলীর ভবন তৈরী করা কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করা কিংবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অর্থ যোগান দেবার মতো ভিন্ন খাতে অর্থ খরচ করে ফেলতে পারে। কাজেই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির পক্ষে যথার্থ হতে পারে ছাদ বানানোর উপকরণের মতো দামী জিনিসগুলি কিনে সেগুলি কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করা। কিংবা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি জলের জন্য কূপ খননের রিগ কিংবা সিমেন্ট মিক্সার মেশিনের মতো যন্ত্রপাতি পাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা না হলে হয়তো চার্চ এবং কমিউনিটিকে এই যন্ত্রপাতিগুলি কেনা কিংবা ভাড়া করে আনার দরকার হত।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির উপর স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং কমিউনিটিগুলির অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে '*ম্যাচ ফান্ডিং*' (match funding) পদক্ষেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় মালিকানার উন্নয়ন সাধন করা এবং একই সাথে মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে আর্থিক দিক্ থেকে প্রচন্ড চাপের ভেতরে না রাখা। এই পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটির নেওয়া উদ্যোগগুলির জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কিন্তু কমিউনিটিগুলি শুধুমাত্র তখনই সেই আর্থিক সহায়তা পেতে পারে যদি তারা এর সমপরিমাণ অর্থ যোগান দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, যদি কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার খরচ ৫,০০০ টাকা হয়, তাহলে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির কাছ থেকে অবশিষ্ট অর্থ পেতে হলে মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে অবশ্যই ২,৫০০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিংবা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি কমিউনিটি বিল্ডিং-এর ছাদ তৈরী করে দেবার খরচ দিতে রাজী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটা তারা তখনই যোগান দেবে যখন কমিউনিটি তার নিজের তহবিল থেকে এজন্য অর্থ ব্যয় করেছে এবং নিজেদের উদ্যোগে ভবনটি নির্মাণ করেছে। ইথিওপিয়ায় 'আরবান মিনিষ্ট্রির' (Urban Ministries) কমিউনিটির একজন কর্মীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার এবং কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলার জন্য অর্থ যোগান দেয় এবং স্থানীয় মন্ডলী অন্যটির অর্থ যোগায়।

স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনে পরিণত করার ব্যাপারে সাবধান থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি একই ধরণের জিনিস নয়। ২ অধ্যায়-এ আমরা যেমনটি দেখেছি, এই সংগঠনগুলির উভয়েরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্য, ভিন্ন ভিন্ন দুর্বলতা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। যদিও স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যখন একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করে তখন বিশাল কিছু ঘটে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও এদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকাগুলি তাদের নিজেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় মন্ডলীগুলির ক্ষেত্রে তাদের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলে সমন্বিত উদ্দেশ্যটি সব সময় মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে সব সময় দরকার সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সহায়তা যুগিয়ে যাওয়া। যেখানে কোন স্থানীয় মন্ডলী নেই সেখানে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলিকে সরাসরি কমিউনিটিতে কাজ করার দরকার পড়বে।

প্রতিফলন

- আমাদের স্থানীয় এলাকায় স্থানীয় মন্ডলীগুলি এবং কমিউনিটিগুলি কি প্রায়শঃই বাইরে থেকে পাওয়া আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল?
- স্থানীয় মন্ডলী কিংবা কমিউনিটির সাথে কাজ করতে গিয়ে এবং তাদের সম্পদগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করার জন্য আমরা কি ৭৭–পৃষ্ঠায় বর্ণিত উপকরণগুলি ব্যবহার করতে পারি?
- স্থানীয় জনসাধারণকে তাদের কমিউনিটিতে হাতে নেওয়া উদ্যোগগুলিতে বেশী করে অনুদান দেবার ব্যাপারে আমরা কিভাবে উৎসাহিত করতে পারি?

৪.৭ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন
Monitoring and evaluation

নীচে উল্লেখিত কারণগুলির জন্য কাজের মূল্যায়ন করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ

জবাবদিহিতা - ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ হিসেবে আমাদেরকে যে সম্পদগুলি দিয়েছেন, আমাদের উচিত তার ভাল রক্ষক হওয়া।

- যাঁরা কাজ বাস্তবায়ন করেন (স্থানীয় মন্ডলীগুলি কিংবা খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি), তাঁদের উচিত যারা কাজটি করিয়ে দিতে সহায়তা চায় অর্থাৎ কমিউনিটির সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করা। উপকারভোগীদের কাছে যদি কোন জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে সেই কর্মোদ্যোগটি শুধুমাত্র স্থানীয় মন্ডলী কিংবা দাতাগোষ্ঠীকে আনন্দ দেবার জন্যই তৈরী করা হয় এবং সেগুলির গুরুত্ব এবং প্রভাব গিয়ে পৌছায় একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে। উপকারভোগীদের কাছে জবাবদিহিতার মাত্রা যতো উঁচুমানের হয়, কর্মোদ্যোগটির গুণগত মানও ততোটাই উচ্চতর থাকে এবং সেগুলি ততো বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

- যে সব মানুষের উপর আস্থা রেখে তাদের কাছে সম্পদগুলি দেওয়া হয়েছে তাদের উচিত যারা এই সম্পগুলির যোগান দিয়েছে তাদেরকে এটি দেখতে দেওয়া যে তারা বিজ্ঞতার সাথে সেগুলি ব্যবহার করেছে এবং তা থেকে ফল পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পদগুলির ভেতর থাকতে পারে অর্থ, সময়, উপকরণ এবং প্রার্থনা। যারা এই সম্পদগুলির যোগান দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় চার্চের সদস্যরা, কমিউনিটির সদস্যরা, মন্ডলীগুলির বিদেশী এবং প্রাতিষ্ঠানিক দাতারা।

- পরস্পরের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে এমন খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীর উচিত অংশীদার হিসেবে তাদের কাজকর্মগুলির মূল্যায়ন করা। প্রত্যেকের উচিত তারা যা করবে বলেছিল তার জন্য অবদান রাখা এবং যদি অপর অংশীদার মনে করে যে তাদের অপর পক্ষ ভালভাবে কাজ করছে না তাহলে সেখানে কথা বলার সুযোগ রাখা উচিত। যদি অংশীদারদের পরস্পরের কাছে জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে অংশীদারিত্বের পুরো বিষয়টি দূরে ছিটকে পড়তে পারে এবং এটির কাজকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

জবাবদিহিতার রেখাগুলি

শিক্ষা গ্রহণ করা - পরিমাপ, বিশ্লেষণ এবং আমাদের কাজকর্মের উপর বক্তব্য পেশ করে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যা আমাদের চল্‌তি পরিকল্পনাগুলির উন্নয়ন সাধন করতে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্মকে সমৃদ্ধ করে তুলতে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

কাজকর্মের পরিমাপ করতে হলে গৃহীত কাজটির একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন নির্দেশকগুলি আমাদের দেখিয়ে দেয় যে কখন আমরা সেই উদ্দেশটি অর্জন করেছি। কাজকর্মের পরিমাপ করার জন্য যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হচ্ছে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন। কাজটি যে ঠিক পথে চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ চালিয়ে যাওয়া হয় প্রতিনিয়তই, যেমন প্রত্যেক মাসে মাসে। নির্দেশকের বিপরীতে অর্জন পরিবীক্ষণ করলে আমরা যে পরিবর্তন দেখার প্রত্যাশা করি সেটি তা বলে দেবে। কোন একটি কর্মোদ্যোগের শেষ হলে তার ফলাফল পরিমাপ করার জন্য মূল্যায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়। আমরা যে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক পরিবর্তনগুলি দেখার প্রত্যাশা করি নি, মূল্যায়ন সেগুলি পরিমাপ করার সুযোগ করে দেয়। উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের কাজ শুরু করা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্র' (ROOTS 5) দেখুন।

যখন সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সক্রিয় করে তোলা হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কাজকর্মগুলি পরিমাপ করা উচিত ঃ

একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন তার কাজকর্মগুলি পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করছে - মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে উৎসাহ দেবার ইচ্ছার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির জন্য একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এই ধরণের কাজের জন্য অর্থ যোগান দিতে ইচ্ছুক দাতা খুঁজে বের করাটা কঠিন হতে পারে। অনেক দাতা জানতে চান যে এই কাজের ফলে কমিউনিটিতে কি প্রভাব পড়বে, এমনকি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে না তোলা পর্যন্ত এটা জানা অসম্ভব যে কমিউনিটি পর্যায়ে কোন্ ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি পুরোপুরিভাবেই স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সহায়তা চাইতে পারে। এই কাজের জন্য প্রধান খরচের খাতগুলি হচ্ছে সহায়তাপ্রদানকারীদের ফি প্রদান এবং প্রশিক্ষণের জায়গার জন্য প্রযোজ্য খরচ। সে যাই হোক, স্থানীয় মন্ডলীগুলি কমিউনিটিতে যে কাজগুলি করে সেখানে কারিগরী দক্ষতা, যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের খরচ যোগানোর মতো যে কাজগুলি স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটি নিজেরা নির্বাহ করতে পারে না সেই সব কাজকর্ম করাতে সহায়তা প্রদানের জন্যও দাতাদের কাছ থেকে তাদের অর্থ সহায়তা নেবার প্রয়োজন হতে পারে। যেহেতু যে উদ্যোগটি গ্রহণ করা হবে সেটির ধরণ এবং খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির যে পরিমাণ সহায়তাপ্রদান করতে হবে সেটি অনির্ধারিত থেকে যায়, তাই প্রস্তাবনা তৈরীর পর্যায়ে এই ধরণের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অজানা থেকে যাবে। কিছু কিছু দাতা রয়েছে যারা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ধিত প্রস্তাবনার মাধ্যমে

আর্থিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। নীচের টেবিলে মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাজে উৎসাহ প্রদানে ইচ্ছুক এমন একটি খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের জন্যে উদ্দেশ্যের সম্ভাব্য দু'টি পর্যায়ের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ফলাফলগুলি হচ্ছে উচ্চতর পর্যায়ের উদ্দেশ্যেগুলি। আর অর্জন হচ্ছে ফলাফল পাবার পথে এগিয়ে যাবার আরও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি।

চার্চ এবং কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার সম্ভাব্য উদ্দেশ্যগুলি

পর্যায়	ফলাফল (উচ্চতর পর্যায়ের উদ্দেশ্যগুলি)	অর্জন (ফলাফল পাবার পথে এগিয়ে যাবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি)
১	উন্নয়ন সাধন করার সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির সামর্থ্য।	• স্থানীয় মন্ডলীকে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের ভেতরে বেড়ে ওঠা সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করার জন্য বাইবেলে প্রদত্ত কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। • সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজ শুরু করার জন্যে স্থানীয় মন্ডলীকে দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করার উপযুক্ত কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলি তৈরী হওয়া।
২	সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলা এবং প্রস্তুত করে তোলা।	• স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃত্বের দ্বারা স্থানীয় মন্ডলীগুলির ভেতরের সমন্বিত উদ্দেশ্যের সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধনের জন্য উপযুক্ত কাঠামো এবং প্রক্রিয়া তৈরী হওয়া। • স্থানীয় মন্ডলীর ভিতরে সমন্বিত উদ্দেশ্যর সাথে সংযুক্তি ঘটানোর জন্যে বাইবেলে প্রদত্ত কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া। • স্থানীয় মন্ডলীর ভিতরে সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত হবার জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া। • স্থানীয় মন্ডলীর ভিতরে কমিউনিটির মধ্যকার দারিদ্র্যের কারণ এবং পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান (এর ভেতরে রয়েছে প্রয়োজনীয়তা, ঝুঁকির প্রবণতা এবং কমিউনিটির সামর্থ্য) বেড়ে ওঠা।
৩	দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট কারণগুলি এবং পরিণতিগুলি চিহ্নিত করা এবং মোকাবেলা করার জন্যে এবং দুর্যোগের সময়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে স্থানীয় মন্ডলীগুলি (এবং কমিউনিটিগুলি)-কে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।	• কমিউনিটির ভেতরে দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট কারণগুলি এবং পরিণতিগুলির মুখোমুখি হতে সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হবার জন্য স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের দ্বারা উপযুক্ত কাঠামো এবং প্রক্রিয়াগুলি তৈরী করা। • কমিউনিটির ভেতরে একমত হওয়া দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট কারণ এবং পরিণতিগুলি মোকাবেলা করার জন্য কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন। • একটি দুর্যোগসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেটি যেকোন দুর্যোগ কমিউনিটিতে আঘাত হানার আগে কিংবা যখন আঘাত হানে তখন বাস্তবায়ন করা যায়। • স্থানীয় মন্ডলী এবং কমিউনিটি কর্তৃক সক্রিয় করে তোলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলি।
৪	কমিউনিটির ভেতরে মোকাবেলা করা হয়েছে এমন দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট কারণ এবং পরিণতিগুলি।	• কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

© TEARFUND 2007

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

একটি স্থানীয় মন্ডলী সেটির সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করছে। নীচে উল্লেখিত কারণগুলির জন্যে একটি স্থানীয় মন্ডলীকে তাদের কাজগুলির পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা উচিত ঃ

- যদি কোন সংগঠন স্থানীয় মন্ডলীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার জন্য দাতাদের দেওয়া অর্থ হাতে পায়, তাহলে সেই দাতার কমিউনিটির ভেতরে কিংবা কমিউনিটির সাথে মন্ডলীর বাস্তবায়ন করা কাজকর্ম সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়ার দরকার হতে পারে এটা দেখার জন্য যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার পর্যায়টির একটা প্রভাব ছিল।
- দাতা যদি কমিউনিটির ভেতরে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সহায়তা দেয়, তাহলে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীর তাদের কাজকর্মের পরিমাপ করার দরকার হবে।
- একটি মন্ডলী যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার পর আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং কোন বহিঃস্থ সাহায্য ছাড়াই সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়, তাহলে এটিকে তার কাজকর্ম পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। সেখানে এমন অনেক লোকই থাকবে যাদের কাছে স্থানীয় মন্ডলীর নিজেকেই জবাবদিহিতামূলক করে তোলা উচিত, এমনকি তারা যদি মন্ডলীকে তাদের কাজের প্রতিবেদন তৈরী করতে নাও বলে, তাহলেও। উদাহরণ হিসেবে ঃ
  - মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে যারা এই উদ্যোগগুলির সাথে উচ্চমাত্রায় জড়িত ছিল তাদের উচিত আরও বৃহত্তর মন্ডলী এবং অন্যান্য মন্ডলীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করা যারা আর্থিক এবং প্রার্থনাগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এটা তাদেরকে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কমিউনিটির মানুষগুলির জীবনে ঈশ্বর কাজ করে যাচ্ছেন এমন অনুভূতি এনে দিতে সাহায্য করে।
  - স্থানীয় মন্ডলীগুলির মধ্যে যেগুলি খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখার অংশ সেগুলি বাৎসরিক সম্মেলনে তাদের নেতৃত্বের কাছে উন্নয়ন এবং ফলাফলের প্রতিবেদন পেশ করতে পারে। এটা সমন্বিত উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হবার জন্য অন্যান্য স্থানীয় মন্ডলীগুলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে এবং উৎসাহিত করতে সাহায্য করতে পারে।

এই কথাটি মনে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় মন্ডলীগুলি কোন সংগঠন নয়। তাদের আরও বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। কাজেই খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির প্রয়োজন প্রত্যাশিত পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে মন্ডলীর সদস্যদেরকে 'উন্নয়ন কার্যক্রমের পেশাদার' বানিয়ে তোলার ব্যাপারে কোন্ মাত্রা পর্যন্ত প্রত্যাশা করা উচিত সে সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা। যে ক্ষেত্রগুলিতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলির তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এবং আরও বেশী দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলা যেতে পারে তেমন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে তাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত। এক্ষেত্রে তিনটি প্রধান বিকল্প পথ রয়েছে ঃ

- কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার বেশীর ভাগটার দায়িত্ব নিতে পারে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি। এই সম্ভাবনাটি বেশ ভালো হয়ে দাঁড়াতে পারে যেখানে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি প্রাতিষ্ঠানিক দাতাদের কাছে জবাবদিহি করে এবং সে জন্যে ভালো প্রতিবেদন তৈরী করার ব্যাপারে উৎসাহ রয়েছে। যখন প্রথমবারের মতো সমন্বিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ করছে এমন মন্ডলীর সাথে কাজ করা হয়, তখনও এটা যথাযথই হতে পারে।

- কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করতে পারে। উপযুক্ত মাত্রায় দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগী করে নিয়ে তারা যৌথ মালিকানা গ্রহণ করতে এবং একত্রে কাজ করতে পারে।

- নিজেদের কাজের অগ্রগতি নিজেরাই পরিমাপ করার জন্য স্থানীয় মন্ডলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটি স্থানীয় মন্ডলীর দুই বা তিনজন সদস্যকে এবং সেই সাথে সম্ভবতঃ কমিউনিটির কয়েকজন সদস্যকেও কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্যে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের কাছ থেকে কারিগরী সহায়তা না নিয়েই তারা কর্মোদ্যোগগুলি বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। যে সব মন্ডলী বহিঃস্থ সহায়তা ছাড়াই সমন্বিত উদ্দেশ্যের কার্যক্রম হাতে নিতে সক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে এটা উপকারে আসতে পারে। সে যাই হোক, এক্ষেত্রে একটা বিপদও রয়েছে, আর তা হচ্ছে যে লোকগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তারা ভবিষ্যতে মন্ডলী ছেড়ে চলে যেতে পারে। তারা যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে তা মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের ভেতরেও সঞ্চারিত করে দেওয়াটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলীর যৌথভাবে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের কাজটি চালিয়ে যাওয়া। খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনগুলি যে স্থানীয় মন্ডলীর সাথে কাজ করছে প্রতি বছর একবার বা দুইবার সম্মিলিতভাবে তাদের কাজ পর্যালোচনা করে দেখার জন্য তাদের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে এটা সাহায্যে আসতে পারে।

যে বিষয়গুলি খুঁজে দেখা যেতে পারে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

অর্জিত সাফল্যগুলি পর্যালোচনা করা

- শেষবার পর্যালোচনা করে দেখার পর থেকে আর কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে? এই অর্জনগুলিকে উদ্‌যাপন করার কথা মনে রাখুন।
- যে যা কিছু করবে বলেছিল তারা সবাই কি সেগুলি ঠিকমতো করেছিল? যদি না করে থাকে, তাহলে কেন করে নি?
- এমন কেউ কি আছে যে যতটুকু কাজ করবে বলে জানিয়েছিল সে তার চাইতে অনেক বেশী অবদান রেখেছে?
- আপনি কি মনে করেন যে সম্মিলিতভাবে করা কাজের প্রভাব খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনটির এবং স্থানীয় মন্ডলীর আলাদা আলাদাভাবে করা কাজের চাইতে বেশী? এর শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

অংশীদারিত্বের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করে দেখা (যদি অংশীদারিত্বের বিষয়টি বিদ্যমান থাকে)

- প্রত্যেক অংশীদার কি অনুভব করে যে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জবাবদিহিতার বিষয়টি রয়েছে?
- প্রত্যেক অংশীদার কি অনুভব করে যে তাদের অবদানকে অপর অংশীদার মূল্য দিচ্ছে?
- এখনও কি অংশীদাররা একই মূল্যবোধে বিশ্বাস করে? যদি না করে, তাহলে অংশীদারিত্বের বিষয়টি চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা যথার্থ নয়।
- যোগাযোগের ব্যবস্থা কি পর্যাপ্ত, নাকি তার আরও সম্প্রসারণ করা উচিত?
- শেষবার পর্যালোচনা করার পর ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোন্ বিষয়গুলি অংশীদারিত্বের বিষয়টির উপর প্রভাব ফেলেছে?

ভবিষ্যৎ

- এমন কি কি উপায় আছে যা দিয়ে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং স্থানীয় মন্ডলী তাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারণ করতে পারে, যার ফলে তাদের ফলাফল বৃদ্ধি পেতে পারে?
- কাজের সাফল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি কি দক্ষতা বা জ্ঞান সেখানে রয়েছে যা ঐ সংগঠনটির কিংবা মন্ডলীর কোনটিরই নেই? যদি তাই হয়, তাহলে কিভাবে তাদের সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে?
- যথোপযুক্ত হলে কোন্ কোন্ উপায়ে এই সম্পর্ককে ভবিষ্যতে আরও গভীর করে তোলা যেতে পারে?
- খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন এবং মন্ডলী উভয়ের ভেতরে নতুন আর কি কি শক্তি রয়েছে যেগুলি তারা কাজের জন্য নিবেদন করতে পারে?

বক্তব্য

- আমরা যদি ভাবি যে, মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলার কাজটি আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাথে যথার্থ, তাহলে আমরা কি এমন কোন দাতা সংস্থার কথা জানি যারা আমাদের এই কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করতে পারে?
- যেখানে স্থানীয় মন্ডলীগুলি তাদের সমন্বিত উদ্দেশ্যের কাজগুলি পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে সেখানে আমরা কিভাবে সহায়তা দান করতে পারি?

রুটস্ ১১ স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অংশীদারিত্ব

সম্পদ এবং যোগাযোগসমূহ
Resources and contacts

যে বইগুলি পড়ার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে

- Blackman R (2003) ROOTS 5: *Project cycle management* Tearfund UK
- Clarke S, Blackman R and Carter I (2004) *Facilitation skills workbook* Tearfund UK
- Carter I (2004) PILLARS Guide: *Mobilising the church* Tearfund UK
- Carter I (2003) PILLARS Guide: *Mobilising the community* Tearfund UK
- Chester T (2004) *Good news to the poor: sharing the gospel through social involvement* Inter-Varsity Press
- Chester T (2002) *Justice, mercy and humility: integral mission and the poor* Paternoster Press
- Evans D (2004) *Creating space for strangers* Inter-Varsity Press
- Gordon G (2002) ROOTS 1 and 2: *Advocacy toolkit* Tearfund UK
- Hughes D with Bennett M (1998) *God of the poor* Operation Mobilisation
- Myers B (1999) *Walking with the poor: principles and practices of transformational development* Orbis Books
- Padilla R and Yamamori T (Eds) (2004) *The local church, agent of transformation* Ediciones Kairos
- Church, Community and Change is a facilitator-led training programme that canenable churches in the UK and Ireland to respond to the needs of their communities. For more information email: CCC@tearfund.org. A Spanish version of the booklets, contextualised for Latin America, is available from Ediciones Kairos, José Mármol 1734, B1602EAF Florida, Prov Bs As, Argentina. Email: edicion@kairos.org.ar

Websites

- **www.integral-mission.org/blog**
  An online discussion forum for integral mission.
- **http://tilz.tearfund.org/Topics/Church+and+Development.htm**
  The church and development section of Tearfund's tilz website.
- **www.micahnetwork.org**
  The Micah Network is a group of Christian relief, development and justice organisations from 75 countries. It aims to build the capacity of its members to respond to the needs of the poor, carry out integral mission and do advocacy work.
- **www.lareddelcamino.net**
  The Del Camino Network is a community of church leaders and Christian organisations that are committed to integral mission in Latin America

পরিভাষার অভিধান / শব্দকোষ
Glossary

পরিভাষার এই অভিধান বা শব্দকোষ কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট শব্দকে এই বইতে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করা হল ঃ

জবাবদিহিতা গৃহীত সিদ্ধান্ত, কাজকর্ম এবং সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

এ্যাডভোকেসী ক্ষমতাশালীদের নীতিমালা এবং অনুশীলনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কারণ দূর করা, ন্যায়বিচার এনে দেওয়া এবং ভাল উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

উপকারভোগী কোন কর্মোদ্যোগ থেকে যারা উপকৃত হয়।

পক্ষপাত কারও বা কোন কিছুর স্বপক্ষ কিংবা বিপক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রভাবক পরিবর্তনের কারণ ঘটায় এমন কিছু।

খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন যে সব খ্রীষ্টীয়ান সংগঠন উন্নয়ন, ত্রাণ এবং এ্যাড্ভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কমিউনিটির রূপান্তর ঘটাতে চায়। এটা স্থানীয় মন্ডলীর মত একই ধরণের প্রতিষ্ঠান নয়।

মন্ডলী এবং কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা কোন একটি স্থানীয় মন্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য গৃহীত কর্মকান্ডগুলি যার ফলে ঐ স্থানীয় মন্ডলীটি পুরো কমিউনিটিকে তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে।

মন্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করা একটি স্থানীয় মন্ডলীকে কমিউনিটির প্রয়োজনে সাড়া দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে যে কাজগুলি করা হয়।

বল প্রয়োগ মানুষ যে কাজগুলি করতে চায় না চাপ প্রয়োগ করে সেগুলি করিয়ে নেওয়া।

ধর্মসভা স্থানীয় মন্ডলীর অর্থের সমার্থক।

প্রদর্শন করা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ বলতে কি বুঝায় তা লোকজনকে দেখিয়ে দেওয়া। যেমন, অন্যের সেবাযত্ন করা। এটাকে 'সামাজিক কর্মকান্ড' বা 'সামাজিক সম্পৃক্ততা'-ও বলা হয়ে থাকে।

খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের শাখা স্থানীয় মন্ডলীগুলি যেভাবে সংগঠিত এবং যোগসূত্রে আবদ্ধ হয় তার একটি পদ্ধতি।

মরুকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে জমি কোন কিছু আবাদের অযোগ্য হয়ে না ওঠা পর্যন্ত শুষ্ক হয়ে যেতেই থাকে, সেটিকে মরুভূমি বানিয়ে ফেলে।

ডায়োসিস বিশপের কর্তৃত্বের অধীনস্থ একটি জেলা।

বিতাড়িত করা একজন মানুষকে তার স্বাভাবিক গৃহ থেকে জোর করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া।

দাতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আর্থিক সহায়তা যুগিয়ে থাকে।

ক্ষমতায়ন করা সেই প্রক্রিয়াটি যার দ্বারা মানুষ আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং পরিবর্তনের নিয়ামকে পরিণত হয়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করা কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্যদের ভেতরে চালিত করা।

উৎখাত করা যখন মানুষকে জোর করে তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা নিজের সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য কোন মানুষ বা কোন বস্তুকে ব্যবহার করা।

© TEARFUND 2007

সহায়তা প্রদানকারী এমন কেউ যিনি মানুষজনকে তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করে কোন একটি প্রক্রিয়াকে ঘট্‌তে শুরু করান।

সুসমাচার যীশু খ্রীষ্টের সুখবর।

বিপদ প্রাকৃতিক কিংবা মানুষ সৃষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতি যা বিপদ ডেকে আনতে পারে, ক্ষতির কিংবা আঘাত পাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কর্মোদ্যোগ স্থানীয় মন্ডলী কিংবা কমিউনিটি কর্তৃক কমিউনিটির কোন সমস্যা সমাধানের জন্য করে যাওয়া কোন কাজ কিংবা এক গুচ্ছ কাজ।

সমন্বিত উদ্দেশ্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে অখন্ডিতভাবে আমাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলা এবং জীবন যাপন করা।

নিবিড় শ্রম-নির্ভর এমন কোন কাজের বর্ণনা দেওয়া যেখানে বিশাল পরিমাণে মানব প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

স্থানীয় মন্ডলী খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসীদের একটি টেকসই সমাজ, যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার রয়েছে, যেখানে ধর্মীয় উপাসনা, শিষ্যত্ব, পরিচর্যা এবং ধর্মীয় কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারক একটি প্রামাণ্য দলিল যেখানে দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সম্মিলিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা এবং দায়দায়িত্বের বিবরণ থাকে।

পরামর্শদাতা একজন মানুষ যিনি কম অভিজ্ঞ মানুষগুলিকে উপদেশ এবং সহায়তা যুগিয়ে থাকেন।

ধাত্রী এমন একজন মানুষ যিনি শিশুদের জন্মগ্রহণে সহায়তা করেন।

উদ্বুদ্ধ করে তোলা কোন একটি উদ্দেশে কাজ করা এবং সেটিকে সংঘটিত করতে মানুষকে সহায়তা করা।

বহুমাত্রিক যার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বিশেষত্ব রয়েছে।

এন.জি.ও. বেসরকারী সংগঠন

অংশগ্রহণমূলক এমন একটি পরিস্থিতির বিবরণ দেয় যেখানে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করছে।

পরীক্ষামূলক কোন কিছু আরও ব্যাপকভাবে শুরু করার আগে কোন কিছু করার প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদ।

দরিদ্র্য / দারিদ্র্যতা মৌলিক চাহিদার ঘাট্‌তি, যেমন - খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, সামাজিক নেটওয়ার্ক, রাজনৈতিক বক্তব্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ঘোষণা মানুষকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারগুলি সম্পর্কে বলা। এটাকে '*এভান্‌জেলিজম*' (সুসমাচার প্রচার কাজ)ও বলা হয়ে থাকে।

প্রকল্প কমিউনিটির ভেতরে খ্রীষ্টীয়ান সংগঠনের সরাসরি বাস্তবায়ন করার একটি কার্যক্রম।

ত্রাণ কোন দুর্যোগের পর অভাবী মানুষদের জন্য সহায়তা যোগান দেওয়া।

পুনঃপ্রয়োগ কোন একটি প্রক্রিয়াকে অন্য কোথাও নতুন করে শুরু করা।

বস্তুগত ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

সামাজিক কর্মকান্ড/ সামাজিক সম্পৃক্ততা স্থানীয় মন্ডলী যে প্রক্রিয়ায় সমাজের উপকরণগত প্রয়োজনগুলি পূরণ করে। এটাকে '*প্রদর্শন করা*'-ও বলা হয়ে থাকে।

টেক্‌সই হওয়া যখন কোন কর্মোদ্যোগের উপকারিতা চলমান থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা অনুভব করা বা দেখার উপযোগী।

কল্যাণ সাধন মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করার সুযোগ, অনেক সময় তাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই।

Partnering with the local church

by Rachel Blackman

Published by Tearfund

ISBN [illegible]

100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, UK